উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

# উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৭৩,৫৮৩.২২ (-১,৬৯০.২৩)

নিফটি : ২২,৮১৯.৬০ (-৪৮৬.৮৫)

জোজিলা পাসে তুষারধসে মৃত ৭ ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

| শিলিগুড়ি | জলপাইগুড়ি | কোচবিহার | আলিপুরদুয়ার |
|---|---|---|---|
| ২৮° সর্বোচ্চ / ১৯° সর্বনিম্ন | ২৮° সর্বোচ্চ / ১৯° সর্বনিম্ন | ২৮° সর্বোচ্চ / ১৯° সর্বনিম্ন | ২৪° সর্বোচ্চ / ১৬° সর্বনিম্ন |

কাঠমান্ডুর কুর্সিতে তরুণ তুর্কি বালেন্দ্র ৭

বেঙ্গালুরুর মুখোমুখি হচ্ছে হায়দরাবাদ
আজ শুরু আইপিএল ১৪

শিলিগুড়ি ১৩ চৈত্র ১৪৩২ শনিবার ৫.০০ টাকা 28 March 2026 Saturday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 307

# গৌতমের মুখে জয় শ্রীরাম

## হিন্দুত্বের পথে শিলিগুড়িতে সব দল

**শিলিগুড়ি ব্যুরো**

**২৭ মার্চ :** রামনবমী নিছক ধর্মীয় উৎসব হয়ে রইল না। রামনাম হয়ে উঠল ভোট বৈতরণির পারানি। সেই তাগিদে গেরুয়া শিবিরের রামভক্তিতে ভাগ বসালেন তৃণমূল নেতারাও। শিলিগুড়িতে গৌতম দেবের পোশাকে-স্লোগানে যেন উগ্র রামভক্তির ছাপ। গেরুয়া উত্তরীয়, গেরুয়া পাগড়ি পরে, কপালে তিলক কাটা গৌতমকে দেখে ও তাঁর মুখে 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি শুনে গেরুয়া শিবিরের কর্মকর্তা বলে ভুল হতে পারত।

রামনবমী পালনে যেন গেরুয়া শিবিরকে ছাপিয়ে যেতে চেয়েছিলেন শিলিগুড়ির মেয়র। এই কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষকে দেখে যেমনভাবে তিনি

জয় শ্রীরাম ধ্বনি দিলেন, তাতে স্পষ্ট- ধ্বনিটি গেরুয়া শিবিরের কাছ থেকে হাইজ্যাক করতে মরিয়া তৃণমূল। পিছিয়ে ছিল না বামেরাও। অগ্রসেন রোডের রাম মন্দিরে পুজো দিলেন সিপিএম প্রার্থী শরদিন্দু চক্রবর্তী। বোঝা গেল, রামনামের দখল অভিযানে বামেরাও আছে।

আসলে ভোট বড় বালাই। রামনবমীর সৌজন্যে তাই তৃণমূল নেতা-কর্মীদের মুখে জয় শ্রীরাম ধ্বনি সুনামি। সিপিএম প্রার্থী একই কারণে মাথা ঠেকালেন রামের চরণে। যে 'জয় শ্রীরাম' শুনলে একসময় তৃণমূল নেত্রীর মেজাজ সপ্তমে চড়ত, এমনকি গাড়ি থামিয়ে তেড়ে যেতেন, ছাব্বিশের বিধানসভা ভোটে সেই রামনামে মজে গেল তাঁর হাতে তৈরি দল। শুধু মিছিলে হাঁটা নয়, হনুমান মন্দিরে পুজো দিয়ে শিলিগুড়ির তৃণমূল প্রার্থী গৌতম দেব বুঝিয়ে দিলেন, হিন্দুত্বের তাস তাঁরাও খেলবেন। হিলকার্ট রোডে বিজেপির শিলিগুড়ি জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডলের হাত থেকে রামলালার মূর্তি গ্রহণ ছিল পুরোদস্তুর পরিকল্পিত রাজনৈতিক পদক্ষেপ।

প্রতিপক্ষের এমন ভোল বদল দেখে সৌজন্যের হাসি হাসলেও কটাক্ষ করতে ছাড়েননি শংকর। তাঁর কথায়, 'মেয়র রামভক্ত সাজছেন, ভালো কথা। আগামীদিনে রামই যে শেষ আশ্রয়- সেই বার্তাও বোধহয় আগাম পেয়ে গিয়েছেন।' গৌতম অবশ্য যুক্তি দিলেন, 'রাম সবার। আমি রামায়ণ পড়েছি এবং বাড়িতে পুজো হয়। রামনবমীর মিছিলে কোনও রাজনীতি নেই।' তাঁর উলটে প্রশ্ন, বিজেপি কি আদৌ রামায়ণ পড়েছে?

সিপিএম প্রার্থীর আবার নয়া যুক্তি, 'তৃণমূল ও বিজেপি রামকে রাজনীতির হাটে নামিয়ে ভক্তদের মনে আঘাত দিচ্ছে।' এসব যুক্তি-পালটা যুক্তির বাইরে এটা স্পষ্ট যে, হিন্দু ভোটারের সমর্থন আদায়ে বিজেপির মতো তৃণমূল এখন হিন্দুত্বের রথে সওয়ার। সেই রথে চড়তে আপত্তি নেই বামেদেরও।

শুধু শিলিগুড়ি শহর নয়, নকশালবাড়ি থেকে খড়িবাড়ি- শিলিগুড়ি মহকুমার গ্রামাঞ্চলে দেখা গেল একই চিত্র। নকশালবাড়িতে তৃণমূল প্রার্থী শংকর মালাকার ও বিজেপি বিধায়ক আনন্দময় বর্মন একসঙ্গে মিছিলে পা মেলান। একে অপরকে আলিঙ্গন করলেও আনন্দময় টিপ্পনী কাটেন, 'এতদিনে রামের চরণে আশ্রয় নিয়ে তৃণমূল পাপ ধোয়ার চেষ্টা করছে।'

*এরপর বারোর পাতায়*

*শুক্রবার শিলিগুড়িতে রামনবমীর শোভাযাত্রায় নানা সাজে ভক্তরা। ছবি : সূত্রধর*

# মহিলার 'প্রস্টেট' রিপোর্ট ঘিরে বিতর্ক

**রণজিৎ ঘোষ**

**শিলিগুড়ি, ২৭ মার্চ :** মহিলার এমআরআইয়ের রিপোর্টে বলা হচ্ছে প্রস্টেট স্বাভাবিক রয়েছে। আবার রিপোর্টে মহিলার নামের পাশে লেখা 'মেল' অর্থাৎ পুরুষ। এই রিপোর্ট নিয়েই চিকিৎসক মহলে হইচই পড়েছে। তাঁরা বলছেন, এভাবে যে কত রোগীর রিপোর্ট ভুলভাল হচ্ছে এবং সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে ভুল চিকিৎসা হচ্ছে। অভিযোগ পাওয়ার পরেও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কোনও পদক্ষেপ না করায় শুক্রবার মেডিকেলের অধ্যাপক চিকিৎসকদের নিয়ে তৈরি প্রশাসনিক হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে সরব হন ক্যানসার বিভাগের প্রধান ডাঃ সম্রাট

**উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল**

দত্ত। তিনি সেখানে লেখেন, একজন মহিলা রোগীর প্রস্টেট স্বাভাবিক বলে রিপোর্টে লেখা হয়েছে। এটা কী ধরনের রিপোর্ট? তিনি প্রশাসনকে বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখার আবেদন করেছেন। কিন্তু সন্ধ্যা পর্যন্ত কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি বলে মেডিকেল সূত্রের খবর। হাসপাতাল সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক বলেছেন, 'এমআরআই বিভাগের কাছে এই রিপোর্টের বিষয়ে জানতে চাওয়া হয়েছে। সেখান থেকে উত্তর আসার পরেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।'

চলতি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে জরিনা খাতুন নামে ৪০ বছর বয়সি এক মহিলা অঙ্কোলজি বিভাগে চিকিৎসার জন্য আসেন। প্রাথমিক পরীক্ষার পরে ক্যানসার সন্দেহে চিকিৎসকরা তাঁর এমআরআই

*এরপর বারোর পাতায়*

সাদা চোখে সাদা কথায়

## ভাতা ও ধর্ম, হুমকি-ভয়ের দোলাচলে বঙ্গে ভোটরঙ্গ

**গৌতম সরকার**

পরপর দু'দিন উত্তরবঙ্গের দুই প্রান্তের দুজনের সঙ্গে টেলিফোনে কথা হল। দুজনই মাঝবয়সি, উচ্চশিক্ষিত। একজন কালিয়াচকের, পেশায় হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক। আরেকজন ময়নাগুড়ির, পেশায় সরকারি আধিকারিক। প্রথমজন ধর্মে মুসলিম। দ্বিতীয়জন ব্রাহ্মণ সন্তান। কালিয়াচকের শিক্ষকের প্রশ্ন, মুসলিম হলে কি ধর্মনিরপেক্ষ হওয়া যায় না? তাঁর মতে, ইসলাম বা হিন্দু হল ধর্ম আর ধর্মনিরপেক্ষতা হল চেতনা। দুটোর মধ্যে কোনও সংঘাত নেই।

ময়নাগুড়ির সরকারি আধিকারিক জানালেন, তাঁদের পরিবারে প্রবলভাবে ধর্মাচরণ আছে। রোজ নিষ্ঠাভরে পুজো হয়। কিন্তু তাঁর কথায়, 'আমাদের পরিবারে কারও মুসলিম বিদ্বেষ নেই। আজও আমার মুসলিম সহপাঠী আমাদের বাড়িতে আসে-যায়, থাকে-খায়। পরিবারে তা নিয়ে কারও ছুঁতমার্গ নেই।' তাঁর পরিবার ধর্মনিরপেক্ষ কি না জানতে চাইলে ভদ্রলোকের সোজাসাপটা কথা, 'ধর্মনিরপেক্ষতা বাস্তবে কী, পরিষ্কার ধারণা নেই।

*এরপর বারোর পাতায়*

## পেট্রোল ও ডিজেলে অন্তঃশুল্ক কমাল কেন্দ্র

**নবনীতা মণ্ডল**

**নয়াদিল্লি, ২৭ মার্চ :** নো লকডাউন। স্পষ্ট ঘোষণা কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন ও কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়ামমন্ত্রী হরদীপ সিং পুরীর। ২৪ ঘণ্টা আগে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জ্বালানিতে লকডাউনের সম্ভাবনা উসকে দিয়েছিলেন। সেই বক্তব্যকে খণ্ডন করতে শুক্রবার সক্রিয় হলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা। সীতারামনের অভিযোগ, 'লকডাউনের যে খবর ছড়ানো হচ্ছে, তা ভিত্তিহীন ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।'

জ্বালানি যথেষ্ট পরিমাণে মজুত আছে বলে দাবি করলেও শুক্রবার কিছু পদক্ষেপ করেছে কেন্দ্র। লিটার পিছু পেট্রোলের ওপর ১৩ টাকা অন্তঃশুল্ক ১০ টাকা কমিয়ে ৩ টাকা করা হয়েছে।

*এরপর বারোর পাতায়*

## উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের ঝুলিতে নতুন পালক

# ২১ জোড়া ট্রেনের রেকর্ড

নিতাই সাহা

**শিলিগুড়ি, ২৭ মার্চ :** চিকেন নেকের ওপর বিশেষ নজর রাখার পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন প্রান্তের সঙ্গে উত্তর-পূর্ব ভারতের রেলপথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে জোর দিয়েছে কেন্দ্র। রেল যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও সুদৃঢ় করে তুলতে ২০২৫-'২৬ অর্থবর্ষে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল পেয়েছে ২১ জোড়া নতুন ট্রেন। এই তালিকায় দেশের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার যেমন রয়েছে, তেমনই আছে একগুচ্ছ অমৃত ভারত এক্সপ্রেসও। তালিকার বাইরে নেই রাজধানী এক্সপ্রেসও। প্রতিটি ট্রেনই উত্তরবঙ্গের মাটি ছুঁয়ে চলছে। সাধারণত প্রতি অর্থবর্ষে গড়ে তিন থেকে চার জোড়া নতুন ট্রেন পেয়ে থাকে বিভিন্ন জোন। সেক্ষেত্রে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের ২১ জোড়া নতুন ট্রেন পাওয়া শুধু নজিরবিহীন নয়, রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণও বটে। নিউ জলপাইগুড়ি জংশন সহ কয়েকটি স্টেশনের উন্নতিসাধনের কাজ শেষ হলে আরও নতুন দূরপাল্লার ট্রেন পাওয়া যাবে বলে আশাবাদী এখানকার রেলকর্তারা। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা বলেন, 'নতুন ২১ জোড়া ট্রেন চালু হওয়ায় দেশের বিভিন্ন প্রান্তের সঙ্গে উত্তর-পূর্ব ভারতের রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা অনেকটাই সুদৃঢ় হয়েছে। বিশেষ করে দূরপাল্লার একাধিক ট্রেন পরিষেবা চালু হওয়ার জেরে যাত্রীরা উপকৃত হয়েছেন। ভবিষ্যতে আরও কিছু নতুন ট্রেন চালানোর সম্ভাবনা রয়েছে।'



■ গত অর্থবর্ষে নজিরবিহীনভাবে ২১ জোড়া নতুন ট্রেন পেয়েছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল

■ দেশের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার সহ ২১ জোড়া ট্রেনের মধ্যে রয়েছে রাজধানী এক্সপ্রেসও

■ দেশের বিভিন্ন প্রান্তের সঙ্গে উত্তরবঙ্গের যোগাযোগ সহজ হওয়ায় শ্রীবৃদ্ধি ঘটছে পর্যটনের

১৭ জানুয়ারি মালদা থেকে দেশের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপারকে (কামাখ্যা-হাওড়া) সবুজ পতাকা দেখান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ওইদিনই পথ চলা শুরু হয় একাধিক অমৃত ভারত এক্সপ্রেস সহ এক জোড়া মেইল ট্রেনের। যার ফলে এখন আলিপুরদুয়ার, রাধিকাপুর, বালুরঘাট থেকে সরাসরি পৌঁছে যাওয়া যাচ্ছে তামিলনাড়ুর নাগেরকয়েল ও তিরুচিরাপল্লি সহ দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন জায়গায়। রাজধানী এক্সপ্রেসের সৌজন্যে দেশের রাজধানী দিল্লির সঙ্গে জুড়েছে মিজোরামের সাইরাং শহর। দূরপাল্লার নয়া ট্রেনগুলির মধ্যে জলপাইগুড়ি রোড এবং শিয়ালদার মধ্যে চলাচলকারী হামসফর এক্সপ্রেসও অন্যতম। তবে শুধু দূরপাল্লা নয়, আঞ্চলিক স্তরে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করার ক্ষেত্রেও এই সময়কালে বেশ কয়েকটি এক্সপ্রেস ট্রেনের চলাচল শুরু হয়েছে। অনেক প্রান্তিক স্টেশনেও এখন দূরপাল্লার ট্রেন দাঁড়াচ্ছে। উপকৃত হচ্ছেন সাধারণ মানুষ।

আর্থসামাজিক ব্যবস্থার উন্নতির ক্ষেত্রে রেলের ভূমিকা রয়েছে যথেষ্ট। ২১ জোড়া নতুন ট্রেনের চলাচল শুরু হওয়ায় উত্তরবঙ্গের পর্যটন শিল্পের বিকাশের পাশাপাশি আর্থসামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে বলে রেলকর্তাদের দাবি। যা অস্বীকার করছে না পর্যটন মহল। পশ্চিমবঙ্গ ইকো ট্যুরিজমের চেয়ারম্যান রাজ বসুর বক্তব্য, 'রেলের এমন উদ্যোগ সত্যিই কুর্নিশযোগ্য। উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে যেভাবে দেশের অন্যান্য প্রান্তকে রেলপথের মাধ্যমে জুড়ে দেওয়া হয়েছে, তাতে যাতায়াত ব্যবস্থা অনেকটাই সহজতর হয়ে উঠেছে। যার ফলে পর্যটনক্ষেত্রও যথেষ্টই উপকৃত হয়েছে।'



ছবি : এআই

# খুঁটিতে তরুণ, বিঘ্ন রেল যাতায়াতে

প্রণব সূত্রধর

**আলিপুরদুয়ার, ২৭ মার্চ :** শুক্রবার নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনের ওভারহেড ইকুইপমেন্ট বা ওএইচই-র ২৫ হাজার ভোল্টের বৈদ্যুতিক খুঁটিতে উঠে পড়েন অর্জুন ইন্দওয়ার নামে এক তরুণ। তাঁকে উদ্ধার করতে প্রায় দেড় ঘণ্টা সময় লেগে যায়। এর ফলে দীর্ঘক্ষণ মেইন লাইনে একাধিক ট্রেন চলাচল প্রভাবিত হয়। ভোর ৫টা বেজে ১০ মিনিট নাগাদ তরুণকে ওই খুঁটির ওপরে দেখার পরেই বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেন রেলকর্মীরা। পরে সকাল ৬টা ৪৫ মিনিট নাগাদ শেষমেশ তাঁকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়। ঘটনায় তিস্তা-তোর্ষা এক্সপ্রেস, কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস, গুয়াহাটি-নিউ জলপাইগুড়ি ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস, ব্রহ্মপুত্র মেল সহ একাধিক ট্রেন বিভিন্ন স্টেশনে আটকে পড়ে।

এদিকে, আরপিএফ এবং জিআরপি সহ রেলকর্মীরা বারবার চেষ্টা করেও ওই তরুণকে খুঁটি থেকে নামাতে ব্যর্থ হন। বাধ্য হয়ে দমকলকর্মীদের ডাকা হয়। শেষপর্যন্ত তাঁদের চেষ্টায় তরুণকে নিরাপদে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। উদ্ধারের পর তাঁর পরিবারের লোকজনকে খবর দেওয়া হয়। নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনের সুপারিন্টেন্ডেন্ট সুনীলকুমার দত্ত বলেন, 'তরুণকে নিরাপদে উদ্ধার করে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।'

পরিবারের দাবি, শান্ত প্রকৃতির ছেলে অর্জুন মুম্বইয়ে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করতেন। সেখানে জ্বালানি গ্যাসের সমস্যার কারণে রান্না করতে অসুবিধা হচ্ছিল তাঁর। গতরাতে পরিবারের লোকজনের সঙ্গে কথা বলেন। পরিবারের অনুমতি নিয়ে ফিরে আসেন বলে জানান তরুণের মা নান্তালি ইন্দওয়ার। সেইমতো শুক্রবার সকালে নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনে ট্রেন থেকে নেমে কুমারগ্রাম চা বাগান এলাকায় নিজের বাড়িতে পৌঁছোনোর কথা ছিল তাঁর। তবে সকাল সাতটা নাগাদ আরপিএফ-এর ফোন পেয়ে তড়িঘড়ি নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনে ছুটে আসেন পরিবারের লোকজন।

যদিও পরিবারের দাবি মানতে নারাজ আরপিএফ কর্মীরা। নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশন আরপিএফ আধিকারিক বাপন বর্মন বলেন, 'উদ্ধার করার পরে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা জানান, তরুণ মানসিক ভারসাম্যহীন। তারপরেই তাঁকে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়।' তবে নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনের ফুটব্রিজ ব্যবহার করে কীভাবে ওভারহেড ইকুইপমেন্টের ওপর উঠে পড়লেন তা বুঝে উঠতে পারছেন না কেউ। স্টেশন চত্বরে আরপিএফ, জিআরপি ছাড়াও যাত্রীরা ছিলেন। সিসিটিভি ক্যামেরার নজরদারিও ছিল। সব কিছুকে ফাঁকি দিয়ে কীভাবে অর্জুন ওখানে পৌঁছোলেন? উঠছে প্রশ্ন।

### কর্মখালি

শিলিগুড়িতে ২ জনের সংসারের কাজের বয়স্ক মহিলা ও কার ড্রাইভার (স্বামী ও স্ত্রী) চাই। (M) 8172032876. (C/121149)

### অ্যাফিডেভিট

আমি শ্রুতি সেনগুপ্তা মজুমদার, R/o - শ্রীমা সরণী, বাবুপাড়া এক্সটেনশন, শিলিগুড়ি, আমার সার্ভিস রেকর্ডে পদবি সেনগুপ্তা থাকায়, গত 25/03/2026 তারিখে করা নোটারি পাবলিক শিলিগুড়ির অ্যাফিডেভিট দ্বারা ঘোষণা করলাম যে আমি, শ্রুতি সেনগুপ্তা ও শ্রুতি সেনগুপ্তা মজুমদার এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। (C/121268)

●

I Tanusri Jha, W/o- Dhiraj Jha Jyoti Nagar, Siliguri, have changed my name to Tanusri, W/o- Dhiraj Kumar by affidavit before Notary Siliguri Court dated-19 Mar 2026. (C/113746)

●

আমি নিকিতা দর্জী, পিতা - অশোক দর্জী, পাটকাপাড়া চা বাগান, আলিপুরদুয়ার, গত ইং 23-3-26 তারিখে APD ফার্স্ট ক্লাস জে.এম. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে নিকিতা দর্জী পিতা অশোক দর্জী, নিকিতা দামাই পিতা অশোক দামাই ও নিকিতা দামাই পিতা অশোক দর্জী একই ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম। (U/D)

●

আমি Anima Saha Mondal, W/O - Amal Chandra Mondal, D/O - Lt. Nagendra Nath Saha, Vill - Milan Sangha Para, P.O + P.S - Balurghat Dist - D. Dinajpur, W.B. আমার আধার কার্ডে Anima Saha Mondal, C/O - Amal Mondal ; PAN কার্ডে Anima Saha Mondal, পিতা Nagendra Nath Saha ; Voter কার্ডে Anima Saha (Mondal), স্বামী Amal Chandra Mondal ; রেশন কার্ডে Anima Mondal, পিতা - Nagendra Nath Saha এবং ২০০২ এর ৩৫ নং গঙ্গারামপুর বিধানসভার ভোটার লিস্টে (Part no 51 Sl no 365) আমার নাম অনিমা সাহা, পিতা - নগেন্দ্রনাথ সাহা ছাপা হয়েছে। ২৫.০৩.২০২৬ তারিখে Executive Magistrate, Balurghat দ্বারা আমি Anima Saha Mondal, Anima Saha (Mondal), Anima Mondal ও অনিমা সাহা একই ব্যক্তি এবং আমার স্বামী Amal Mondal এবং Amal Chandra Mondal একই ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম। (C/121267)

### ব্যবসা-বাণিজ্য

R.O পানীয় জল কারখানা করে, মাসিক লক্ষাধিক টাকা উপার্জন করুন। 6291409300/ 7890737045. (K)

### কিডনি চাই

কিডনি চাই O+, বয়স 40-এর মধ্যে পুরুষ বা মহিলা, ID ও অভিভাবক সহ যোগাযোগ করুন। M : 8016140555. (C/121260)

### অ্যাফিডেভিট

আমি Narayan Rajbanshi, S/o- Lt Kamu Rajbanshi vill- Ghakshol, P.O-Bagsarai, P.S Gazole, Dist- Malda, আমার ভোটার কার্ডে (WB/06/040/351145) আমার নাম Mohanta Narayan থাকায় গত 11/3/26 এ E.M মালদা কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Mohanta Narayan থেকে Narayan Rajbanshi করা হয় যা উভয় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (C/121263)

●

I, Tarani Debnath, son of Kaushal Debnath, residing at village Matikunda, P.O. Matikunda, P.S. Islampur, District Uttar Dinajpur, West Bengal, Pin-733202, do hereby declare that I have changed my name from Tarani Debnath to Tarun Debnath by way of an affidavit sworn before the Ld. Judical Magistrate, 1st Class, Islampur Court, on 11/03/2026. Henceforth, I shall be known as Tarun Debnath for all purposes. (S/N)

●

আমি অখিল বণিক, পিতা নিশিকান্ত বণিক হাসপাতাল পাড়া ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি 1st class জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট জলপাইগুড়ি কোর্টের অ্যাফিডেভিট দ্বারা অখিল চন্দ্র বণিক নামে পরিচিত হলাম। অ্যাফিডেভিট নং 4889 তারিখ 3.2.2026 অখিল বণিক (পুরানো নাম) ও অখিল চন্দ্র বণিক (নতুন নাম) একই ব্যক্তি। (S/C)


**আধিকারিকের বিশ্রাম গৃহে টেলিকম কাজ**

ই-টেন্ডার নোটিস নং. কেআইআর-এন-২০২৫-কে-৭৬ তারিখ: ২৫-০৩-২০২৬। নিচে উল্লেখিত কাজের হেতু নিম্নস্বাক্ষরকারি ই-টেন্ডার আহ্বান করছে: কাজের নাম: কাটিহার মণ্ডলে নিউ জলপাইগুড়ি স্থিত আধিকারিকের কাঞ্চনজঙ্ঘা বিশ্রাম গৃহে টেলিকম কাজ। টেন্ডার রাশি: ৩৫,৪৪,৬৪১.৬৬/- টাকা। বায়না রাশি: ৭১,০০০/- টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে: ১৬-০৪-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবে: ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেন্ডার প্র-পত্র আগামী ১৬-০৪-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (এসএণ্ডটি), কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে


# চিতাবাঘের হামলায় জখম ৬, চিন্তা ভোটে

কৌশিক দাস

**ক্রান্তি, ২৭ মার্চ :** জঙ্গল থেকে বেরিয়ে শুক্রবার সাতসকালে একটি পূর্ণবয়স্ক চিতাবাঘ ক্রান্তি ব্লকের চিকনমাটি গ্রামে ঢুকে পড়ে। গ্রামবাসী তখন নিজেদের প্রাত্যহিক কাজে ব্যস্ত ছিলেন। চিতাবাঘটি একের পর এক বাসিন্দার ওপর আক্রমণ চালায়। জখম হন মোট ৬ জন। প্রত্যেককে উদ্ধার করে মালবাজার সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠান স্থানীয়রা। পরে বন দপ্তরে খবর দেওয়া হয়। বন দপ্তরের কর্মীরা দীর্ঘ চেষ্টার পর ঘুমপাড়ানি গুলি ছুড়ে চিতাবাঘটিকে বেহুঁশ অবস্থায় খাঁচাবন্দি করেন। তবে এলাকায় আতঙ্কের রেশ বহাল ছিল দীর্ঘক্ষণ।

আর পাঁচটা দিনের মতো, ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে ঝাড়ু হাতে বাড়ির উঠোন পরিষ্কার করছিলেন প্রিয়সী রায়। ঠিক সেই সময় পেছন থেকে একটি চিতাবাঘ তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। গৃহবধূর চিৎকার শুনে প্রতিবেশী চন্দ্রকান্ত রায়, সৌরভ রায়, শচীন রায় ও অমূল্য রায় ছুটে আসেন। হিংস্র চিতাবাঘটি তাঁদেরকেও আক্রমণ করে। এরপর গ্রামবাসী লাঠি উঁচিয়ে চিতাবাঘটিকে তাড়া করলে সে পার্শ্ববর্তী একটি ঝোপে লুকিয়ে যায়। পরে চিতাবাঘটি স্থানীয় বিধান রায়ের বাড়িতে একটি ঘরে ঢুকে পড়ে।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান বন দপ্তরের আপালচাঁদ ও লাটাগুড়ি রেঞ্জের কর্মীরা। সঙ্গে ছিল ক্রান্তি ফাঁড়ির পুলিশ। চিতাবাঘের নখের আঘাতে এক বনকর্মী জখম হন। এদিকে, ততক্ষণে চিতাবাঘ দেখতে সাধারণ মানুষের ভিড় জমে যায়। প্রত্যেকেই মোবাইলে চিতাবাঘের ছবি তুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। লোকসমাগম বাড়তে থাকায় বনকর্মীদের চিন্তা বেড়ে যায়। তখন খবর দেওয়া হয় মালবাজার ওয়াইল্ডলাইফ স্কোয়াডে। ওয়াইল্ডলাইফ স্কোয়াডের সদস্যরা ঘুমপাড়ানি গুলি করে চিতাবাঘটিকে অবশেষে কাবু করতে সক্ষম হন। শেষমেশ হাঁফ ছাড়েন গ্রামের বাসিন্দা।



চিতাবাঘ দেখতে গ্রামবাসীর ভিড়। শুক্রবার চিকনমাটি গ্রামে।

> ভোটের দিন এবং তার আগে বন দপ্তরের সঙ্গে কথা বলে বন্যপ্রাণীর হামলা রুখতে জোরদার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হবে।
>
> **রিমিল সোরেন**
> বিডিও, ক্রান্তি

সামনেই বিধানসভা ভোট। এই পরিস্থিতিতে চিকনমাটি গ্রামে বুথ নিয়ে চিন্তা শুরু হয়েছে প্রশাসনের। ওই এলাকার একাধিক চা বাগান ও ভুট্টাখেত চিতাবাঘের নিরাপদ আবাসস্থল হয়ে উঠেছে। যদিও নিরাপত্তার দিক দিয়ে কোনওরকম খামতি থাকবে না বলে জানাচ্ছে ব্লক প্রশাসন। ক্রান্তির বিডিও রিমিল সোরেন বলেন, 'ভোটের দিন এবং তার আগে বন দপ্তরের সঙ্গে কথা বলে বন্যপ্রাণীর হামলা রুখতে জোরদার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হবে।'

গ্রামবাসী বিপ্লব রায়, আবু আলম, পবিত্র রায়, ইমরাজ আলিরা এমন ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই আতঙ্কিত। তাঁদের বক্তব্য, গ্রামে প্রত্যেকের বাড়িতে শিশু ও বয়স্ক ব্যক্তি রয়েছে। অনেকে ভোরবেলা কাজে গিয়ে সন্ধ্যার পর বাড়ি ফেরেন। যদি ফের চিতাবাঘ হানা দেয়, তাহলে প্রাণহানি হতে পারে বলে আশঙ্কা। তবে এদিন বন দপ্তরের ভূমিকায় খুশি গ্রামবাসী।



## নির্বাচনি ম্যাসকট তুলাইপাঞ্জি

**রায়গঞ্জ, ২৭ মার্চ :** উত্তর দিনাজপুরের বিশ্ববিখ্যাত তুলাইপাঞ্জি চালকে এবার নির্বাচনে জেলার ম্যাসকট হিসেবে তুলে ধরা হল। নাম দেওয়া হয়েছে 'তুলি'। অন্যদিকে, রায়গঞ্জের বিশেষভাবে সক্ষম শিক্ষিকা শোভা মজুমদারকে নির্বাচনি ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে। শুক্রবার এমনটাই জানান জেলা নির্বাচন আধিকারিক তথা জেলা শাসক বিবেক কুমার।

শোভা বলেন, 'বিশেষভাবে সক্ষম হয়েও আমি এগিয়ে চলেছি ও কাজ করছি। সেকারণেই হয়তো প্রশাসন আমাকে এই সম্মান দিয়েছে।' জেলা শাসক জানান, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা অনুযায়ী জেলায় ছয় দিক বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে। তার মধ্যে নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করা, ভোটারদের কোনও প্রলোভন না দেখানো, ভোটকেন্দ্রে ছাপ্পা বা জোরপূর্বক ভোটদান রোধ, বুথ জ্যাম ও সোর্স জ্যাম সম্পূর্ণভাবে প্রতিরোধ করা ইত্যাদি রয়েছে।


**স্টোর্স ই-প্রোকিওরমেন্ট**

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং- এস/৬৬/০১৮/২৫-২৬, তারিখ : ২৫-০৩-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে:

ক্র.নং.১। টেন্ডার নং. কেটি২৬৫৩৩১,
বন্ধ/খোলার তারিখ: ১৬-০৪-২০২৬

**সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও পরিমাণ:** ডিজিটাল ৯ চ্যানেল আল্ট্রাসনিক সিঙ্গল টেস্টার, যাহা ৯টি প্রোব রঙিন সিঙ্গলস এবং রিয়েল এ-স্ক্যান পালস ইকো, প্রতিটি প্রোবের বি-স্ক্যান স্টোরেজ-এর সাথে অবিরাম রেকর্ডিং এবং ডেটা সেটআপ মডেল নম্বর: ম্যাল্টি স্ক্যান এসআর ০৯ (সমস্ত আনুষাঙ্গিকসহ) অথবা সমতুল্য। কনসাইনি : এসএসই/পি.ওয়ে/ইউএসএফডি/কাটিহার, এনএফআর; পরিমাণ : ০৩ টি।

**দ্রষ্টব্য:**-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য, টেন্ডারদাতারা (www.ireps.gov.in) ওয়েবসাইটে লগইন করতে পারেন, সম্ভাব্য বিডার যারা উপরের টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী তারা যদি ইতিমধ্যে আইআরইপিএস-এ রেজিস্টার করে থাকেন তাহলে তাদের উপরের ওয়েবসাইটে লগইন করতে হবে এবং তাদের প্রস্তাব বৈদ্যুতিকভাবে জমা করতে হবে। যদি তারা আইআরইপিএস-এ রেজিস্টার না করে থাকেন তাহলে, তাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে তারা যেন ভারত সরকারের আইটি আইন ২০০০-এর অধীনে সার্টিফাইং এজেন্সিগুলির কাছ থেকে ক্লাশ-III ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রমাণপত্র সংগ্রহ করেন এবং উপরের টেন্ডারে অংশগ্রহণ করেন।

ডিওয়াই. চিফ ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজার, নিউ জলপাইগুড়ি

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়



**আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে ৩৭টি স্টেশনে এক স্টেশন এক পণ্য প্রকল্প**

ইওআই নোটিশ নং. সি/৪৭০/এপি/ওএসওপি/২০২৬-পার্ট-IV তারিখ : ২৫-০৩-২০২৬

সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, আলিপুরদুয়ার, ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও তরফে, আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের ৩৭টি স্টেশনে **এক স্টেশন এক পণ্য প্রকল্পে** অংশগ্রহণের জন্য দেশীয় পণ্য নিয়ে কাজ করেন এমন ব্যক্তি, স্বনির্ভর গোষ্ঠী (এসএইচজি), সমাজের প্রান্তিক বা দুর্বল শ্রেণি প্রভৃতির কাছ থেকে নির্ধারিত ফর্ম্যাটে সিলগালা খামে (একক) আবেদন আহ্বান করছেন।

**কাজের নাম:** আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের ৩৭টি স্টেশনে দেশীয়/স্থানীয় পণ্য প্রদর্শন/বিক্রির মাধ্যমে **এক স্টেশন এক পণ্য প্রকল্পে** অংশগ্রহণের আবেদন।

**প্রকল্পের নির্বাচিত স্টেশনসমূহ:** ১) আলিপুরদুয়ার জংশন = ০৩টি ইউনিট, ২) নিউ আলিপুরদুয়ার = ০৪টি ইউনিট, ৩) নিউ কোচবিহার = ০৫টি ইউনিট, ৪) ধূপগুড়ি = ০২টি ইউনিট, ৫) জলপাইগুড়ি রোড = ০২টি ইউনিট, ৬) নিউ মাল জংশন = ০২টি ইউনিট, ৭) কোকরাঝাড় = ০১টি ইউনিট, ৮) হাসিমারা = ০১টি ইউনিট, ৯) ফালাকাটা = ০২টি ইউনিট, ১০) নিউ ময়নাগুড়ি = ০১টি ইউনিট, ১১) কামাখ্যাগুড়ি = ০১টি ইউনিট, ১২) গুলমা = ০১টি ইউনিট, ১৩) বিন্নাগুড়ি = ০১টি ইউনিট, ১৪) দলগাঁও = ০১টি ইউনিট, ১৫) দিনহাটা= ০১টি ইউনিট, ১৬) চালসা = ০১টি ইউনিট, ১৭) নাগরাকাটা = ০১টি ইউনিট, ১৮) কোচবিহার = ০১টি ইউনিট, ১৯) বামনহাট = ০১টি ইউনিট, ২০) তুফানগঞ্জ = ০১টি ইউনিট, ২১) মাথাভাঙ্গা = ০১টি ইউনিট, ২২) গোসাইগাঁও = ০১টি ইউনিট, ২৩) ওদলাবাড়ি = ০১টি ইউনিট, ২৪) হ্যামিল্টনগঞ্জ = ০১টি ইউনিট, ২৫) গোলকগঞ্জ = ০১টি ইউনিট, ২৬) সেবক = ০১টি ইউনিট, ২৭) বাগরাকোট = ০১টি ইউনিট, ২৮) রাজাভাতখাওয়া = ০১টি ইউনিট, ২৯) দেওয়ানহাট = ০১টি ইউনিট, ৩০) ধুবড়ি = ০১টি ইউনিট, ৩১) আলতাগ্রাম = ০১টি ইউনিট, ৩২) শালবাড়ি = ০১টি ইউনিট, ৩৩) নিউ চ্যাংরাবান্ধা = ০১টি ইউনিট, ৩৪) মোকসাডাঙা = ০১টি ইউনিট, ৩৫) শালকাটি = ০১টি ইউনিট, ৩৬) বাসুগাঁও = ০১টি ইউনিট, ৩৭) ফকিরাগ্রাম = ০১টি ইউনিট। মোট ৫০টি ইউনিট, ৩৭টি স্টেশন।

**ইওআই ফর্ম/কাগজপত্র বিতরণ শুরুর তারিখ: ৩০-০৩-২০২৬, সিল করা খাম (ইওআই) জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ও সময়: ২২-০৪-২০২৬ তারিখ ১৫:০০ টায়, সিল করা ইওআই বাক্স খোলার** তারিখ ও সময়: ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (বাণিজ্যিক) অফিসে ২২-০৪-২০২৬ তারিখ ১৬:০০ টায়।

ইওআই নথির বিস্তারিত তথ্য ও শর্তাবলি উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ওয়েবসাইট **www.nfr.indianrailways.gov.in** -এ দেখা যাবে।

সিনিয়র ডিসিএম, আলিপুরদুয়ার জংশন

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়



**পিট লাইন নির্মাণ ও আনুষঙ্গিক কাজ**

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ইএল_টিআরডি_৬৬_২৫-২৬; তারিখ: ২৪-০৩-২০২৬; নিম্নোক্ত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; টেন্ডার নং. : ইএল_টিআরডি_৬৬_২৫-২৬; কাজের নাম : [illegible] দুই কোচ দৈর্ঘ্যের সিক লাইন ও সার্ভিস বিল্ডিং সহ পিট লাইন নির্মাণ এবং আনুষঙ্গিক কাজ। টেন্ডার মূল্য: ২,১৪,২৩,২৩৬.১০/- টাকা; বায়না মূল্য : ৪,২৮,৫০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫-০৪-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলার সময় ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য ও টেন্ডার নথি ১৫-০৪-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই (টি এন্ড পিএক্সিজি), কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে



**কলকাতা - নিউ জলপাইগুড়ি - কলকাতা স্পেশাল ট্রেন**

আসন্ন গ্রীষ্মকালে যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে, ০৩১২৯/০৩১৩০ কলকাতা-নিউ জলপাইগুড়ি-কলকাতা স্পেশাল ট্রেন নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত সময়সূচি, স্টপেজ, চলাচলের তারিখ এবং গঠন অনুসারে চলবে :-

| কলকাতা -নিউ জলপাইগুড়ি | | | (০৩১২৯) (০৩১৩০) | নিউ জলপাইগুড়ি-কলকাতা | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| দিন | পৌ. | ছা. | স্টেশন | পৌ. | ছা. | দিন |
| শনি | — | ২৩.৪০ | ↓ কলকাতা | ০০.৪০ | — | সোম |
| রবি | ০০.৫৫ | ০০.৫৭ | ব্যান্ডেল | ২৩.০৮ | ২৩.১০ | রবি |
| | ০৩.৩০ | ০৩.৩৫ | আজিমগঞ্জ | ১৯.৩০ | ১৯.৩৫ | |
| | ০৬.২০ | ০৬.৩০ | মালদা টাউন | ১৭.১০ | ১৭.২০ | |
| | ১০.৪৫ | — | নিউ জলপাইগুড়ি ↑ | — | ১২.৪৫ | |

উপরোক্ত স্পেশাল ট্রেনগুলি যাত্রাপথে উভয় অভিমুখে নৈহাটি জং., নবদ্বীপধাম, কাটোয়া, জঙ্গীপুর রোড, বারসোই, কিষাণগঞ্জ এবং আলুয়াবাড়ী রোড স্টেশনেও থামবে। **চলাচলের তারিখ/দিন : কলকাতা থেকে ০৩১২৯ :** ১৬/০৫, ২৩/০৫, ৩০/০৫, ০৬/০৬ ও ১৩/০৬/২০২৬ তারিখ (শনিবার) = ০৫ ট্রিপ। **নিউ জলপাইগুড়ি থেকে ০৩১৩০ :** ১৭/০৫, ২৪/০৫, ৩১/০৫, ০৭/০৬ ও ১৪/০৬/২০২৬ তারিখ (রবিবার) = ০৫ ট্রিপ। **গঠন :** এসি-২টিয়ার — ০১, এসি-৩টিয়ার — ০৩, স্লিপার শ্রেণি — ১০, সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণি (জিএস) — ০৬ এবং এসএলআরডি — ০২ = ২২টি কোচ। ক্যাটেগরি : মেল/এক্সপ্রেস।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter


## বীরেন্দ্রর সমর্থনে সক্রিয় জন বারলা

**হাসিমারা, ২৭ মার্চ :** প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা রাজ্য মাইনরিটি কমিশনের ভাইস চেয়ারম্যান জন বারলা শুক্রবার কালচিনির তৃণমূল প্রার্থী বীরেন্দ্র বরা ওরাওঁয়ের সঙ্গে দেখা করলেন। এদিন বীরেন্দ্রর মালঙ্গি চা বাগানের বাড়িতে এই সাক্ষাতে বারলার সঙ্গে ছিল জয়গাঁ ও কালচিনি সহ বিভিন্ন এলাকার খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের একটি প্রতিনিধিদল।

বারলা বলেন, 'বীরেন্দ্রকে আমি আশীর্বাদ করেছি। বীরেন্দ্র সবসময় সাধারণ মানুষের পাশে থাকেন। তাই আসন্ন ভোটে তিনি নিশ্চিতভাবে জয়ী হবেন।' তিনি জানান, উত্তরবঙ্গের চা বলয়ে তিনি তৃণমূলের হয়ে প্রচার শুরু করেছেন। সব এলাকাতেই তৃণমূল প্রার্থীরা জয়ী হবেন বলে তিনি আশাবাদী।

### সোনা ও রুপোর দর

| | |
|---|---|
| পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ১৪৩৭৫০ |
| পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ১৪৪৪৫০ |
| হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ১৩৭৩০০ |
| রুপোর বাট (প্রতি কেজি) | ২২৬৩০০ |
| খুচরো রুপো (প্রতি কেজি) | ২২৬৪০০ |

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

### আজ টিভিতে



গদর-টু সন্ধে ৭.৫৫ জি সিনেমা

**সিনেমা**

**জলসা মুভিজ :** সকাল ৯.৪৫ বাঘ বন্দি খেলা, দুপুর ১.০০ জোর, বিকেল ৫.০০ পাগলু, রাত ১১.০০ লভ এক্সপ্রেস
**কালার্স বাংলা সিনেমা :** সকাল ১০.০০ নীল আকাশের চাঁদনি, দুপুর ১.০০ বিধিলিপি, বিকেল ৩.৪৫ যুদ্ধ, সন্ধে ৭.০০ শ্বশুরবাড়ি জিন্দাবাদ, রাত ১০.০০ খিলাড়ি
**জি বাংলা সোনার :** সকাল ৯.০০ তবু ভালোবাসি, বেলা ১১.৩০ নাগিন কন্যা, দুপুর ২.০০ প্রতিশোধ, বিকেল ৫.০০ কমলার বনবাস, সন্ধে ৭.৩০ গীত সংগীত, রাত ১০.০০ অভিমান
**ডিডি বাংলা :** দুপুর ২.৩০ দাদাঠাকুর, রাত ৮.৩০ বাঘ বন্দি খেলা
**কালার্স বাংলা :** দুপুর ২.০০ চন্দ্রমল্লিকা
**আকাশ আট :** বিকেল ৩.০৫ তুমি কতো সুন্দর
**অ্যান্ড পিকচার্স :** সকাল ১০.২৮ স্কাই ফোর্স, দুপুর ১২.৫৫ ক্রু, বিকেল ৩.০৩ উরি : দ্য সার্জিকাল স্ট্রাইক, বিকেল ৫.২৮ মিশন রানিগঞ্জ, সন্ধে ৭.৫৯ রিয়েল টেভর, রাত ১০.২০ সাহো
**জি সিনেমা :** সকাল ৯.৪৭ অন্তিম ন্যায়, দুপুর ১২.৩৬ হম আপকে হ্যায় কওন, বিকেল ৪.৫২ কিক, সন্ধে ৭.৫৫ গদর-টু



ভালোবাসার রং রুট সন্ধে ৬.৩০ সান বাংলা



শ্বশুরবাড়ি জিন্দাবাদ সন্ধে ৭.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা

**সোনি ম্যাক্স টু :** দুপুর ১.৪৮ ওয়াক্ত কি আওয়াজ, বিকেল ৪.৪৪ ময়দান-এ-জঙ্গ, সন্ধে ৭.৫০ পাপ কি দুনিয়া, রাত ১০.৫০ বড়ে ঘর কি বেটি



মাউন্টেন'স লাইফ অ্যাবাভ দ্য ক্লাউডস রাত ১০.২৬ সোনি বিবিসি আর্থ

### আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : আপনার সুমধুর কথার কারণে সমাজে প্রতিপত্তি বাড়বে। সন্তানের পড়াশোনায় উন্নতি দেখে মানসিক চাপ কমবে। বৃষ : বাড়ির সদস্যদের নিয়ে ঘুরতে যাওয়ার পরিকল্পনা সফল হবে। কর্মক্ষেত্রে কোনও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নিয়ে সহকর্মীর সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি। মিথুন : স্ত্রীর শারীরিক সমস্যা নিয়ে একটু চিন্তা থাকবে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্য পেয়ে ভালো চাকরির সুযোগ পেতে পারেন। কর্কট : ব্যবসায় গোপন শত্রু থেকে সাবধান। আজ কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে তাড়াহুড়ো একদম করবেন না। পড়াশোনায় উন্নতি। সিংহ : নিকট কোনও আত্মীয়ের কাছ থেকে সুখবর পেতে পারেন। আজ পথে একটু সাবধানে চলাফেরা করুন। কন্যা : কর্মক্ষেত্রে অধস্তন কর্মীদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করুন। সুফল পাবেন। নতুন গাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হবে। তুলা : আপনার উদাসনীতার কারণে আজ কোনও বড় কাজ হাতছাড়া হতে পারে। উচ্চশিক্ষায় পড়ুয়াদের আর্থিক বাধা কেটে যাবে। বৃশ্চিক : বিষয় সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা। একাধিক উপায়ে আয়ের পথ সুগম হলেও ব্যয়ের মাত্রা বাড়বে। ধনু : স্ত্রীর বুদ্ধিতে বড়সড়ো কোনও সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন। কর্মক্ষেত্রে কোনও বিশেষ কাজের দায়িত্ব নিয়ে ভিনরাজ্যে যেতে হতে পারে। মকর : বাড়ির কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজ ফেলে রাখবেন না। প্রেমে তৃতীয় ব্যক্তির কারণে অশান্তি হতে পারে। হঠাৎ অর্থপ্রাপ্তির যোগ। কুম্ভ : কর্মক্ষেত্রে প্রভাবশালী কোনও ব্যক্তির সহায়তায় পদোন্নতি পেতে পারেন। কাউকে টাকা ধার দিয়ে সমস্যায় পড়তে হতে পারে। মীন : প্রিয়জনদের সঙ্গে আজ সারাদিন আনন্দে কাটবে। আমদানি রপ্তানি ব্যবসায় ভালো মুনাফার সম্ভাবনা। সন্তানের চাকরি প্রাপ্তিতে আনন্দ।

### দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৩ চৈত্র ১৪৩২, ভাঃ ৭ চৈত্র, ২৮ মার্চ ২০২৬, ১৩ চ'ত, সংবৎ ১০ চৈত্র সুদি, ৮ শওয়াল। সূঃ উঃ ৫।৩৯, অঃ ৪।৪৭। শনিবার, দশমী দিবা ১০।২৭। পুষ্যানক্ষত্র অপরাহ্ণ ৪।২৭। সুকর্মাযোগ রাত্রি ৯।৪১। গরকরণ দিবা ১০।২৭ গতে বণিজকরণ রাত্রি ৯।৩৯ বিষ্টিকরণ। জন্মে-কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী শনির দশা, অপরাহ্ণ ৪।২৭ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী বুধের দশা। মৃতে-একপাদদোষ। যোগিনী-উত্তরে, দিবা ১০।২৭ গতে অগ্নিকোণে। কালবেলাদি ৭।১০ মধ্যে ও ১।১৪ গতে ২।৪৫ মধ্যে ও ৪।১৬ গতে ৫।৪৭ মধ্যে। কালরাত্রি ৭।১৬ মধ্যে ও ৪।১০ গতে ৫।৩৮ মধ্যে। যাত্রা-নাই, দিবা ১০।২৭ গতে যাত্রা শুভ পূর্ব্বে ও পশ্চিমে নিষেধ, অপরাহ্ণ ৪।১৬ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম- দিবা ৭।১০ গতে অপরাহ্ণ ৪।১৬ মধ্যে বিপণ্যারম্ভ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- একাদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। শ্রীশ্রীবাসন্তী দুর্গাদেবীর দশমীবিহিত পূজা সমাপনান্তে বিসর্জ্জন প্রশস্তা। দেবীর ঘোটকে গমন। অমৃতযোগ – দিবা ৯।৩৫ গতে ১২।৫৩ মধ্যে এবং রাত্রি ৮।১০ গতে ১০।২৯ মধ্যে ও ১২।২ গতে ১।৩৫ মধ্যে ও ২।২১ গতে ৩।৫৪ মধ্যে।

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

## কংগ্রেসের প্রার্থীতালিকা সম্ভবত আজ

সাগর বাগচী

**শিলিগুড়ি, ২৭ মার্চ :** নির্বাচন ঘোষণার পর প্রায় দুই সপ্তাহ কাটতে চলেছে। কিন্তু বিধানসভা নির্বাচনে এখনও প্রার্থী ঘোষণা করতে পারেনি কংগ্রেস। দার্জিলিং জেলা কংগ্রেস সভাপতি সুবীন ভৌমিক অবশ্য দাবি করেছেন, 'সবকিছু হয়ে গিয়েছে। শনিবার প্রার্থীতালিকা প্রকাশিত হয়ে যাবে।'

তৃণমূল-বিজেপি-সিপিএম প্রার্থীরা ভোটরে প্রচারে ঝড় তুললেও প্রার্থীতালিকা প্রকাশ করতে না পেরে কংগ্রেস এমনিতেই অনেক পিছিয়ে পড়েছে। তার সরাসরি প্রভাব দলের নেতা-কর্মীরদের ওপর পড়েছে। সূত্রের খবর, রাজ্যের ২৯৪টি বিধানসভা আসনের জন্য এবার প্রার্থী হওয়ার দৌড়ে প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্বের কাছে ৩৫৮০টি

### প্রচারে অনেক পিছিয়ে পড়ায় আক্ষেপ

নাম জমা পড়েছে। তারপরও কেন প্রার্থীতালিকা প্রকাশে এত দেরি তা নিয়ে দলের অন্দরে অনেকে ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন। দার্জিলিং জেলার (সমতল) একটি বিধানসভা আসনে প্রার্থী করার জন্য এক নেতার নাম প্রদেশ নেতৃত্বের কাছে পাঠিয়েছে জেলা কংগ্রেস। ওই নেতার কথায়, 'প্রার্থীতালিকা ঘোষণার পর তিন সপ্তাহের মতো সময় হাতে থাকবে। এই সময়ের মধ্যে কয়েকদিন তো দলের নেতা-কর্মীদের নিয়ে বৈঠক করে চলে যাবে। তারপর শুরু হবে প্রচার। ভোট প্রচারে সমস্ত দলের থেকে আমরা পিছিয়ে থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব। কী আর করা যাবে, আমাদের দলের সমস্তটাই দিল্লি থেকে পরিচালিত হয়।'

পরপর অনেকগুলি বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস প্রথমে তৃণমূল এবং পরে সিপিএমের সঙ্গে জোট করে লড়াই করেছে। তবে এবার নিজস্ব শক্তি পরীক্ষার জন্য তারা একাই লড়াই করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। দলের সিদ্ধান্তে নীচুতলার কর্মীরা খুশি হয়েছিলেন। কিন্তু ভোট ঘোষণার পর প্রার্থীতালিকা প্রকাশে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের টালবাহানায় দলের নীচুতলার নেতা-কর্মীরা কার্যত মুষড়ে পড়েছেন। ফাঁসিদেওয়ার এক যুব নেতার কথায়, 'এবার ভোট ঘোষণার আগে যা পরিস্থিতি ছিল, তাতে আমরা অনেক ভোট নিজেদের পক্ষে নিয়ে আসতে পারতাম। কিন্তু জাতীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব সেই গুরুত্বটাই যেন বুঝল না। প্রার্থীতালিকা প্রকাশ করার ক্ষেত্রে অনেক দেরি করে ফেলল।'

## খুনের চেষ্টায় গ্রেপ্তার স্বামী

**শিলিগুড়ি, ২৭ মার্চ :** কন্যাসন্তানের জন্ম দেওয়ায় গ্যাসের পাইপ খুলে রেখে নৃশংসভাবে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার চেষ্টার অভিযোগ শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের বিরুদ্ধে। মাটিগাড়া থানায় তরুণীর লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে অভিযুক্ত স্বামী পিন্টু মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। শুক্রবার তাঁকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে চোদ্দোদিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

জানা গিয়েছে, ২০১৫ সালে পিন্টুর সঙ্গে বিয়ে হয় অভিযোগকারী তরুণীর। এরপর থেকেই নানা অছিলায় তাঁর ওপর অত্যাচার শুরু করেন শ্বশুরবাড়ির লোকজন। ২৪ তারিখ পুলিশের কাছে জমা করা লিখিত অভিযোগপত্রে তরুণী জানিয়েছেন, ২০১৭ সালে কন্যাসন্তানের জন্ম দেওয়ার পর থেকে অত্যাচার সীমা ছাড়ায়। গত ২৩ তারিখ রাতে গ্যাসের পাইপ খুলে রেখে ঘরের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়। এরপর কোনওভাবে ওই ঘর থেকে বেরিয়ে পালিয়ে যান তিনি। এরপর বৃহস্পতিবার পিন্টুকে গ্রেপ্তার করা হয়।

### রামনবমীর মিছিলে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন ও নজরদারিই সার

# পুলিশের সামনে অস্ত্র প্রদর্শন

শিলিগুড়ি ব্যুরো

**২৭ মার্চ :** আশঙ্কাই সত্যি হল। প্রশাসনের নিষেধাজ্ঞাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে শিলিগুড়িতে রামনবমীর প্রতিটি মিছিলে দেখা গেল অস্ত্র। পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতিতেই চলল অস্ত্র প্রদর্শন। অন্যদিকে, শহরের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে ট্রাফিক পুলিশ মোতায়েন থাকলেও সাইলেন্সারবিহীন বাইকের দাপট এতটুকু কম ছিল না। পুলিশকর্মীরা সারাদিন ছিলেন নীরব দর্শক।

শুক্রবার সকাল থেকে শিলিগুড়ির প্রায় প্রতিটি রাস্তায় ছিল গেরুয়া পোশাক-পতাকার ঢল। অন্তত পঞ্চাশটি মিছিল হয় শহরে। প্রতিটি মিছিলের উদ্যোক্তাদের পুলিশ আগেই জানিয়ে দিয়েছিল, অস্ত্র প্রদর্শন নিষিদ্ধ। তাছাড়া নির্বাচনি আদর্শ আচরণবিধি এখন জারি রয়েছে বাংলায়। নাবালকদের হাতে অস্ত্র না দেওয়ার বিশেষ নির্দেশিকাও ছিল। অথচ বড়দের সঙ্গে তাল মিলিয়ে হাতে অস্ত্র নিয়ে ছুটেছে ছোটরা।

অন্যবার পুলিশ মিছিলের ভেতর ঢুকে অস্ত্র ব্যবহারে বাধা দিত। এবার সে ধরনের সক্রিয়তা দেখা যায়নি। তবে নিষেধাজ্ঞা অমান্য নিয়ে কার্যত মুখে কুলুপ এঁটে রেখেছেন পুলিশের পদস্থ কর্তারা। শিলিগুড়ির ডিসিপি (ট্রাফিক) কাজি সামসুদ্দিন আহমেদের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য, 'আমরা বিষয়টা খতিয়ে দেখছি।'

মিছিলের মূল উদ্যোক্তা রামনবমী মহোৎসব সমিতির ভূমিকাও প্রশ্নের বাইরে নয়। সমিতির সম্পাদক লক্ষ্মণ বনসল অবশ্য সাফাই দিয়েছেন, 'আমরা মিছিলে অস্ত্র না নিয়ে আসার জন্য অনুরোধ করেছিলাম।' কেবল শিলিগুড়ি শহর নয়, লাগোয়া গ্রামাঞ্চলে একইরকম অস্ত্র প্রদর্শন করা হয় রামনবমীর মিছিলে।

খড়িবাড়ি রামনবমী উদযাপন সমিতির সভাপতি কল্যাণ প্রসাদের দাবি, 'অস্ত্র নিয়ে মিছিলে শামিল হতে কর্মকর্তাদের নিষেধ করা হয়েছিল। কিন্তু কিছু অতিউৎসাহী ভক্ত হঠাৎ ডিজে এবং লুকিয়ে অস্ত্র নিয়ে এসে এমনটা করেছে।' রামনবমীতে অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের কথা ঘোষণা করেছিলেন শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার সৈয়দ ওয়াকার রাজা। সেই অনুযায়ী স্পর্শকাতর জায়গাগুলিতে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন ছিল।

সকাল থেকে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি রাস্তায় নামেন ডিসিপি (ট্রাফিক) কাজি সামসুদ্দিন আহমেদ, ডিসিপি (হেডকোয়ার্টার) তন্ময় সরকার সহ পুলিশের পদস্থ কর্তারা। ড্রোন উড়িয়ে চলে নজরদারি। সব মিছিলের প্রতিটি ট্যাবলোয় বম্ব স্কোয়াড পরীক্ষা করে। বেলা গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে নজরদারির জন্য কোনও মিছিলে একজন, কোনও মিছিলে দুজন করে পুলিশকর্মীকে দায়িত্ব দেওয়া হয়।

নিঃসন্দেহে রামনবমীতে শিলিগুড়ির 'হটস্পট' ভেনাস মোড়ে সবচেয়ে বেশি পুলিশকর্মী উপস্থিত ছিলেন। কেন্দ্রীয় বাহিনীর সঙ্গে ছিল উইনার্স বাহিনীও। বড় ধরনের বিপত্তি না ঘটলেও তিন শিশু সহ এক মহিলা ফ্লাইওভার থেকে ভেনাস মোড়ে নামার সময় দড়িতে হোঁচট খেয়ে ভিড়ের মধ্যে পড়ে যান। তাতে তিন শিশুর পায়ে চোট লাগে। ভেঙে যায় মহিলার মোবাইল।

চোখে জল নিয়ে তাঁর আক্ষেপ, 'চটি, মোবাইল সব হারিয়ে গেল!' ধ্বজা ওড়ানোর সময় বাগডোগরার হো-চি-মিন নগরে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন আশুতোষ সিং নামে এক তরুণ। বিদ্যুতের তারে তাঁর হাতে থাকা ধ্বজার স্টিলের পাইপ স্পর্শ হওয়ায় এই বিপত্তি ঘটে। তিনি নার্সিংহোমে ভর্তি। তবে শোভাযাত্রাকে কেন্দ্র করে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি ফাঁসিদেওয়ায়।

*অস্ত্রের ঝনঝনানি। শুক্রবার শিলিগুড়িতে রামনবমীর মিছিলে ছবি দুটো তুলেছেন সূত্রধর ও সঞ্জীব সূত্রধর।*

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

*সোনালি দিন।। নকশালবাড়িতে ছবিটি তুলেছেন ময়নাগুড়ির রমেন রায়।*

## শংসাপত্রে টি মার্ক

**নাগরাকাটা, ২৭ মার্চ :** খাদ্য সুরক্ষা বিধি মেনে তৈরি স্বাস্থ্যবান্ধব চায়ে টি মার্কের ব্যবস্থা চালু করতে চলেছে টি বোর্ড। আপাতত বিষয়টি বাধ্যতামূলক নয়, ঐচ্ছিক হিসেবেই রাখা হয়েছে। তবে কোনও বাগান টি মার্কের আবেদন করলে টি বোর্ড পরিপূর্ণ যাচাই সহ ল্যাবরেটরিতে যাবতীয় পরীক্ষানিরীক্ষার পর, তাঁদের তৈরি চায়ে সংশ্লিষ্ট শংসাপত্রটি দেবে। সেক্ষেত্রে বাগানগুলি চায়ের প্যাকেটে ওই টি মার্কের লোগো ব্যবহার করতে পারবে। বিষয়টি অনেকটা সোনার হল মার্ক বা সিল্কের সিল্ক মার্কের মতো। এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাচ্ছে চা মহল। ক্ষুদ্র চা চাষিদের সর্বভারতীয় সংগঠন কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান স্মল টি গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন (সিস্টা)-এর সভাপতি বিজয়গোপাল চক্রবর্তী বলেন, 'এর ফলে ক্রেতা ও বিক্রেতা দু'পক্ষই লাভবান হবেন। কোনও চায়ের টি মার্ক থাকলে তা যে প্রকৃত অর্থেই স্বাস্থ্যবান্ধব ও উচ্চ গুণগতমানের নিশ্চিত হয়ে যাবে।'

টি বোর্ড সম্প্রতি জারি করা একটি নির্দেশিকায় টি মার্ক চালু করার কথা জানিয়েছে। পাশাপাশি, পরবর্তীতে ওই চা যাতে ই-কমার্স প্লাটফর্মের মাধ্যমে বিক্রি করা যায়, সেই উদ্যোগও নেওয়ার কথাও বলা হয়েছে। এতে চায়ের বিপণন ব্যবস্থা আরও চাঙ্গা হবে বলেই সংশ্লিষ্ট মহল মনে করছে।

## প্রচার শুরু

**ইসলামপুর, ২৭ মার্চ :** চোপড়া, ইসলামপুর, চাকুলিয়া বিধানসভার কেন্দ্রের আমজনতা উন্নয়ন পার্টির প্রার্থীদের নিয়ে জেলা ও রাজ্য নেতৃত্ব শুক্রবার থেকে নির্বাচনি প্রচার শুরু করল। তার আগে ইসলামপুর শহরের মেলা মাঠের একটি দরগায় চাদর চড়ানো হয়। এদিন সেখানে ছিলেন ইসলামপুরের আমজনতা উন্নয়ন পার্টির প্রার্থী জিয়াউল হক চৌধুরী, চোপড়ার প্রার্থী নাজিম শরিফ, চাকুলিয়ার প্রার্থী ফিরোজ আক্তার, গোয়ালপোখরের প্রার্থী তৌহিদ আহমেদ খান। দলের উত্তর দিনাজপুর জেলার সভাপতি আলতামাস চৌধুরী এবং রাজ্য সাধারণ সম্পাদক তৌহিদ আহমেদ খানও শামিল হন অনুষ্ঠানে। তৌহিদ বলেন, 'তৃণমূল সরকার সংখ্যালঘুদের শোষণ করেছে। এবার যোগ্য জবাব দেওয়া হবে।' দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামীতে হুমায়ুন কবীর এবং এমআইএম প্রধান আসাদউদ্দিন ওয়াইসি জেলায় প্রচার করতে আসবেন।

## প্রশিক্ষণ

**শিলিগুড়ি ও ইসলামপুর, ২৭ মার্চ :** শুক্রবার থেকে দার্জিলিং জেলার ভোটকর্মীদের প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে। দার্জিলিং, কার্সিয়াং ও শিলিগুড়িতে ভোটকর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এদিন শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুল এবং শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুলে ভোটকর্মীদের প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। শনিবারও এই প্রশিক্ষণ শিবির চলবে।

এদিন ইসলামপুর পলিটেকনিক ও ইসলামপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে ভোটকর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ইসলামপুর, গোয়ালপোখর ও চোপড়া বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটকর্মীদের প্রশিক্ষণপর্ব এদিন থেকে শুরু হয়েছে। দুটি প্রশিক্ষণকেন্দ্রেই নিরাপত্তা ছিল চোখে পড়ার মতো।

## জখম ২

**ইসলামপুর, ২৭ মার্চ :** ইসলামপুর থানার মাদারিপুরে শুক্রবার একটি টোটো এবং ছোট চার চাকা গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত হয়েছেন তিনজন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ইসলামপুরের দিক থেকে শিলিগুড়ির দিকে একটি ছোট চার চাকার গাড়ি যাচ্ছিল। সেইসময় রামগঞ্জ বাজার থেকে যাত্রী নিয়ে ইসলামপুরের দিকে যাচ্ছিল একটি টোটো। অভিযোগ, হঠাৎই ছোট চার চাকার গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে টোটোটিকে ধাক্কা মারে। ধাক্কার জেরে টোটোটি রাস্তার পাশে উলটে যায়। স্থানীয় বাসিন্দারা আহতদের উদ্ধার করে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে ইসলামপুর থানার পুলিশ।

# ৫ এপ্রিল মোদির সভা কোচবিহারে

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

**শিলিগুড়ি, ২৭ মার্চ :** আলিপুরদুয়ার নয়, ৫ এপ্রিল কোচবিহারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জনসভার মধ্য দিয়ে রাজ্যে বিজেপির নির্বাচনি প্রচারের মেগা-লঞ্চ হতে চলেছে। আলিপুরদুয়ারে প্রথম সভা করার কথা থাকলেও রাজ্য বিজেপি সূত্রের খবর, অনেক হিসেব কষেই সভাস্থল পরিবর্তন করা হয়েছে। আলিপুরদুয়ার নিয়ে গেরুয়া নেতৃত্ব যতটা আত্মবিশ্বাসী, ততটা কোচবিহার নিয়ে নয়। দিনহাটা, সিতাই, কোচবিহার দক্ষিণ এবং মেখলিগঞ্জ- এই চার আসন নিয়ে পদ্ম শিবিরে চিন্তা বাড়ছে। তাই বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনা করে কোচবিহার থেকেই প্রধানমন্ত্রীর সভা শুরুর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বিজেপির ভোট ম্যানেজাররা। বিশ্বস্ত সূত্রের খবর, ওই সভা থেকেই উত্তরবঙ্গের জন্য একাধিক বড় প্রতিশ্রুতির কথা শোনাতে পারেন প্রধানমন্ত্রী।

কোচবিহার জেলা বিজেপি সভাপতি অভিজিৎ বর্মন জানিয়েছেন, দিনক্ষণ ঠিক হলেও খাতায়-কলমে সভার স্থান এখনও চূড়ান্ত হয়নি। তবে দলীয় সূত্রের খবর, কোচবিহারের রাসমেলা ময়দানেই প্রধানমন্ত্রীর মহারণের মঞ্চ বাঁধা হতে চলেছে। ভৌগোলিক দিক থেকে রাসমেলা ময়দান কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত। একুশের বিধানসভা নির্বাচনে ওই কেন্দ্রে পদ্মফুল ফুটলেও, সাম্প্রতিক রাজনৈতিক সমীকরণে সেখানে তৃণমূল নিজেদের জমি অনেকটাই পুনরুদ্ধার করেছে। এই পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রীর হাই ভোল্টেজ সভা স্থানীয় বিজেপি নেতা-কর্মীদের কাছে বিপুল অক্সিজেন জোগাবে বলে মনে করছেন স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব। রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের বক্তব্য, 'রাজ্যে বিজেপির ক্ষমতা দখল সময়ের অপেক্ষামাত্র। কোচবিহারের সভা থেকে প্রধানমন্ত্রী যে রোডম্যাপ তৈরি করে দেবেন, ৪ মে-র পর সেভাবেই আমরা রাজ্য চালাব।'

রাজ্য বিজেপি সভাপতির বক্তব্যকে অবশ্য দিবাস্বপ্ন বলেই কটাক্ষ করেছেন রাজ্য তৃণমূল নেতা ফিরহাদ হাকিম। কোচবিহার জেলা তৃণমূল সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিকের কথা, '২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনেও নারায়ণী রেজিমেন্ট তৈরি সহ একগুচ্ছ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন বিজেপির শীর্ষ নেতারা। একটা কাজও করেননি। উত্তরবঙ্গের ভোটারদের সঙ্গে প্রতারণা করেছেন। তাই ওদের ভাঁওতায় আর কেউ ভুলবে না।'

উত্তরবঙ্গ বরাবরই গেরুয়া শিবিরের অন্যতম শক্তঘাঁটি। কিন্তু শাসকদলের লাগাতার জনসংযোগ ও উন্নয়নমূলক কর্মসূচি সেই দুর্গে কিছুটা ফাটল ধরিয়েছে। সেই ফাটল মেরামত করে হারানো জমি পুনরুদ্ধারে প্রথম সভা থেকেই মোদি একাধিক ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করবেন বলেই বিজেপি নেতারা জানিয়েছেন। সূত্রের খবর, উত্তরবঙ্গের কৃষকদের দুরবস্থাকে হাতিয়ার করে তৃণমূলকে কোণঠাসা করার সুচিন্তিত ব্লু-প্রিন্ট তৈরি করেছে বিজেপি।

রাসমেলা ময়দানের মঞ্চ থেকে নরেন্দ্র মোদির বার্তাকে সম্বল করে উত্তরবঙ্গে নিজেদের ভোটবাক্স যতটা সম্ভব ভরিয়ে নিতে চাইছে পদ্মের রণনীতি নির্ধারণকারী নেতৃত্ব।

# গোডাউন ভাড়া করে নকল মদের কারবার

শমিদীপ দত্ত

**শিলিগুড়ি, ২৭ মার্চ :** শহর শিলিগুড়ির অভিজাত এলাকায় ভাড়ায় নেওয়া গোডাউনে নকল মদ তৈরি এবং বিক্রি করা হত। আবগারি কর্তাদের প্রাথমিক অনুমান, ঢাকনিকাটার ওই গোডাউন থেকে তৈরি হওয়া মদ শহর এবং শহর সংলগ্ন বিভিন্ন এলাকা এমনকি, বিহারেও ছড়িয়ে দেওয়া হত। তদন্তকারীদের সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাতে ধৃত গোডাউন মালিক মিন্টুকুমার মাহাতোই এই চক্রের মূল মাথা। পোকাইজোতে তার বাড়ি থেকে মদ তৈরির জন্য বিহার থেকে আসা টুনটুনকুমার ব্যাহুলকেও গ্রেপ্তার করেছে আবগারি বিভাগ। ধৃতদের শুক্রবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। অন্যদিকে, এদিন দুপুরের দিকে ওই চক্রের আরও এক সদস্য সন্তোষকুমার শা-কেও গ্রেপ্তার করেছে আবগারি বিভাগ।

আবগারি বিভাগ সূত্রে জানা গিয়েছে, গোডাউন সহ মিন্টুর বাড়িতে অভিযান চালিয়ে সবমিলিয়ে ৬২ লক্ষ ৪০ হাজার টাকার সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা রয়েছে। এর মধ্যে ১ হাজার ৫৬০ লিটারের ওভারপ্রুফ স্পিরিট (ওপি) বাজেয়াপ্ত হয়েছে। এছাড়াও বাজেয়াপ্ত হয়েছে ৯৮৪টি ভুয়ো হলগ্রাম, বিভিন্ন ব্র্যান্ডের প্রায় ১৭ হাজার ভুয়ো লেবেল। সেইসঙ্গে মিলেছে ৪৪০ বোতল ভুয়ো মদের ক্যাপ এবং খালি ৩৫টি বোতল।

কয়েকদিন ধরেই নকল মদ তৈরির খবর পাচ্ছিলেন আবগারি বিভাগের কর্তারা। সেই সূত্রকে কাজে

### শিলিগুড়িতে মালিক সহ ধৃত ৩

লাগিয়ে বৃহস্পতিবার রাতে শিলিগুড়ি রেঞ্জের ডেপুটি এক্সাইজ কালেক্টর নীলেন্দু দাস এবং প্রধাননগর সার্কেলের অফিসার ইনচার্জ প্রবীণ রায় কর্মকারের নেতৃত্বে পোকাইজোতে মিন্টুর বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। মিন্টুকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই ঢাকনিকাটায় গোডাউনের খবর পায় পুলিশ। এদিকে, মিন্টুর ঘরে থাকা টুনটুনকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই আবগারি কর্তারা বুঝতে পারেন, ওই ব্যক্তি আসলে এসেছে অবৈধ মদ তৈরির জন্য।

এরপর ঢাকনিকাটায় অভিযান চালাতেই কার্যত চক্ষু চড়কগাছ আবগারি কর্তাদের। সেখান থেকেও প্রচুর পরিমাণে ওভারপ্রুফ স্পিরিট সহ ভুয়ো লেবেল ও হলগ্রাম বাজেয়াপ্ত হয়। পরবর্তীতে মিন্টু ও টুনটুনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে সন্তোষের সূত্র পায় পুলিশ।

এদিকে, অভিজাত এলাকায় গোডাউনের আড়ালে এধরনের নকল মদ বিক্রির খবর ছড়াতেই শোরগোল পড়েছে এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দা বিপিন দাস বলেন, 'মাঝেমধ্যে ওই গোডাউনে গাড়ি আসত। তবে এরকম কার্যকলাপ চলছে সেটা ভাবা যায়নি।'

এদিকে এবারই প্রথম নয়, এর আগেও অভিজাত এলাকাকে টার্গেট করে নকল মদ তৈরির কারখানা করা হয়েছিল। বিভিন্ন মহলের কথায়, শিলিগুড়ি থেকে সহজে মদ পাচার করার সুবিধা থাকাতেই এখানে নকল মদ তৈরির চেষ্টা করা হচ্ছে। শিলিগুড়ি রেঞ্জের ডেপুটি এক্সাইজ কালেক্টর নীলেন্দু দাস বলেন, 'আমাদের সবদিকেই নজর রয়েছে। কোথাও যাতে এধরনের কারখানা গড়ে না ওঠে, সেজন্য আমরা নিয়মিত বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালাচ্ছি।'

# পুরোনো রূপে ফিরছে দার্জিলিং স্টেশন

নিতাই সাহা

**শিলিগুড়ি, ২৭ মার্চ :** শৈলশহর দার্জিলিং ভ্রমণ পর্যটকদের কাছে আরও আকর্ষণীয় হতে চলেছে। কুণ্ডলী পাকানো ধোঁয়া উড়িয়ে পাহাড়ের আঁকাবাঁকা পথ ধরে ছুটে চলা খেলনা গাড়ির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দার্জিলিং স্টেশন আবারও তার পুরোনো রূপ ফিরে পেতে চলেছে। দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (ডিএইচআর) জানিয়েছে, ইতিমধ্যেই ইউনেসকো এবং ভারতীয় রেল বোর্ডের কাছ থেকে চূড়ান্ত অনুমোদন মিলেছে। রেলকর্তাদের দাবি, শৈলশহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত দার্জিলিং স্টেশনের পুরোনো রূপ পর্যটকদের কাছে আরও আকর্ষণীয় হবে।

সমতল থেকে প্রায় ২ হাজার ৭৩ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত দার্জিলিং স্টেশন পর্যটকদের অন্যতম আকর্ষণের জায়গা। হেরিটেজ তকমা পাওয়া টয়ট্রেনের একাধিক জয়রাইডের যাত্রা এই স্টেশন থেকেই শুরু হয়। ব্রিটিশ শাসনকালে পাহাড়ের কোলে গড়ে ওঠা স্টেশনটি ১৯৩০ সালের পরবর্তী সময়ে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জেরে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তারপর স্টেশনটিকে নতুন করে গড়ে তোলা হয়। এবার ডিএইচআর কর্তৃপক্ষ স্টেশনটিকে পুরোনো রূপে ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগী হয়েছে। ডিএইচআর কর্তারা জানিয়েছেন, এর জন্য আনুমানিক ২৫ কোটি টাকা খরচ হবে। পুরোপুরিভাবে কাজ শেষ করতে সময় লাগবে প্রায় তিন বছর। নয়া অর্থবর্ষেই সেই কাজ শুরু করা হবে। একাধিক ফেজে কাজ চলবে।

রেলকর্তাদের দাবি, বর্তমানে স্টেশন চত্বরে একাধিক স্টল থেকে শুরু করে রেলিং বসেছে। সংস্কারপর্বে সেসব সরিয়ে দেওয়া হবে। অন্যদিকে, যাত্রীদের সুবিধার্থে স্টেশন চত্বরে আধুনিক কিছু সুযোগসুবিধার বন্দোবস্ত করা হবে।

এই কাজের জন্য ডিএইচআর কর্তৃপক্ষ আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার (আইএসআই) আর্কিটেক্টদের দিয়ে ডিটেলড প্রোজেক্ট রিপোর্ট (ডিপিআর) তৈরি করিয়েছে। সম্প্রতি সেই ডিপিআরে সম্মতি প্রকাশ করেছে ইউনেসকো। এমনকি ভারতীয় রেল বোর্ডও সবুজ সংকেত দিয়েছে। এখন শুধু কাজ শুরুর অপেক্ষা।

ডিএইচআরের ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরী বললেন, 'রেল বোর্ড ও ইউনেসকোর অনুমোদন মিলেছে। শীঘ্রই দার্জিলিং রেলস্টেশনকে পুরোনো রূপে ফিরিয়ে আনার কাজ শুরু হবে। এর জন্য তিন বছর সময় লাগবে।' তিনি আরও জানান, আগামী চার থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে দার্জিলিং রেলস্টেশনকে ওয়ার্ল্ড ক্লাস স্টেশনে পরিণত করা হবে।

রেলকর্তারা জানিয়েছেন, এখনকার দার্জিলিং রেলস্টেশনটি আর্ট ডেকো শৈলীতে গড়ে উঠেছিল। যা দেখতে অনেকটা সাবমেরিনের মতো। স্টেশন চত্বরে বিভিন্ন জায়গায় একাধিক নতুন পরিকাঠামোও গড়ে উঠেছে। ডিএইচআর কর্তৃপক্ষ এবার সেসব পরিকাঠামো পুরোপুরিভাবে সরিয়ে দিতে চাইছে। লক্ষ্য স্টেশনকে পুরোনো রূপে ফিরিয়ে এনে আরও আকর্ষণীয় করে তোলা।

*১৯৩০ সালের আগে এরকমই ছিল দার্জিলিং রেলস্টেশন। -ছবি সংগৃহীত*

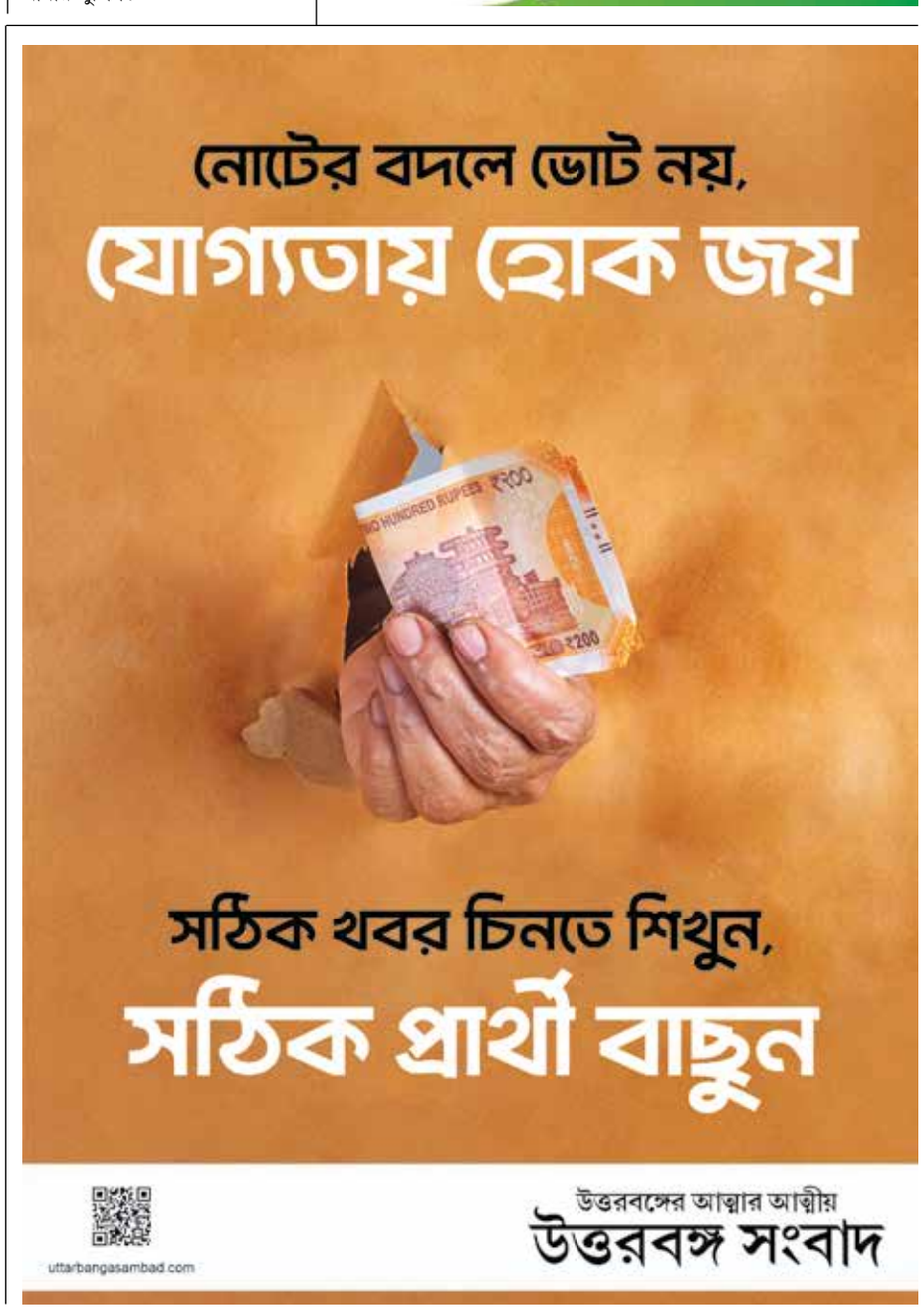

## চোপড়ায় পথ দুর্ঘটনায় বৃদ্ধের মৃত্যু

**চোপড়া, ২৭ মার্চ :** চোপড়া থানার দাসপাড়া স্কুল মোড় এলাকায় রাজ্য সড়কে শুক্রবার সকালে চালবোঝাই একটি পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক সাইকেল আরোহীর। মৃতের নাম আশিন আলি (৬৩)। তিনি দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ভোরকুলাগছ গ্রামের বাসিন্দা।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে একটি চালবোঝাই পিকআপ ভ্যান দাসপাড়া বাজারের দিকে যাওয়ার সময় একটি সাইকেলের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। সাইকেল আরোহী আশিন গুরুতর জখম হন। দুর্ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। চোপড়া থানার দাসপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি সামাল দেয়।

মৃতের আত্মীয়দের সূত্রে জানা গিয়েছে, আশিন আলি গোরু কেনাবেচার ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এদিন পাওনা টাকা আনতে গিয়েছিলেন তিনি। সেখান থেকে ফেরার পথে দুর্ঘটনার শিকার হন। গাড়িটিকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তবে চালক পলাতক। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

## আলোচনায় বন্যপ্রাণ

**বাগডোগরা, ২৭ মার্চ :** শুক্রবার বাগডোগরা চিত্তরঞ্জন উচ্চবিদ্যালয়ে বন ও বন্যপ্রাণী এবং মানুষের মধ্যে ক্রমবর্ধমান সংঘাতের ওপর একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। পড়ুয়াদের মধ্যে বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের গুরুত্ব ও সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে স্কুল কর্তৃপক্ষ ও কার্সিয়াং বন বিভাগের সহযোগিতায় আলোচনা সভাটি আয়োজিত হয়।

লোকালয়ে হাতি, বাঁদর, লেপার্ড, সাপ ও অন্য বন্যপ্রাণী প্রবেশ করলে পড়ুয়াদের কী করণীয়, তা সবিস্তারে তুলে ধরেন কার্সিয়াং বন বিভাগের এলিফ্যান্ট স্কোয়াডের রেঞ্জ অফিসার মানসকান্তি ঘোষ। চোরাশিকারি ও বন্যপ্রাণীর দেহাবশেষ বিক্রেতাদের বিরুদ্ধে সকলকে সজাগ থাকার ওপর জোর দেন তিনি।

স্কুলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বনকর্মীদের ব্যবহৃত বিভিন্ন সরঞ্জাম যেমন জিপিএস, ট্রাঙ্কুলাইজার গান, ট্র্যাপ ক্যামেরা ইত্যাদি প্রদর্শিত হয়। অনুষ্ঠানটি ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে যথেষ্ট সাড়া ফেলেছে বলে জানিয়েছেন শিক্ষক প্রিয়পদ রায়।

## ভোট অঙ্কে মেলালেন রাম

*মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিজেপি প্রার্থী আনন্দময় বর্মনের সঙ্গে আলিঙ্গন তৃণমূল প্রার্থী শংকর মালাকারের(বামে), বিজেপির জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডলের সঙ্গে শিলিগুড়ির তৃণমূল প্রার্থী গৌতম দেব (ওপরে ডানে)। ফাঁসিদেওয়ার বিজেপি বিধায়ক দুর্গা মুর্মুর পাশে তৃণমূল প্রার্থী রিনা টোপ্পো এক্কা (নীচে)। শুক্রবার।*

## চিতাবাঘের হামলায় জখম

**ফাঁসিদেওয়া, ২৭ মার্চ :** গয়াগঙ্গা চা বাগানে চিতাবাঘের হামলায় এক চা শ্রমিক জখম হলেন। শুক্রবার সকালে ফাঁসিদেওয়া ব্লকের গয়াগঙ্গা বাগানে এই ঘটনায় উদ্বেগ ছড়ায়। জখম রণজিৎ নাগেশিয়া ফাঁসিদেওয়ার কান্তিভিটার বাসিন্দা। চা বাগানের ১৫বি সেকশনে নালা পরিষ্কার করার সময় একটি চিতাবাঘ তাঁর ওপর আক্রমণ করে। শ্রমিকরা তাঁকে উদ্ধার করে ফাঁসিদেওয়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে রেফার করা হয়। এদিন সকাল সাড়ে সাতটা থেকে আটটা নাগাদ এলাকায় চিতাবাঘটিকে দেখা যায়। শ্রমিকরা যখন কাজ করছিলেন, তখন বাগানের নালার ভিতরেই একটি চিতাবাঘ ওঁত পেতে বসে ছিল। রণজিৎ সেই নালার কাছাকাছি পৌঁছালে চিতাবাঘটি তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। চিতাবাঘের কামড়ে তাঁর বাম হাতে গভীর ক্ষত তৈরি হয়। বুকে এবং পিঠেও ক্ষত রয়েছে।

শ্রমিকদের চিৎকারে চিতাবাঘটি পালিয়ে যায়। ঘটনার পর থেকে শ্রমিকরা কাজে যোগ দিতে ভয় পাচ্ছেন। খবর পেয়ে কার্সিয়াং বন বিভাগের ঘোষপুকুরের রেঞ্জ অফিসার সম্বর্ত সাধু বনকর্মীদের দল নিয়ে ঘটনাস্থলে যান। তিনি বলেন, 'চিতাবাঘের হামলার খবর পেয়ে শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলেছি। বন দপ্তরের নিয়ম অনুযায়ী আহত শ্রমিককে ক্ষতিপূরণও দেওয়া হবে।'

# পরপর ময়ূরের মৃত্যুতে ফ্লু আতঙ্ক

**তমালিকা দে**

**শিলিগুড়ি, ২৭ মার্চ :** পরপর ময়ূরের রহস্যজনক মৃত্যুতে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা বা বার্ড ফ্লু-র আতঙ্ক ছড়িয়েছে বাগডোগরায়। এক মাসের মধ্যে ছয় থেকে সাতটি ময়ূরের মৃত্যুর ঘটনা সামনে আসায় ব্যাপক উদ্বেগ দেখা দিয়েছে বন দপ্তর ও স্থানীয়দের মধ্যে। শিডিউল-১ বন্যপ্রাণের তালিকাভুক্ত ময়ূরের এভাবে অস্বাভাবিক মৃত্যু বন বিভাগের কর্তাদের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে। এর পিছনে আসল কারণ জানার জন্য ইতিমধ্যেই ময়ূরের মৃতদেহের নমুনা অ্যানিমাল রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট (এআরডিডি) বা প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের পরীক্ষাগারে পাঠানো হয়েছে।

গত এক মাস ধরে বাগডোগরা রেঞ্জের জঙ্গল সংলগ্ন বিভিন্ন এলাকা থেকে ছয়-সাতটি ময়ূরের নিথর দেহ উদ্ধার হয়েছে। প্রাথমিকভাবে বিষয়টি সাধারণ মনে করা হলেও একের পর এক ময়ূরের মৃত্যুর ঘটনায় চিন্তায় পড়েছেন বনকর্তারা। বিশেষ করে প্রতিবেশী দেশ ভুটানে সম্প্রতি ব্লার্ড ফ্লুয়ের ঘটনায় ময়ূরের মৃত্যুর কারণ আরও চিন্তায় ফেলেছে বন দপ্তরের আধিকারিকদের। জাতীয় পাখির মৃত্যুর আসল কারণ জানার জন্য বন দপ্তরের তরফে নমুনা সংগ্রহ করে তা প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের পরীক্ষাগারে পাঠানো হয়েছে।

কার্সিয়াং বন বিভাগের ডিএফও দেবেশ পান্ডে বলছেন, 'নমুনা পরীক্ষার চূড়ান্ত রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত এতগুলো ময়ূরের মৃত্যুর প্রকৃত কারণ বোঝা যাবে না। বার্ড ফ্লু-র জন্যই যে এই মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে, একথা এখন নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যাচ্ছে না।'

বার্ড ফ্লু নিয়ে নিশ্চিত না হলেও কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছে না বন দপ্তর। বর্তমান পরিস্থিতিতে কার্সিয়াং ফরেস্ট বিভাগের আওতায় থাকা সব রেঞ্জের বিট অফিসার ও বনকর্মীদের হাই অ্যালার্টে রাখা হয়েছে। জঙ্গলের ভেতরে ও বাইরে কোনও পাখি বা পশুর মধ্যে অস্বাভাবিক লক্ষণ দেখা যাচ্ছে কি না, তার ওপর নজরদারি চালানো হচ্ছে। এমনকি স্থানীয়দেরও সতর্ক করে বলা হয়েছে যে, তাঁরা যদি কোনও মৃত পশু বা পাখি দেখেন, তাহলে যাতে খালি হাতে স্পর্শ না করেন। শুধু তাই নয়, বিষয়টি দ্রুত বন দপ্তরে জানাতেও পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। যদিও এ ব্যাপারে বাগডোগরা রেঞ্জের অফিসার সোনম ভুটিয়া বলছেন, 'বিষয়টি নিয়ে যা বলার ডিএফও বলবেন।'

তবে জাতীয় পাখির মৃত্যুর ঘটনার পিছনে সত্যি যদি বার্ড ফ্লু থাকে, তাহলে চিন্তার কারণ রয়েছে বলে মনে করছেন পাখি গবেষক অভিযান সাহা। তিনি বলছেন, 'ব্লার্ড ফ্লু-র ঘটনা এখানে আগেও ঘটেছে। তাই মৃত্যুর কারণ বার্ড ফ্লু হলে অস্বাভাবিক কোনও ঘটনা নয়।'

# আইনি জটে স্বপ্না, চিন্তায় ঘাসফুল

**পূর্ণেন্দু সরকার ও সৌরভ দেব**

**জলপাইগুড়ি, ২৭ মার্চ :** স্বপ্নাকে নিয়ে ফাঁপরে রাজগঞ্জ ব্লক তৃণমূল। অনেক দেরিতে হলেও বিজেপি তাদের প্রার্থী নিয়ে প্রচার শুরু করেছে। অথচ আগে নাম ঘোষণা হলেও স্বপ্নাকে একদিনের জন্য পাশে পাননি রাজগঞ্জের তৃণমূল কর্মীরা। এই অবস্থায় কর্মীদের মধ্যে নতুন উৎকণ্ঠা, স্বপ্না আদৌ মনোনয়নপত্র জমা দিতে পারবেন কি না। এদিকে, আগামী সোমবারের মধ্যে রেলকে স্বপ্নাকে জানাতে হবে তাঁর ইস্তফার বিষয়ে সিদ্ধান্ত। একইসঙ্গে স্বপ্না বর্মনকে সশরীরে হাজির হতে হবে রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের দপ্তরে। শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চ স্বপ্না বর্মনের মামলায় এই নির্দেশ জারি করেছে।

ডেপুটি সলিসিটর জেনারেল সুদীপ্ত মজুমদার বলেন, 'আমরা এদিন রেলের বক্তব্য আদালতে পেশ করেছি। সেই পরিপ্রেক্ষিতে বিচারপতি নতুন নির্দেশ দিয়ে জানিয়েছেন আগামী সোমবারের মধ্যে রেল ওঁর ইস্তফার বিষয়ে কী সিদ্ধান্ত নিচ্ছে সেটা স্বপ্না বর্মনকে জানাতে।' অন্যদিকে, স্বপ্নার আইনজীবী নিলয় চক্রবর্তী এদিনের শুনানির প্রসঙ্গে কোনও মন্তব্য করতে চাননি। শুনানি শেষে আদালত থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে স্বপ্না বলেন, 'পুরো বিষয়টি বিচারাধীন রয়েছে। এই বিষয়ে কিছু বলব না। যা বলার পরে বলব।'

এই অবস্থায় জরুরি তলব পেয়ে খগেশ্বর রায় কলকাতা গিয়েছেন। তাঁর এই কলকাতা যাওয়ায় রাজগঞ্জ ব্লকের তৃণমূলের প্রার্থী বদলের জল্পনা তৈরি হচ্ছে নতুন করে। যদিও রাজগঞ্জ ব্লকের প্রার্থী বদল নিয়ে তৃণমূলের তরফে কেউ কোনও মন্তব্য করতে চায়নি। সূত্রে খবর, দলের শীর্ষ নেতৃত্ব খগেশ্বর রায় সবরকমের প্রস্তুতি রাখতে বলেছেন। শুক্রবার খগেশ্বর রায় ফোনে বলেন, 'আমি কলকাতায় এসেছি। এর বেশি কিছু বলব না।' শুক্রবার রেলের চাকরির ইস্তফা প্রসঙ্গে স্বপ্নার দায়ের করা মামলার শুনানি হয় জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে। স্বপ্নার পাশাপাশি আদালতে উপস্থিত ছিলেন নমশূদ্র উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান মুকুল বৈরাগ্য। স্বপ্না রেলের চাকরি না ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করায় রেলের তরফে তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত শুরু হয়। প্রার্থীপদ সুনিশ্চিত হওয়ার পরে স্বপ্না রেলের চাকরিতে ইস্তফা দিতে গেলে কর্তৃপক্ষ তা গ্রহণ করেনি। এনিয়ে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছিলেন স্বপ্না। গত মঙ্গলবার হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল স্বপ্না নিজের ভুল স্বীকার করে এবং অবসরকালীন কোনও সরকারি সুযোগসুবিধে চাইবেন না, এই মর্মে রেলকে চিঠি দিতে হবে। কিন্তু স্বপ্নার চিঠির বয়ান রেলের পছন্দ না হওয়ায় গত বুধবার ফের আদালত স্বপ্নাকে নতুন করে চিঠি দিতে বলে।

> **বিচারপতি নতুন নির্দেশ দিয়ে জানিয়েছেন, আগামী সোমবারের মধ্যে রেল ওঁর ইস্তফার বিষয়ে কী সিদ্ধান্ত নিচ্ছে সেটা স্বপ্না বর্মনকে জানাতে।**
>
> **সুদীপ্ত মজুমদার**
> ডেপুটি সলিসিটর জেনারেল

এদিন আদালতে রেলের তরফে জানানো হয়েছে, তারা চিঠি পেয়েছে। কিন্তু স্বপ্নাকে আগামী সোমবারের মধ্যে সশরীরে আলিপুরদুয়ার ডিভিশন অফিসে হাজির হতে হবে। আদালত তার পর্যবেক্ষণ জানিয়েছে, ২৪ মার্চ রেলকে দেওয়া নির্দেশের উদ্দেশ্য ছিল শাস্তিমূলক প্রক্রিয়া দ্রুত শেষ করা, যাতে স্বপ্না আসন্ন নির্বাচনে অংশ নিতে পারেন। কারণ সময় খুবই গুরুত্বপূর্ণ, মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৬ এপ্রিল, ২০২৬। স্বপ্না আদালতকে জানিয়েছেন, রেলের তরফে ছাড়পত্র না পেলে তিনি নির্বাচনে দাঁড়াতে পারবেন না। তিনি ইতিমধ্যে নিজের ভুল স্বীকার করেছেন।

## দুশোর বেশি সংবেদনশীল বুথ দার্জিলিংয়ে

**শিলিগুড়ি, ২৭ মার্চ :** দার্জিলিং জেলার পাঁচটি বিধানসভা মিলিয়ে ২০০টির বেশি সংবেদনশীল ভোটকেন্দ্র রয়েছে। শুক্রবার দার্জিলিংয়ে সাংবাদিক বৈঠক করে জেলা শাসক হরিশংকর পানিক্কর এই তথ্য দিয়েছেন। জেলা শাসক হরিশংকর পানিক্কর জানিয়েছেন, পাঁচটি বিধানসভায় ৩০টি মডেল ভোটগ্রহণ কেন্দ্র তৈরি হচ্ছে।

নির্বাচন কমিশন ইতিমধ্যেই জানিয়েছে, এবারের ভোটে ছাপ্পা, বুথ জ্যাম, বুথের ১০০ মিটারের মধ্যে জমায়েত রুখতে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সেই বিষয়টি নিয়েই মূলত অবগত করেন জেলা শাসক। তিনি বলছেন, 'প্রতিটি বুথেই ওয়েব কাস্টিং এবং সম্পূর্ণ কেন্দ্রীয় নিরাপত্তায় ভোট বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সংবেদনশীল বুথগুলির দিকেও বিশেষ নজরদারির ব্যবস্থা করা হচ্ছে।'

## জমি বিবাদে উত্তেজনা

**চোপড়া, ২৭ মার্চ :** চোপড়া থানার বাবুগছ এলাকায় চা বাগানের জমি নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে বচসাকে কেন্দ্র করে শুক্রবার সকালে উত্তেজনা ছড়ায়। পরিস্থিতি সামাল দিতে গিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যের স্বামী ও এক সিভিক ভলান্টিয়ার আক্রান্ত হন বলে অভিযোগ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, হায়দার আলি ও জয়নুল হকের পরিবারের মধ্যে চা বাগানের একটি জমির মালিকানা নিয়ে প্রথমে বচসা শুরু হয়।

অভিযোগ উঠছে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যের স্বামী আবদুল জব্বার ঘটনাস্থলে গেলে তাঁকে লক্ষ করে পাথর ছোড়া হয়, এতে তিনি জখম হন। এক সিভিক ভলান্টিয়ারকেও ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা হয়েছে। আহত দুজনকে উদ্ধার করে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। চোপড়া থানার দাসপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সন্ধ্যা পর্যন্ত এই ঘটনায় লিখিত অভিযোগ জমা পড়েনি।

## আহত ১

**শিলিগুড়ি, ২৭ মার্চ :** বৃহস্পতিবার গভীর রাতে বাগডোগরার মুনিম বাগান সংলগ্ন এলাকায় বোল্ডারবোঝাই ডাম্পারের ডালা খুলে যায়। ঘটনায় ওই ডাম্পারের পেছনে থাকা গাড়িটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এছাড়া একজন বাইক আরোহীও চোট পেয়েছেন বলে খবর।

পুলিশ জানিয়েছে, ডাম্পারটি যাওয়ার সময় হঠাৎই ডালা খুলে যায়। এরপর গোটা রাস্তায় বড় বড় বোল্ডার ছড়িয়ে পড়ে। এদিকে, ঘটনার খবর পেয়েই আসে বাগডোগরা থানার পুলিশ। এই পরিস্থিতিতে গাড়ি ফেলে পালান ডাম্পারচালক। ডাম্পারটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এদিন পুলিশকর্মীরাই রাস্তা থেকে ডাম্পারটিকে সরানোর কাজে নেমে পড়েন। তবে এখনও পর্যন্ত কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি বলে জানিয়েছে বাগডোগরা থানার পুলিশ।

## মদ বাজেয়াপ্ত

**চোপড়া, ২৭ মার্চ :** গোপন সূত্রের পাওয়া খবরের ভিত্তিতে অবৈধ মদের কারবারের বিরুদ্ধে অভিযান চলল চোপড়ায়। চোপড়া থানার একাধিক জায়গায় আবগারি দপ্তর ও পুলিশের যৌথ অভিযানে শুক্রবার কয়েকশো লিটার দেশি মদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। চোপড়া থানার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সুফলগছ, তিনমাইল ও মণ্ডলপাড়া সহ বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালিয়ে ৯০০ লিটার মদ বাজেয়াপ্ত করা হয়। বেশ কিছু সরঞ্জামও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তবে এই ঘটনায় এদিন কাউকে গ্রেপ্তার করা যায়নি। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

# 'ডিলিটেড' শিক্ষককে ডাক ভোটের কাজে

**সাগর বাগচী**

**শিলিগুড়ি, ২৭ মার্চ :** এসআইআর-এ চূড়ান্ত ভোটার তালিকা থেকে স্টেট এইডেড কলেজ শিক্ষকের নাম 'ডিলিটেড' বা বাদ হয়ে গিয়েছে। অথচ নাম বাদ পড়া সেই কলেজ শিক্ষককেই ভোটের কাজের জন্য নির্বাচন কমিশন বাছাই করেছে। শিলিগুড়ির মুন্সী প্রেমচাঁদ কলেজের শিক্ষক জগদীশ রায়কে থার্ড পোলিং অফিসার হিসাবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আগামী রবিবার জলপাইগুড়ির আনন্দ চন্দ্র কমার্স কলেজে ভোটের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য জগদীশকে ডাকা হয়েছে। নাম বাদ পড়ে যাওয়ায় এমনিতে ওই শিক্ষক উদ্বেগের মধ্যে রয়েছেন। সেখানে তিনি ভোটের প্রশিক্ষণ নিতে যাবেন কি না, তা নিয়ে একপ্রকার দোলাচলের মধ্যে রয়েছেন। এদিকে, এভাবে নাম বাদ পড়া ভোটারকে আবার নির্বাচনের কাজে যুক্ত করার বিষয়টি নিয়ে রাজনৈতিক তর্জা শুরু হয়েছে।

শুক্রবার কলেজে গিয়ে ওই শিক্ষক নির্বাচন কমিশনের পাঠানো চিঠিটি হাতে পান বলে খবর। জগদীশ রায় মাটিগাড়া-নকশাবাড়ি বিধানসভার অন্তর্গত চম্পাসারি গ্রাম পঞ্চায়েতের ২৫/২২৭ নম্বর পার্টের ভোটার। জগদীশের পাশাপাশি তাঁর দাদা প্রফুল্ল রায়ের নামও বাদ পড়েছে। তবে ওই শিক্ষকের বাবা হিরেন রায়ের নাম আবার চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় উঠেছে। জগদীশ বলছেন, 'আমার নাম আবার ভোটার তালিকায় উঠেছে কি না তা সাপ্লিমেন্টারি তালিকা না প্রকাশ হওয়া পর্যন্ত বুঝতে পারছি না। নাম যখন বাদ পড়েছে, তখন আদৌ ভোট দিতে পারব কি না জানি না। সেখানে নির্বাচন কমিশন কী করে আমাকে ভোটের ডিউটি দিতে চায়, বুঝতে পারছি না। প্রশিক্ষণে না গেলে আমাকে শোকজ করা হবে। তাই প্রশিক্ষণে না গেলেও হবে না।'

রাজ্যজুড়ে এসআইআর-এ নাম বিচারাধীন থাকা এবং বাদ পড়া নিয়ে ভোটারদের মধ্যে ক্ষোভ রয়েছে। দার্জিলিং জেলা তৃণমূলের চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিক্রয়াল বলছেন, 'এসআইআর-এর জেরে অনেক প্রকৃত ভোটারের নাম কেটে দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের অঙ্গুলিহেলনে নির্বাচন কমিশন সবটা করেছে। একজন শিক্ষক যাঁর জন্ম, পড়াশোনা সবকিছু এখানে, তাঁর কী করে নাম কাটতে পারে? আর তাঁকেই আবার ভোটের ডিউটিতে ডাকাতে স্পষ্ট হয়েছে যে গোটা এসআইআর প্রক্রিয়া গলদে ভরে আছে। এর উত্তর মানুষ ভোট দিয়ে দেবে।' এদিকে, তৃণমূলের অভিযোগ উড়িয়ে নাম বাদ নিয়ে রাজ্য সরকারের কর্মীদের একাংশের বিরুদ্ধে অন্তর্ঘাতের অভিযোগে সরব হয়েছে বিজেপি। শিলিগুড়ির বিজেপি প্রার্থী শংকর ঘোষের কথায়, 'রাজ্য সরকারের অধীনস্থ কর্মীরা এসআইআর-এর সমস্ত কাজ করেছেন। সেখানে তৃণমূল প্রভাবিত সরকারি কর্মীরা অন্তর্ঘাত করে এই ধরনের নাম বাদ দেওয়ার কুকীর্তি করে থাকতে পারেন। যাতে সাধারণ ভোটারদের সমস্যায় ফেলে তৃণমূল ফায়দা তুলতে পারে।'

## বিধায়কের রিপোর্ট কার্ড

**বিধানসভার নাম** ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি
**বিধায়ক** শিখা চট্টোপাধ্যায়

**তহবিল খরচে : ৪.৫/১০**

প্রায় ৩৯ শতাংশ টাকা খরচ করতে পারেননি। ১ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকার কাজ হয়েছে। ৪৮ লক্ষ টাকার কাজ চলছে। ১ কোটি ১৬ লক্ষ খরচ হয়নি।

**উন্নয়নে : ৪/১০**

ছোট কিছু রাস্তা, কালভার্ট, সোলার লাইট বসাতে পেরেছেন। ছোট ফাঁপরিতে শ্মশানের কাজ তাঁর আমলে শুরু হয়েছে। সোলার পানীয় জলের ব্যবস্থা।

**মানুষের পাশে : ৪/১০**

ইস্টার্ন বাইপাসে দুর্ঘটনার পর আন্দোলনে শামিল হন। তবে সবার কাছে পৌঁছাতে পারেননি।

**প্রতিশ্রুতি**

পানীয় জলের সমস্যার সমাধান। জমি দখলের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো।

**বাস্তব**

পানীয় জলের সমস্যা রয়েই গিয়েছে। জমি দালালদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়তে পারেননি। এলাকায় রমরমিয়ে জমি দখল চলেছে।

**যা ভালো**

সাধারণ জীবনযাপন। সহজে দেখা করে কথা বলা যায়। বিধায়ক হয়েও কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বা কনভয় নেননি।

**যা খারাপ**

উন্নয়ন প্রশ্নে শুধুই রাজ্য সরকারকে নিশানা।

**বিরোধীর বাউন্সার**

আমি থাকাকালীন ওই বিধানসভা এলাকাকে ১০ বছর এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম। সেখানে গত পাঁচ বছরে গোটা এলাকায় খারাপ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। বিধায়ককে ভোটে জেতার পর দেখা যায় না। তৃণমূল জিতলে উন্নয়নের ধারা আবার শুরু হবে।

**গৌতম দেব**, গত বিধানসভা নির্বাচনের ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির তৃণমূল প্রার্থী

**প্রাপ্ত নম্বর ৪/১০**

**সমীক্ষা**

১. ১০-এ নিজেকে কত নম্বর দেবেন? কেন?

উত্তর : কাজের নিরিখে ১০-এর মধ্যে নিজেকে ১০-ই দেব। কেননা বাধা সত্ত্বেও কাজ করে গিয়েছি।

২. যেভাবে এলাকার উন্নয়ন হওয়ার কথা ছিল, সেটা হয়নি? কেন?

উত্তর : বিজেপি রাজ্যে ক্ষমতায় আসছে। বাকি কাজগুলি করব। পানীয় জলে বেশি নজর দেব। ডাম্পিং গ্রাউন্ডের চেহারা বদলে দেব।

৩. ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির জন্য উল্লেখযোগ্য কোন কাজ করতে পেরেছেন?

উত্তর : কেন্দ্রের থেকে ঠাকুরনগর রেলগেটের ফ্লাইওভার নির্মাণের জন্য প্রায় ৮৪ কোটি টাকা আনতে পেরেছি।

# রাম মন্দিরে সিপিএম প্রার্থীর পুজোয় 'জনসেবা'

**তমালিকা দে**

**শিলিগুড়ি, ২৭ মার্চ :** গত কয়েক বছরে বাংলায় ধর্মীয় উৎসবের রাজনীতি এক অন্য রূপ নিয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপি এ ব্যাপারে রাস্তায় নামলেও ধর্মীয় উৎসব ঘিরে বামপন্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ সেভাবে নজরে পড়েনি। কিন্তু এবার অন্তত শিলিগুড়ি বিধানসভার ক্ষেত্রে ভিন্ন চিত্র দেখা যাচ্ছে। যদিও শিলিগুড়ির পাশের কেন্দ্র ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতে সিপিএম চিরাচরিত পথেই প্রচার সারছে। দুই কেন্দ্রের বাম প্রার্থীর বক্তব্যেও মতপার্থক্য লক্ষ্য করা গিয়েছে। দলের মাটি শক্ত করতে প্রচার কৌশলে 'ভিন্ন' ছোঁয়া রেখে মন্দির, মসজিদে পা রেখেছেন শিলিগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী শরদিন্দু চক্রবর্তী। শুক্রবার রামনবমীর সকালেও গলায় মালা পরে রাম মন্দিরে মাথা ঠেকিয়ে পুজো দিয়েছেন তিনি। তবে, ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের সিপিএম প্রার্থী দিলীপ সিং এখনও দলের চিরাচরিত অবস্থানেই রয়েছেন। সিপিএমের দুই কেন্দ্রের প্রার্থীর দুই মেরুর জনসংযোগ ঘিরে সিপিএম তো বটেই, বিরোধী শিবিরেও চর্চা তুঙ্গে। রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা সিপিএমের বর্ষীয়ান নেতা অশোক ভট্টাচার্য অবশ্য বলছেন, 'শরদিন্দু ও দিলীপ দুজনেই দীর্ঘদিন জনসেবার সঙ্গে যুক্ত। তাই জনসংযোগে দুজনেরই নিজস্ব স্টাইল রয়েছে। তাঁরা নিজেদের মতো করেই প্রচার করছেন।'

*রাম মন্দিরে পুজো দিচ্ছেন সিপিএম প্রার্থী শরদিন্দু চক্রবর্তী। শুক্রবার।*

বিধানসভা ভোটে বামেদের শূন্যের গেরো কাটাতে জোরকদমে প্রচার করছেন শরদিন্দু ও দিলীপ। তবে একই দলের দুই প্রার্থীর প্রচারের কৌশলে ভিন্নতা দেখে বোঝা যাচ্ছে, বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সিপিএম এখন কোনও নির্দিষ্ট ছকে আটকে নেই। এদিন সকালে অগ্রসেন রোডের রাম মন্দির ও বালাজি মন্দিরে গিয়ে পুজো দিয়ে প্রচার শুরু করেন শরদিন্দু।

গলায় মালা পরে মন্দিরে মাথা ঠেকিয়ে ঠাকুরকে প্রণাম করে স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। এমনকি শহরবাসীর মঙ্গলকামনায় মন্দিরের সামনে সাদা পায়রাও ওড়ান। ভোট বাজারে সিপিএম প্রার্থীর এই ছবি অবশ্য নতুন নয়। প্রার্থী হিসেবে তাঁর নাম ঘোষণা হওয়ার পরেই আনন্দময়ী কালীবাড়ি থেকে শুরু করে ইদের নমাজেও তাঁকে দেখা গিয়েছে। সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ভোটব্যাংক মজবুত করতে কি সিপিএম নিজের রণনীতি বদলাচ্ছে, সেই প্রশ্ন উঠছে।

শরদিন্দু বলছেন, 'উৎসব কোনও নির্দিষ্ট দলের নয়, উৎসব মানুষের। মানুষের আবেগকে শ্রদ্ধা করা মানে আদর্শ থেকে বিচ্যুত হওয়া নয়।' তবে শরদিন্দু এই কথা বললেও সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থানে দলেরই অপর প্রার্থী দিলীপ সিং। এখনও তাঁকে কোনও ধর্মীয় স্থানে ঢুকতে দেখা যায়নি। শুক্রবার শহরজুড়ে রামনবমী উৎসবের উন্মাদনার মাঝেও তিনি কোনও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে অংশ না নিয়ে মানুষের রুজিরুটির লড়াইকে গুরুত্ব দিয়ে ফুলবাড়ি থেকে শুরু করে পুরনিগমের ৪০ নম্বর ওয়ার্ডের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরেছেন। দিলীপ বলেছেন, 'ধর্ম ব্যক্তিগত, রাজনীতি জনসেবার বিষয়। সকল ধর্মের মানুষের প্রতি আমার শ্রদ্ধা রয়েছে। তবে বামপন্থীরা সবসময় যুক্তিবাদী পথে হেঁটেছেন, আমিও সেই আদর্শ নিয়েই জনসংযোগ করছি।'

## শত্রুঘ্নর সমর্থন

ভিন ধর্মে মেয়ে সোনাক্ষী সিনহার বিয়ে নিয়ে এবার মুখ খুললেন তৃণমূল সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা। তাঁর কথায়, বাচ্চারা প্রাপ্তবয়স্ক। ওরা যদি খুশি থাকে তাহলে সব ঠিক আছে। বিষয়টি তিনি সমর্থন করেন।

## ধৃতরা জেলেই

আরজি করে লিফট কাণ্ডে ধৃত ৫ জনকে আদালতে তোলা হয় শুক্রবার। প্রত্যেকে জামিনের আবেদন করেন। আবেদন খারিজ করে ১ এপ্রিল পর্যন্ত পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে নিম্ন আদালত।

## শিলাবৃষ্টি

ঘূর্ণাবর্ত ও অক্ষরেখার জোড়া ফলায় কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গে ঝড়-বৃষ্টির আশঙ্কা। একাধিক এলাকায় শিলাবৃষ্টিও হতে পারে। মঙ্গলবার পর্যন্ত এই পরিস্থিতি চলতে পারে। ইতিমধ্যেই সতর্কতা জারি হয়েছে।

## পদ্মে ফুটবলার

জাতীয় স্তরে খেলা প্রাক্তন ফুটবলার অরিন্দম ভট্টাচার্য 'ফের' যোগ দিলেন বিজেপিতে। '২১-এর নির্বাচনের আগে মিঠুন চক্রবর্তীর হাত থেকে পতাকা নিয়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন অরিন্দম।

# গ্যাসের সংকটই ভোটের অস্ত্র

## এক সুরে কেন্দ্রকে নিশানা মমতা ও অভিষেকের

**স্বরূপ বিশ্বাস**

**কলকাতা, ২৭ মার্চ :** এসআইআর, সাপ্লিমেন্টারি তালিকা নিয়ে নির্বাচন কমিশন ও বিজেপির বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রীর লাগাতার অভিযোগ তো ছিলই। শুক্রবার এর পাশাপাশি রান্নার গ্যাস নিয়ে ভোটের আগে কেন্দ্রকে হুঁশিয়ারি দিল নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অপরদিকে বিনপুরে প্রচারে গিয়ে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, ভোট মিটলেই রান্নার গ্যাসের দাম ২ হাজার টাকা করে দেবে কেন্দ্র।

কেন্দ্রের শত আশ্বাস সত্ত্বেও ভোটের আগে রান্নার গ্যাস নিয়ে চরম দুর্ভোগের মুখে পড়েছে সাধারণ মানুষ। তাঁদের পাশে দাঁড়িয়ে কেন্দ্রকে রান্নার গ্যাসের সংকট নিয়ে তীব্র আক্রমণ শানিয়েছেন তৃণমূলনেত্রী। শুক্রবার অণ্ডাল যাওয়ার আগে বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'প্রথমে তো হাজার হাজার টাকা বাড়িয়েছে। শুল্ক কমানো মানে কি দাম কমবে? লোকে গ্যাস পাক আমি চাই। যেন কারও অসুবিধা না হয়। হলদিয়ায় যে গ্যাস প্রোডাকশন হয় তা যেন বাইরে না যায়।' তাঁর সাফ কথা, 'ভোটের কাজে সরকারি কর্মী, কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা এই রাজ্যে আসছেন। তাঁদের রান্নার জন্য এই রাজ্যের মানুষের গ্যাসের জোগান নিয়ে কিছুতেই সমস্যা হওয়া চলবে না। রাজ্যে উৎপাদিত গ্যাস কোনওমতেই বাংলার বাইরে পাঠানো চলবে না।' সহানুভূতির সুরে মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য, 'কেরোসিনের জোগান আমরা বাড়িয়েছি। কিন্তু বাংলায় বেশিরভাগ মানুষ গ্যাসে রান্না করেন এখন।' এদিন অণ্ডাল থেকে সড়কপথে দুর্গাপুর যান তৃণমূলনেত্রী।

অন্যদিকে অভিষেক বলেন, 'বাংলার নির্বাচন যেদিন শেষ হবে পরের দিনই রান্নার গ্যাস ২ হাজার টাকা করে দেবে মোদি সরকার। পেট্রোল, ডিজেল ২০০ টাকা করে দেবে। কেন্দ্রকে বিঁধে তিনি বলেন, 'ধর্ম নয়, কর্মে ভোট দিন। রোজ দিল্লিতে বৈঠক হচ্ছে। বাংলায় নির্বাচন বলে ডিজেলের দাম কমিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা মানুষের কাছে দাঁড়িয়ে কথা দিন, রান্নার গ্যাস, পেট্রোল, ডিজেলের দাম আগামী ৫ বছর বাড়াবেন না।' বিনপুরে তৃণমূল প্রার্থী বীরবাহা হাঁসদার ভোটে জয় শুধু সময়ের অপেক্ষা বলেও জানান অভিষেক। কোলাঘাটেও এদিন প্রচার করেন তিনি। দুটি সভাতেই রাজ্য সরকারের উন্নয়নের ফিরিস্তি তুলে ধরেন। তাঁর সাফ কথা, 'বিজেপি ক্ষমতায় এলে সাধারণ মানুষ তাঁদের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলবেন। তৃণমূল রাজ্যে থাকলে উন্নয়ন হবে।' বিজেপি ক্ষমতায় এলে রাজ্যে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু করবে বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ তৃণমূলনেত্রীকে বিঁধে বলেন, 'দেশের চিন্তা মোদিজি করছেন। আপনি বাংলার জল আর চাল নিয়ে ভাবুন। মানুষকে ভয় দেখাবেন না।' তাঁর দাবি, 'করোনার মতো বড় সংকট মোদি সরকার সামলেছে। এখন বিরোধীরা স্রেফ গুজব ছড়িয়ে পেট্রোল পাম্পে লাইন করাচ্ছে।' লাগাতার পুলিশ-আমলা বদলি প্রসঙ্গে প্রাক্তন বিজেপি সভাপতির তোপ, 'কমিশন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। এতদিন যাঁরা ছাপ্পা ভোট আর পঞ্চায়েত হিংসায় মদত দিয়েছে সেই অফিসারদের সরাতেই হবে।'

> **প্রথমে তো হাজার হাজার টাকা বাড়িয়েছে। শুল্ক কমানো মানে কি দাম কমবে? লোকে গ্যাস পাক আমি চাই। যেন কারও অসুবিধা না হয়। হলদিয়ায় যে গ্যাস প্রোডাকশন হয় তা যেন বাইরে না যায়।**
>
> -মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

> **বাংলায় নির্বাচন বলে ডিজেলের দাম কমিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা মানুষের কাছে দাঁড়িয়ে কথা দিন, রান্নার গ্যাস, পেট্রোল, ডিজেলের দাম আগামী ৫ বছর বাড়াবেন না।**
>
> -অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

# দ্বিতীয় তালিকাতেও ই-সাইনের জট

## ৩০ লক্ষ নাম বাদের আশঙ্কা মুখ্যমন্ত্রীর

**অরূপ দত্ত**

**কলকাতা, ২৭ মার্চ :** ভোটের বাদ্যি বাজার আগেই ভোটার তালিকা নিয়ে সম্মুখসমরে নবান্ন ও কমিশন। দ্বিতীয় দফার অতিরিক্ত তালিকা প্রকাশের আগেই বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, বেছে বেছে প্রায় ৫০ শতাংশ নাম বাদ দিচ্ছে কমিশন, যার সংখ্যা দাঁড়াতে পারে প্রায় ৩০ লক্ষ। শুক্রবার দুর্গাপুরে নির্বাচনী প্রচারে যাওয়ার আগে মুখ্যমন্ত্রী সাফ বলেন, 'ইচ্ছাকৃতভাবে নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে, এটা গণতন্ত্র হত্যার সামিল।'

গত সোমবার মাঝরাতে প্রথম অতিরিক্ত তালিকা প্রকাশ করেছিল কমিশন। সেই প্রসঙ্গ টেনে মমতা এদিন প্রশ্ন তোলেন, 'সবকিছু কেন মাঝরাতে হবে? নিশ্চয়ই ওরা কিছু লুকাতে চাইছে। সাহস থাকলে দিনের আলোয় তালিকা প্রকাশ করুক। কাদের নাম রাখা হয়েছে, আর কাদের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে, তাদের জানানো উচিত।' প্রথম দফায় ৩২ লক্ষ নামের নিষ্পত্তি হলেও শেষ পর্যন্ত মাত্র ১০ লক্ষ নাম প্রকাশিত হয়েছিল। বাকি নামগুলি কোথায় গেল, তা নিয়ে জনমানসে তীব্র বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে। যদিও কমিশনের দাবি, সোমবার রাতে কিছুক্ষণের জন্য কমিশনের সার্ভার হ্যাক হয়ে যাওয়ায় তালিকা দেখা যাচ্ছিল না। কিন্তু মঙ্গলবার থেকেই কমিশনের সাইটে বাদ যাওয়া নামের তালিকা দেখা যাচ্ছে।

দ্বিতীয় দফার তালিকা প্রকাশ নিয়েও শুরু হয়েছে টালবাহানা। রোল অবজার্ভার প্রধান সুব্রত গুপ্ত জানিয়েছেন, তালিকা বেরোতে আজও রাত ১১টা বাজতে পারে। কারণ সেই পুরোনো সমস্যা— ই-সাইন'। জুডিশিয়াল অফিসাররা বিকেল ৫টা পর্যন্ত কত নামের ডিজিটাল সই পাঠাতে পারবেন, তার ওপরই নির্ভর করছে আজকের তালিকার ভাগ্য। ৩৭ লক্ষ নামের নিষ্পত্তি হলেও শেষ পর্যন্ত কতজন তালিকায় ঠাঁই পাবেন, তা নিয়ে ধন্দ কাটছে না।

এদিকে বসে নেই জোড়াফুল শিবিরও। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে বিবেচনাধীন তালিকায় থাকা দলের ১১ প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারণের জন্য হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে জরুরি চিঠি দিয়েছে তৃণমূল। অন্যদিকে, ট্রাইব্যুনাল কোথায় হবে তা নিয়ে আজ হাইকোর্টে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল। হাইকোর্টের বৈঠকে ট্রাইবিউনালের স্থান নির্বাচন নিয়েও আলোচনা হয়েছে। সল্টলেকের জুডিশিয়াল ইউনিভার্সিটি সহ রাজ্য সরকারের আরও চারটি স্থান ট্রাইবিউনালের জন্য প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত হয়েছে। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি।

এদিকে বৃহস্পতিবার বাসন্তীতে বিজেপির প্রচার মিছিলে হামলার ঘটনায় বাসন্তী থানার আইসিকে সাসপেন্ড করেছে কমিশন। বিধানসভা নির্বাচনকে আক্ষরিক অর্থে হিংসামুক্ত ও রক্তপাতহীন করতে বদ্ধপরিকর নির্বাচন কমিশন। কিন্তু ভোটের দামামা বাজতে না বাজতেই ভাঙড়, রানাঘাট, বেলদা বা বাসন্তীর মতো স্পর্শকাতর এলাকাগুলি যেভাবে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে, তাতে কমিশনের 'অবাধ ও শান্তিপূর্ণ' ভোটের দাবি ঘিরেই প্রশ্নচিহ্ন দেখা দিয়েছে।

যদিও রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজকুমার আগরওয়াল পরিস্থিতি নিয়ে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী। শুক্রবার ভোট পর্যবেক্ষকদের সঙ্গে একটি হাইভোল্টেজ বৈঠকে কড়া অবস্থান নিয়েছেন। বাসন্তীতে বিজেপির মিছিলে হামলার জেরে আইসি-কে সাসপেন্ড করা হয়েছে। রানাঘাটের ঘটনায় সরাসরি ডিজির থেকে রিপোর্ট তলব করে এফআইআর-এর নির্দেশ দিয়েছে কমিশন। ইতিমধ্যেই দু'জনকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে। নির্বাচনকে রক্তপাতহীন করতে কমিশন এখন কতটা 'দাপুটে' ভূমিকা নেয়, সেদিকেই নজর উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গের।

## ভোটকর্মী শিক্ষক আক্রান্ত রানাঘাটে

**কলকাতা, ২৭ মার্চ :** ভোটের প্রশিক্ষণে গিয়ে বিডিও-র হাতে কপাল ফাটল শিক্ষকের! নদিয়ার রানাঘাটে এই নজিরবিহীন ঘটনায় এখন রাজ্যজুড়ে নিন্দার ঝড়। অভিযোগ, প্রশিক্ষণ চলাকালীন দিঘার মন্দির নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রচারমূলক ভিডিও দেখানোর প্রতিবাদ করেছিলেন শিক্ষক সৈকত চট্টোপাধ্যায়। আর তাতেই ক্ষিপ্ত হয়ে বিডিও ও তাঁর দলবল ওই শিক্ষককে বেধড়ক মারধর করে। রক্তাক্ত অবস্থায় ওই শিক্ষককে উদ্ধারের পর প্রতিবাদে ফেটে পড়েছে শিক্ষক মহল।

এই 'গুন্ডামির' প্রতিবাদে আগামী ৩০ মার্চ রাজ্যজুড়ে বড়সড় বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ মিছিলের ডাক দিয়েছে সিপিএমের শিক্ষক সংগঠন নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি। এবিটিএ এবং

### প্রতিবাদে রাজ্যজুড়ে বিক্ষোভের ডাক

এবিপিটিএ যৌথভাবে এই আন্দোলনে শামিল হচ্ছে। ইতিমধ্যেই মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরে এই নিয়ে নালিশ জানানো হয়েছে এবং কমিশনও নদিয়া প্রশাসনের কাছে কৈফিয়ত তলব করেছে।

যদিও অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন হাঁসখালির বিডিও সায়ন্তন ভট্টাচার্য। তাঁর পালটা দাবি, ওই শিক্ষক কর্মীদের সঙ্গে অভব্য আচরণ করেছেন, সম্ভবত নিজেই পড়ে গিয়ে কপাল ফাটিয়েছেন। এমনকি নিগৃহীত শিক্ষককে 'মানসিক রোগী' বলেও কটাক্ষ করেছেন তিনি। এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ শিক্ষকদের প্রশ্ন, ভোটের প্রশিক্ষণে গিয়েই যদি সরকারি আধিকারিকদের হাতে মার খেতে হয়, তবে ভোটের দিন বুথে নিরাপত্তা কোথায়? ৩০ তারিখের মহামিছিলে এই ইস্যুকেই হাতিয়ার করে রাজ্য কাঁপাতে চাইছে বামপন্থী শিক্ষক সংগঠনগুলি।

## ভবানীপুরের রিটার্নিং অফিসার বদল

**কলকাতা, ২৭ মার্চ :** ভবানীপুরের রিটার্নিং অফিসারের পদ থেকে সরানো হল নন্দীগ্রামের সেই বিডিও'কে। ভবানীপুরে শুভেন্দু অধিকারী প্রার্থী হওয়ার পরে নন্দীগ্রামের বিডিও সুরজিৎ রায়কে রিটার্নিং অফিসার করে ভবানীপুর পাঠিয়েছিল কমিশন। সেই ঘটনায় ওই নির্দেশ প্রত্যাহার করে অবিলম্বে ওই বিডিওকে প্রত্যাহার করার দাবি করেছিল কমিশন। শুক্রবার সেই দাবিই মানল কমিশন।

নন্দীগ্রামের ওই বিডিওর বিরুদ্ধে শুভেন্দু ঘনিষ্ঠতার অভিযোগ করেছিল তৃণমূল। সরব হয়েছিলেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী। এর পরেই তাঁকে অপসারণের দাবি জানিয়ে কমিশনে নালিশ করেছিল তৃণমূল। বৃহস্পতিবার নন্দীগ্রামে ওই বিডিওর সমমর্যাদার তিন আধিকারিকের নাম চেয়ে সিইওকে চিঠি পাঠিয়েছিল কমিশন। সিইওর পাঠানো সেই তালিকা থেকেই সুরজিতের বিকল্প বেছে নিল কমিশন।

*মানুষকে ভোটমুখী করতে সচেতনতামূলক প্রচার নির্বাচন কমিশনের। শুক্রবার। ছবি : দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়*

## বাম আপত্তিতেও অনড় নৌশাদ

**কলকাতা, ২৭ মার্চ :** ক্যানিং পূর্ব আসনে আরাবুলকে আইএসএফ প্রার্থী করায় সিপিএমের মধ্যে অসন্তোষের বাতাবরণ তৈরি হলেও জোটের স্বার্থে সুর নরম করল সিপিএম। দলীয় অবস্থানে অনড় থেকে নৌশাদ সিদ্দিকী জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁরা কোনও দলের লেজুড়বৃত্তি করবেন না। কাকে প্রার্থী করা হবে তা দলের অভ্যন্তরীণ বিষয়। শুক্রবার নৌশাদের বক্তব্যে সরাসরি মন্তব্য এড়ালেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। তিনি বলেন, 'নৌশাদ তাঁর মন্তব্য রেখেছেন। তবে এই নিয়ে কোনও প্রশ্নোত্তর পর্ব চলতে পারে না।' জোটের স্বার্থে উভয়কেই সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের বার্তাও দিয়েছেন তিনি।

আরাবুলকে প্রার্থী করার পর থেকে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মণ্ডলীর বৈঠকে এই বিষয়ে

### সুর নরম সিপিএমের

অসন্তোষ প্রকাশ করেন দলেরই একাংশ। তারপরই সেলিম জানিয়ে দিয়েছিলেন, লড়াই যাদের বিরুদ্ধে তাদের 'বগলদাবা'করা বামফ্রন্ট সমর্থন করে না। এরই মধ্যে নৌশাদও সাফ জানিয়েছেন, দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে কোনও দলের 'শাসানি' মানা হবে না। আসন নিয়ে আগেই বামফ্রন্ট ও আইএসএফের আকচাআকচি অব্যাহত ছিল। তবে দলত্যাগীদের প্রার্থী করার পর সেই জট আরও পেকেছে। এমনকি সিপিএমের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা কমিটির ওপর একপ্রকার চাপ সৃষ্টি করেছেন নীচুতলার কর্মীরা। কোনওভাবেই আরাবুলের সমর্থনে প্রচারে নামতে রাজি নন তাঁরা। তাই জেলা নেতৃত্বের তরফে আলিমুদ্দিনের তরফে একপ্রকার বার্তাও পাঠানো হয়েছে, আইএসএফ প্রার্থী বয়কট করে সিপিএমের নিজস্ব প্রার্থী ঘোষণা করা হোক।

এই পরিস্থিতিতে কার্যত 'ধর্মসংকটে' পড়েছে সিপিএম। যদিও এই বিষয়ে এখনই সরাসরি কড়া মন্তব্যের পথে হাঁটছে না দল। এতে ভোটের মুখে জোট সম্পর্কে বিরূপ বার্তা যেতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। সেলিম বলেছেন, 'ঐক্যের জন্য পরিশ্রম করতে হয়। অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। আমরা ঐক্যের সংগ্রাম করে যাব। বিশ্বাস রাখি ঐক্য স্থাপন হবে।'

# শা'র আজ ১৪ দফা চার্জশিট কলকাতায়

**কলকাতা, ২৭ মার্চ :** শনিবার সকালে মেগা-চার্জশিট পেশ করবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। এবারের নির্বাচনে শুধুমাত্র হিন্দুত্ব বা জাতীয়তাবাদের চেনা ছকের ওপর ভরসা না করে, সোজা নবান্নের 'প্রশাসনিক ব্যর্থতা' ও 'দুর্নীতি'র কঙ্কালসার চেহারাটাকে আমজনতার ড্রয়িংরুমে পৌঁছে দেওয়াই বিজেপির নতুন মাস্টারস্ট্রোক। ৩৫-৪০ পাতার ওই চার্জশিটে ১৪টি জ্বলন্ত ইস্যুকে হাতিয়ার করেছে বিজেপি। যার মধ্যে উত্তরবঙ্গের বঞ্চনা থেকে শুরু করে চা শ্রমিকদের দুর্দশা, কৃষিক্ষেত্রে চাষিদের দুর্দশা, বাংলার শিল্পক্ষেত্রকে ধ্বংস করা, রাজ্য সরকারের প্রশাসনিক ব্যর্থতা এবং অপশাসন কোনও কিছুই বাদ যায়নি। তবে তৃণমূল ও রাজ্য প্রশাসনের বিরুদ্ধে অভিযোগের তালিকায় সম্ভবত এই প্রথম সরাসরি তুষ্টিকরণের কোনও অভিযোগ নেই।

'২৬-এর বিধানসভা ভোটে ধর্মীয় মেরুকরণের রাজনীতিকেই হাতিয়ার করেছিল বিজেপি। হিন্দুত্ব ও উগ্র জাতিয়তাবাদের চেনা ছকে রাজ্যের ক্ষমতা দখলের ব্লুপ্রিন্ট তৈরি হয়েছিল বিজেপির। কিন্তু দল ও কেন্দ্রীয় একাধিক এজেন্সির অভ্যন্তরীণ সমীক্ষায় হিন্দুত্বের এই চেনা ছকে বাংলার নির্বাচনি বৈতরণী পার করা যাবে না, এই রিপোর্ট উঠে আসার পরেই অভিমুখ বদল করতে হচ্ছে বিজেপিকে। চার্জশিটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের বিরুদ্ধে বিজেপি প্রশ্ন তুলেছে, দুর্নীতি এবং কেলেঙ্কারি, প্রশাসনিক ব্যর্থতা এবং অপশাসন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় ব্যর্থতা, মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধ ও নিরাপত্তাহীনতা, গণতন্ত্রের ওপর আঘাত, বাংলার শিল্পক্ষেত্রকে ধ্বংস করা, শিক্ষা ব্যবস্থাকে ভেঙে পড়া, স্বাস্থ্যক্ষেত্রে সংকট, কৃষিক্ষেত্রে চাষিদের দুর্দশা, বাঙালি সংস্কৃতির অবক্ষয়, উত্তরবঙ্গের প্রতি অবহেলা, চা শ্রমিকদের দুর্দশা, কলকাতার অচলাবস্থা, রাজ্যজুড়ে চলা সিন্ডিকেটরাজ। শুক্রবার এই চার্জশিট প্রসঙ্গে রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেছেন, 'দুর্নীতি আর তৃণমূল সমার্থক হয়ে গিয়েছে। ২০১১-তে রাজ্যের মানুষ ৩৪ বছরের বাম জমানাকে পরিবর্তন করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে ব্যাটন তুলে দিয়েছিল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আশায়। কিন্তু গত ১৫ বছরে রাজ্যে সেই গণতন্ত্র নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। রাজ্যের মানুষ সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে। তৃণমূল সরকার চলে গিয়েছে।'

শনিবার অমিত শা'র চার্জশিট প্রকাশের পরেই ৫ এপ্রিল সংকল্পপত্র প্রকাশ করবে বিজেপি। বিজেপির দাবি, শুধু নেতিবাচক প্রচার নয়, রাজ্য সরকারের ব্যর্থতার বিপরীতে বিজেপির নতুন সরকারকে প্রকৃত বিকল্প হিসেবে মানুষের সামনে তুলে ধরা। যদিও বিজেপির চার্জশিট ও শা'র সফরকে সমালোচনা করে তৃণমূল বলেছে, দিল্লির বহিরাগত নেতাদের ওপর বাংলার মানুষের কোনও ভরসা নেই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের পাশে বাংলার মানুষের আস্থা অটুট থাকবে।

*কলকাতার আদ্যাপীঠে দুই হাজার কুমারীপুজো। শুক্রবার দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়ের তোলা ছবি।*

## আমলা রদবদল মামলায় রায় স্থগিত

**রিমি শীল**

**কলকাতা, ২৭ মার্চ :** রাজ্যের আমলা ও পুলিশি মহলে রদবদল নিয়ে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তে এখনই কোনো সিলমোহর দিল না কলকাতা হাইকোর্ট। শুক্রবার সমস্ত পক্ষের সওয়াল-জবাব শোনার পর রায়দান স্থগিত রাখল প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ। কমিশনের একতরফা নির্দেশে হস্তক্ষেপের দাবিতে হওয়া জনস্বার্থ মামলার জল এখন কতদূর গড়ায়, সেদিকেই তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল।

এদিন আদালতে কমিশনের দাবি, ঝাড়খণ্ড বা দমন-দিউয়ের তুলনায় বাংলায় বদলির সংখ্যা অনেক কম। অন্যদিকে, মামলাকারীর আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় সওয়ালের সুরে আক্রমণ শানিয়ে বলেন, 'যাঁরা সরাসরি ভোট পরিচালনার দায়িত্বে নেই, তাঁদের কেন সরানো হলো? কোনও কেন্দ্রীয় সংস্থার বড় কর্তার ডানা কেন ছাঁটা হল না?' রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্তও মনে করিয়ে দেন, নিয়ম অনুযায়ী কমিশন করণিকদের রদবদল করতে পারে, কিন্তু উচ্চপদস্থ কর্তাদের ক্ষেত্রে বিষয়টি স্পর্শকাতর।

আদালত কমিশনকে নির্দেশ দিয়েছে, আগামী সোমবার এই সংক্রান্ত সমস্ত নথিপত্র পেশ করতে হবে। সেই সব নথি খতিয়ে দেখার পরেই চূড়ান্ত রায় দেবেন বিচারপতিরা।

# উত্তরাধিকার বনাম পরিবর্তনের লড়াই

**কলকাতা, ২৭ মার্চ :** ভোটের পারদ চড়তেই সরগরম উত্তর কলকাতার মানিকতলা বিধানসভা কেন্দ্র। এবার এই কেন্দ্রে প্রয়াত বর্ষীয়ান নেতা সাধন পাণ্ডের 'উত্তরাধিকার' ধরে রাখার লড়াইয়ে নেমেছেন তাঁর মেয়ে তৃণমূল প্রার্থী শ্রেয়া পাণ্ডে। অন্যদিকে, একসময়ের চারবারের ঘাসফুল বিধায়ক এবং বর্তমানে বিজেপির হেভিওয়েট নেতা তাপস রায় চাইছেন 'পরিবর্তন'।

বাবা সাধন ও মা সুপ্তির (যিনি চব্বিশের উপনির্বাচনে জিতেছিলেন) পর এবার পাণ্ডে পরিবারের রাজনৈতিক ব্যাটন শ্রেয়ার হাতে। সকাল সকাল মন্দিরে পুজো দিয়ে, পায়ে হাওয়াই চটি গলিয়ে তিনি নেমে পড়েছেন পাড়ায় পাড়ায়। ভরসা রাখছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বা স্বাস্থ্যসাথী'-র মতো প্রকল্পের ওপর। তাঁর কথায়, 'মানিকতলার মানুষ আমাদের পরিবারের মতোই। এটা আমার কাছে শুধু ভোট নয়, এলাকার মানুষের প্রত্যাশা পূরণের লড়াই।'

উলটোদিকে, সবুজ পাঞ্জাবি গায়ে তাপস রায়ের প্রচারের মূল অস্ত্র,আরজি কর কাণ্ড এবং শাসকদলের লাগামহীন দুর্নীতি। তাঁর কথায়, 'মানুষ এই সরকারের ওপর বীতশ্রদ্ধ। আরজি কর কাণ্ডে পুলিশ প্রশাসন যেভাবে ধর্ষকের পাশে দাঁড়িয়েছে, তা দেখে মানুষ তিতিবিরক্ত। এবার মানিকতলায় পদ্ম ফুটবেই।' হেভিওয়েট এই

*মানিকতলায় দুই ফুলের প্রার্থী তাপস রায় ও শ্রেয়া পাণ্ডে।*

লড়াইয়ে তাপসের পক্ষে যাবে দীর্ঘ কয়েক দশকের অভিজ্ঞতা। অন্যদিকে শ্রেয়ার অস্ত্র তাঁর বাবার আদর্শ এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনমুখী প্রকল্প।

এরই মধ্যে, কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী জেলাগুলির ১০০টি আসন জেতার লক্ষ্যে কৌশল নিয়েছে বিজেপি। একুশের মতো শুধু কেন্দ্রীয় নেতাদের ওপর ভরসা না করে, এবার স্থানীয় সমস্যাকে হাতিয়ার করা হচ্ছে। যেমন, পানিহাটিতে আবর্জনা সমস্যা বা আলিপুরদুয়ারে বেহাল রাস্তাকে সামনে রেখে প্রচার চলছে। বুথ স্তরের এই মাইক্রো-ম্যানেজমেন্টের পাশাপাশি, ২৮ মার্চ অমিত শাহের নেতৃত্বে রাজ্যের বিরুদ্ধে পূর্ণাঙ্গ 'চার্জশিট' পেশ করতে চলেছে গেরুয়া শিবির।

কলকাতার ২৯টি আসনেই তৃণমূলের হেভিওয়েট প্রার্থীরা রয়েছেন। তবে বিজেপি এবার তৃণমূল-ত্যাগী অভিজ্ঞ নেতাদের পাশাপাশি নিচুতলার কর্মীদের ওপর ভরসা রাখছে। তাপস রায়, সজল ঘোষ বা স্বয়ং বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে সামনে রেখে ময়দানে নেমেছে তারা। সব মিলিয়ে, খাস কলকাতাতেই ঘাসফুলের দুর্গে বড়সড় ফাটল ধরাতে একেবারে নিচুতলা থেকে ঘুঁটি সাজাচ্ছে গেরুয়া শিবির।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
১ কোটির বিজয়িনী হলেন
দক্ষিণ ২৪ পরগণা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণ ২৪ পরগণা - এর একজন বাসিন্দা মিতালি মন্ডল - কে

27.12.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 97K 49692 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "লটারির টিকিট সম্পর্কে মানুষের ধারনা ভিন্ন হতে পারে কিন্তু আমি বলতে পারি যে সাধারণ মানুষের কোটিপতি হওয়ার জন্য ডিয়ার লটারির টিকিট কেনা একটি আদর্শ সিদ্ধান্ত হবে। ডিয়ার লটারির সাহায্যে আমার জীবনধারা এবং আর্থিক অবস্থার পরিবর্তনের ইচ্ছা পূরণ হয়েছে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৩০৭ সংখ্যা, শনিবার, ১৩ চৈত্র ১৪৩২

## অন্য লড়াই

চারদিকে কোটিপতি ভোটপ্রার্থীদের সম্পদের আস্ফালন আর চোখধাঁধানো প্রচারের সম্পূর্ণ বিপরীত এক ছবি ধরা পড়ল কেরলে কোট্টায়াম লোকসভা কেন্দ্রের এত্তুমানুর বিধানসভা আসনে। সেখানে এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) প্রার্থী ২৬ বছরের তরুণী আশনা থাম্বির নির্বাচন কমিশনকে জমা দেওয়া হলফনামায় স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি, গাড়ি-বাড়ি বা সোনাদানার তালিকা উধাও। আয়করের খতিয়ানের পাশে লেখা, 'প্রযোজ্য নয়।'

হলফনামা অনুযায়ী আশনার সম্পত্তি মাত্র ৮৪ টাকা! এর মধ্যে ৪৪ টাকা রয়েছে তাঁর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে। বাকি ৪০ টাকা নগদ, যা মনোনয়নপত্র জমা দিতে যাওয়ার আগে মা তাঁর হাতে গুঁজে দিয়েছিলেন। ভোটে লড়তে জামানত হিসেবে জমা দেওয়া ১০ হাজার টাকা চাঁদা তুলে জোগাড় করে দিয়েছেন তাঁর দলের কর্মীরা। এখনকার প্রেক্ষাপটে আশ্চর্য ব্যতিক্রম বৈকি।

শাসক কিংবা বিরোধী যিনিই হোন, রাজনীতির অলিন্দে এখন শুধু বিত্তের আস্ফালন। অধিকাংশ প্রার্থীর হলফনামা ঘাঁটলে দেখা যায়, তাঁদের সম্পত্তি রাতারাতি ফুলেফেঁপে কলাগাছ। জনগণের ভোটে নির্বাচিত হওয়ার পর সাধারণ মানুষের ভাগ্যের শিকে না ছিঁড়লেও জনপ্রতিনিধিদের গাড়ি-বাড়ির বহর এবং জাঁকজমক বাড়তে সময় লাগে না।

যে ভোটাররা বুথের বাইরে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে তাঁদের জয়ী করেন, গণতন্ত্রের মহোৎসবকে সফল করে তোলেন, নির্বাচনের পরে তাঁদের ঘরে হাঁড়ি চড়ানো নিয়ে দুশ্চিন্তার আঁধার কিন্তু থেকেই যায়। অথচ সাধারণ মানুষের ভোটে ক্ষমতার অলিন্দে পৌঁছে যাওয়া নেতারা নামে-বেনামে আকাশছোঁয়া সম্পত্তি তৈরি করে ফেলেন সামান্য সময়ে।

এই গুমোট আবহে এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) প্রার্থী আশনা থাম্বির কাছে মতাদর্শই শেষকথা। স্বাধীনতার প্রাক্কালে ভারতে রাজনীতির সংজ্ঞাটি এমনই ছিল। ব্রিটিশ জমানায় রাজনীতি ছিল ত্যাগের ব্রত, বিলাসিতা ছিল দূরদিগন্তের বস্তু। সেই সময় বহু ধনী, অভিজাত ও বিত্তবান পরিবারের সন্তানরা যাবতীয় সুখস্বাচ্ছন্দ্য, ঐশ্বর্য, আভিজাত্য এবং নিশ্চিত ভবিষ্যৎ হেলায় বিসর্জন দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। দেশের জন্য সবকিছু ত্যাগ করার নিঃস্বার্থ আবেগই ছিল তখনকার রাজনীতির মূল চালিকাশক্তি।

স্বাধীন ভারতেও প্রধানমন্ত্রী পদে থাকাকালীন লালবাহাদুর শাস্ত্রীর মৃত্যু হলে তাঁর পরিবারকে ব্যাংকের ঋণ মেটাতে হয়েছিল। স্বাধীনোত্তর ভারতে পশ্চিমবঙ্গেও বহু নেতা-মন্ত্রীর নীতি-আদর্শই ছিল সর্বোচ্চ। আজকের দিনে সেই ইতিহাসকে কল্পকাহিনী মনে হতে পারে। সামান্য পঞ্চায়েত সদস্য কিংবা পুরসভার কাউন্সিলারের ধনসম্পত্তির পরিমাণ দেখে চোখ কপালে ওঠে।

এটা ঠিক যে, অনেকে পারিবারিক সূত্রে ধনী হতে পারেন। কিন্তু একদা আধপেটা খেয়ে দিন কাটানো রাজনীতিকদের রাতারাতি বিপুল অর্থ-সম্পত্তির মালিক হয়ে ওঠার ভূরিভূরি উদাহরণ ভারতের গণতন্ত্রের বড় কলঙ্ক। রাজনীতি এখন সমাজসেবার খোলস ছেড়ে পুরোদস্তুর লাভজনক পেশায় পরিণত হয়েছে। যে কারণে টিকিট পাওয়ার লোভে দলবদলের সংখ্যা দিন-দিন বাড়ছে।

তাঁরা জানেন, একবার জনপ্রতিনিধি হলে জীবনের বাকি সময়টা পিছনে ফিরে তাকাতে হবে না। শাসক ও বিরোধী- উভয়পক্ষই বিপুল অঙ্কের পুঁজিকে ভোটের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে ব্যবহার করছে। হেলিকপ্টার, চার্টার্ড বিমানে প্রচার, চোখধাঁধানো ব্যানার, অর্থবল আর পেশিশক্তির সঙ্গে এই অসম লড়াইয়ে আশনা একেবারেই ব্যতিক্রম।

ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতক ও পরে সাংবাদিকতায় ডিপ্লোমাধারী এই তরুণী অনায়াসে নিশ্চিত ও সচ্ছল কেরিয়ার গড়তে পারতেন। বদলে মাত্র ৮৪ টাকা সম্বল করে আশনার ভোটযুদ্ধে নামা ধনসম্পত্তিতে বলীয়ান রাজনীতিকদের মুখের ওপর নীরব কিন্তু সপাটে চড় নিঃসন্দেহে। আশনা ভোটে জিতবেন কি না অনিশ্চিত। কিন্তু তাঁর লড়াইটা মতাদর্শের রাজনীতি ফিরিয়ে আনা।

আজকের ভারতীয় গণতন্ত্রে যখন আদর্শের সংকট তীব্র, তখন কেরলের আশনার লড়াই প্রমাণ করে, নিঃস্বার্থ ত্যাগের রাজনীতি একেবারে মরে যায়নি। পুঁজিবাদের এই সস্তা মহোৎসবে ৮৪ টাকার সম্বল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা আশনাই সম্ভবত ঘুণ ধরা ভারতীয় রাজনীতির সবচেয়ে বড় সম্পদ।

## অমৃতধারা

মানুষের ইচ্ছা বজায় থাকে এক মিনিট, দু'মিনিট, দশ মিনিট, বড় জোর এক ঘণ্টা। সে চায় ভগবানে অভিনিবিষ্ট হতে, ব্যস। তারপর সে চায় আরও অনেক কিছু। মানুষ ভগবানের চিন্তা করে মাত্র কয়েক সেকেন্ড। তারপর হয়ে গেল। তার চিন্তা তখন হাজারও অন্য বিষয়ে চলে গেল। অবশ্য তেমনটা হলে স্বভাবতই তোমার অনন্তকাল লাগতে পারে। কারণ মানুষ বস্তুসমূহকে বিন্দু বিন্দু করে যোগ করে বাড়াতে পারে না, যদি সেগুলোকে বালির কণার মতো জড়ো করা যেত, যদি ভাগবতমুখী প্রতিটি চিন্তার দরুন তুমি একটি বালিকণা কোথা জমা করে রাখতে পারতে, তাহলে কিছুকাল পরে সেটা একটা পর্বত প্রমাণ হয়ে দাঁড়াত।

-শ্রীমা

# ওঁরা ও আমরা : সততা ও দুর্নীতির পাহাড়ে

ইউরোপে আজও বড় নেতাদের দেখা যায় সাইকেল বা বাসে যাতায়াত করছেন। ভারতে দুর্নীতির সব রাজ্যে এসব স্বপ্ন।

**রূপায়ণ ভট্টাচার্য**



একটা খুবই সাদামাঠা পুরোনো সাইকেল পড়ে ছিল প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের বাইরে। টানা ১৪ বছরের প্রধানমন্ত্রী সেদিন সরে যাচ্ছেন ক্ষমতা থেকে। নতুন প্রধানমন্ত্রীকে দায়িত্ব বুঝিয়ে খাতায় সইসাবুদ শেষ। তারপর পাশের ছোট্ট দরজা দিয়ে বেরিয়ে সেই সাইকেলটা ধরলেন প্রাক্তন। তালা লাগানো ছিল। তালাটা খুললেন।

ভ্রূক্ষেপহীন সাইকেল চালাতে চালাতেই নেদারল্যান্ডসের সদ্য প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মিশে গেলেন দ্য হেগ শহরের জনস্রোতে।

ইনি মার্ক রুটে। ডাচ ইতিহাসে সবচেয়ে বেশিদিনের প্রধানমন্ত্রী। প্রথমে বলেছিলেন, প্রধানমন্ত্রীর পদ ছেড়ে শিক্ষকতা করব। তিন মাসের মধ্যে হলেন ন্যাটোর সেক্রেটারি জেনারেল।

দু'বছর আগে তাঁর এই সাইকেলে বেরিয়ে যাওয়ার দৃশ্য এখনও বারবার সোশ্যাল মিডিয়ায় আসে একটাই কারণে। এমন সারল্য, সততা ক্ষমতাসীন নেতাদের মধ্যে কম মেলে বিশ্বে।

ডেনমার্ক-নরওয়ের অনেক মন্ত্রী বা নেতাকে কোপেনহাগেনের রাস্তায় সাইকেল চালিয়ে যেতে দেখা যায়। হয়তো পার্লামেন্টেই যাচ্ছেন। সাইকেলে কিংবা পাবলিক ট্রান্সপোর্টে। তাঁদের বিশ্বাস, তাঁরা পাবলিক সারভেন্ট, রুলার নন।

বেশিদিন নয়, ফিনল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন সানা মারিন। যাতায়াত করতেন বাসে। নিজেই যেতেন শপিং মলে। মাসতিনেক আগেও আয়ারল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট ছিলেন মাইকেল হিগিন্স। মাঝে মাঝে তাঁকে দেখা যেত এটিএমের লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে। হয়তো কোনও ফুটবল ম্যাচ দেখতে গিয়েছেন, সঙ্গে নিরাপত্তারক্ষী নেই-ই।

উরুগুয়েতে এক প্রেসিডেন্ট এসেছিলেন ২০১০ সালে। প্রেসিডেন্টের প্রাসাদে না থেকে থাকতেন মন্তেভিদিওর শহরতলিতে স্ত্রীর ছোটখাটো ফার্মে। একটাই বেডরুম। বেতনের ৯০% দিতেন চ্যারিটিতে। তাঁর নাম ছিল হোসে মুসিকা। বলা হত বিশ্বের দরিদ্রতম প্রেসিডেন্ট। লাতিন আমেরিকায় কাস্ত্রো বা চে গেভারার সঙ্গে তাঁর নামটাও ওঠে। কেননা তিনিও প্রাক্তন গেরিলা। মিলিটারিরা তাঁকে ১৪ বছর জেলে রেখেছিল।

এরকম উদাহরণ আরও অনেক। মালয়িতে তিন বছর প্রেসিডেন্ট ছিলেন জয়েস বান্ডা। প্রেসিডেন্টের বরাদ্দ জেট বিমান, ষাটটা বিলাসবহুল গাড়ি বিক্রি করে অর্থ লাগান সামাজিক কাজে।

আমাদের দেশে আবদুল কালাম বা লালবাহাদুর শাস্ত্রীর মতো সাদাসিধে সৎ নেতারা এসেছেন। আবার পার্থ চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের মতো কলঙ্কিত নেতারাও এসেছেন। বাংলার তৃণমূল-বিজেপি নেতাদের হাত পেতে টাকা নিতে দেখা গিয়েছে ক্যামেরায়। সিপিএম আমলেও দুর্নীতি ছিল প্রচুর। অন্য রাজ্যে ঘুরলেও সাম্প্রতিকতম দুর্নীতিতে মাথা ঘুরে যাবে। হম কিসিসে কম নেহি!

উত্তরপ্রদেশে এখন 'বুলডোজার' রাজনীতির জয়জয়কার। গৈরিক বসনের আড়ালে যোগী আদিত্যনাথের শাসনেও দুর্নীতির উইপোকাগুলো সিন্দুক কাটছে, তা স্পষ্ট।

সবচেয়ে বড় শোরগোল উঠেছিল অযোধ্যার রাম মন্দির সংলগ্ন জমি কেনাবেচা নিয়ে। অভিযোগ, মন্দিরের ট্রাস্ট যে জমি কয়েক কোটিতে কিনেছে, তার কয়েক মিনিট আগে সেই একই জমি কয়েক লাখে কেনা হয়। মাঝখানের এই বিশাল অঙ্কের মুনাফা কার পকেটে গেল? দলিতদের জমি দখল করে নেতাদের আত্মীয়স্বজনের নামে লিখিয়ে নেওয়ারও প্রচুর অভিযোগ সেখানে।



বিদায়।। সাইকেলে বাড়ির পথে নেদারল্যান্ডসের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মার্ক রুটে।

প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নের প্রকল্প 'হর ঘর জল'। উত্তরপ্রদেশে হাজার হাজার কোটি টাকার পাইপ বসানোর বরাত পেল এমন সংস্থা, যাদের অভিজ্ঞতাই নেই। বহু জায়গায় পাইপ বসানো, কল খুললে জল পড়ে না। পাইপ ফেটে চৌচির।

বাংলার নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে অনেক চর্চা হয়, হবেই। যোগী রাজ্যের শিক্ষক নিয়োগের কেলেঙ্কারিও কম নয়। ৬৯ হাজার শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে যে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছিল, তা নিয়ে প্রার্থীরা মাসের পর মাস লখনউয়ের রাস্তায় বসে কান্নাকাটি করেছেন। 'স্বচ্ছ ভারত' অভিযানের শৌচাগার তৈরির টাকা ভূতুড়ে অ্যাকাউন্টে চলে গিয়েছে। বাস্তবে অনেক জায়গায় শৌচাগারের দেওয়ালই ওঠেনি।

করোনাকালে যখন মানুষ অক্সিজেনের অভাবে ছটফট করছিল, তখন উত্তরপ্রদেশে পিপিই কিট আর অক্সিমিটার কেনা নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল। বাজারদরের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি দামে সরঞ্জাম কেনা হয়েছিল।

বিহারে লালু যাদবের পশুখাদ্য কেলেঙ্কারি তো বিশ্বখ্যাত। কিন্তু নীতীশ কুমারের আমলে 'সৃজন কেলেঙ্কারি' এক অনন্য উচ্চতা ছুঁয়েছিল। সরকারি কোষাগারের টাকা স্রেফ একটা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার অ্যাকাউন্টে চালান করে দেওয়া হয়েছিল। প্রায় ১০০০ কোটি টাকার এই ভেলকিবাজি।

গুজরাটের উত্তরভাগে জল পৌঁছানোর জন্য 'সুজলাং সুফলাং' প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছিল। হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করে খাল কাটা হল, কিন্তু সেই খালের জল চাষির জমি পর্যন্ত পৌঁছানোর আগেই খাতায়-কলমে উবে গিয়েছে। কাদা তোলার নামে কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে বলে অভিযোগ। কচ্ছের মরুভূমিতে জল আনার স্বপ্ন দেখিয়ে আসলে একদল ঠিকাদারের ভাগ্য বদলে দেওয়া হয়েছে।

ঘড়ি তৈরির কোম্পানি 'ওরেভা' গ্রুপকে দেওয়া হয়েছিল শতবর্ষ প্রাচীন মোরবি ঝুলন্ত সেতু মেরামতির দায়িত্ব। কোনও টেন্ডার নেই, কোনও অভিজ্ঞতা নেই— স্রেফ রাজনৈতিক ঘনিষ্ঠতার জোরে এই বরাত দেওয়া হয়। ফল? কয়েকশো মানুষের সলিলসমাধি।

গুজরাটে এসইজেড-এর নামে কৃষকদের থেকে নামমাত্র দামে জমি কেড়ে শিল্পপতি বন্ধুদের বিলিয়ে দেওয়ার দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। টাটা ন্যানো প্রকল্পের জমি দেওয়ার পেছনে কর ছাড় আর সরকারি ভরতুকির যে পাহাড় গড়ে তোলা হয়েছিল, তা সাধারণ মানুষের পকেট কেটেই করা। 'গিফট সিটি' বা ধোলেরা স্মার্টসিটির মতো প্রকল্পে হাজার হাজার একর জমি নিয়ে ফাটকাবাজিতে রাতারাতি কোটিপতি হয়েছেন শাসকদলের ঘনিষ্ঠ জমি মাফিয়ারা।

মুন্দ্রিরা বন্দর দিয়ে যখন হাজার হাজার কোটি টাকার মাদক উদ্ধার হয়, তখন প্রশ্ন ওঠে— এত নজরদারির মধ্যে দিয়ে এই কারবার চলে কী করে?

অসম চলুন। করোনা যখন মানুষের প্রাণ কাড়ছে, অসমের হিমন্ত সরকার তখন ব্যস্ত ছিল 'পারিবারিক ব্যবসা'য়। অভিযোগ উঠেছিল, বাজারদরের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি দামে পিপিই কিট আর স্যানিটাইজার কেনার বরাত দেওয়া হয়েছিল খোদ মুখ্যমন্ত্রীর স্ত্রীর সংস্থাকে।

অসমে সরকারি জমি, গরিব কৃষকদের জমি কীভাবে রাতারাতি প্রভাবশালী নেতাদের পরিবারের কবজায় চলে যায়, তার জাদুকরি কৌশল রপ্ত করেছে বর্তমান প্রশাসন। কয়েকশো বিঘা সরকারি জমি নামমাত্র দামে হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে খোদ মুখ্যমন্ত্রীর পরিবারের বিরুদ্ধে।

বাংলার মতো অসমেও এখন সিন্ডিকেটরাজ চলছে দাপটের সঙ্গে। সুপারি থেকে শুরু করে কয়লা— সবই নিয়ন্ত্রিত হয় বিশেষ কিছু 'পাওয়ার হাউস' থেকে। মায়ানমার থেকে অবৈধ সুপারি, মেঘালয় থেকে অবৈধ কয়লা অসমে ঢোকে। ভূতুড়ে নথির জোরে তা বৈধ হয়ে যায়।

বাংলার নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে অনেক শোরগোল হয়, কিন্তু অসমের পুলিশ বা বন বিভাগের নিয়োগ কেলেঙ্কারিও নেহাত ছোট নয়। প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়া এখানে জলভাত। মেধার চেয়ে নেতার সুপারিশ আর পকেটের জোর এখানে বেশি কথা বলে।

কেরলের ইতিহাসে আবার সবচেয়ে লজ্জাজনক অধ্যায় সংযুক্ত আরব আমিরশাহির দূতাবাস ব্যবহার করে সোনা পাচার। খোদ মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরের প্রধান সচিব শিবশংকর যখন এই পাচার কাণ্ডের মূল পান্ডা স্বপ্না সুরেশের সঙ্গে জড়িয়ে যান, তখন বোঝা যায় দুর্নীতির শিকড় কত গভীরে।

মহারাষ্ট্রের সেচ কেলেঙ্কারি দুর্নীতির এভারেস্ট! ৭০ হাজার কোটি টাকা খরচ করেও এক ফোঁটা জল চাষির জমিতে পৌঁছাল না। ওদিকে কার্গিল যুদ্ধের শহিদদের বিধবাদের ঠকিয়ে মুম্বইয়ে আকাশচুম্বী 'আদর্শ আবাসন' হাতিয়ে নিয়েছিলেন অশোক চৌহান বা অজিত পাওয়ারের বড় বড় নেতা আর আমলারা।

তামিলনাড়ুর ২জি স্পেকট্রাম কেলেঙ্কারি, জয়ললিতার আমলের সম্পত্তির কেলেঙ্কারি— এ বলে আমায় দ্যাখ, ও বলে আমায়। তেলঙ্গানা-অন্ধ্রেও যিনি ক্ষমতায় এসেছেন, তাঁর বিরুদ্ধে উঠেছে লক্ষ কোটি তছরুপের অভিযোগ। খনি কেলেঙ্কারিতে কর্ণাটকের আস্ত পাহাড় গায়েব করে দিয়েছিলেন জনার্দন রেড্ডি। খনি মাফিয়া আর রাজনীতির এমন মাখোমাখো প্রেম আধুনিক ভারতে বিরল। লোহা বিদেশে গেল, আর নেতাদের পকেটে এল রাজকীয় বিলাসিতা। ইয়াদুরাপ্পার আমলও রাজ্য দেখেছে অশেষ দুর্নীতি।

মধ্যপ্রদেশে শিবরাজ সিং চৌহানের আমলে ব্যাপম কেলেঙ্কারি দুর্নীতির ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়ংকর অধ্যায়। ডাক্তার হওয়ার জন্য মেধা নয়, দরকার ছিল টাকা। আর যাঁরা মুখ খুলতে চেয়েছিলেন, তাঁদের একের পর এক 'রহস্যজনক মৃত্যু' হয়েছে। দুর্নীতির সঙ্গে লাশের এমন সহাবস্থান আর কোথাও দেখা যায়নি।

ওড়িশার নবীন পট্টনায়কের আমলে চিটফান্ড কেলেঙ্কারি আর খনি কেলেঙ্কারিও নেহাত ছোট নয়। ঝাড়খণ্ডে মধু কোড়া একাই ৪০০০ কোটি টাকা তছরুপ করেছিলেন বলে অভিযোগ। একজন নির্দল বিধায়ক হয়েও খনি বণ্টন নিয়ে যা করেছিলেন, তা ইতিহাসের পাতায় লেখা থাকবে। ঝাড়খণ্ডে হেমন্ত সোরেন, দিল্লিতে অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে তো জেল পর্যন্ত খাটতে হয়েছে।

হরিয়ানা-পঞ্জাবে শিক্ষক নিয়োগ থেকে শুরু করে ল্যান্ড ডিল—চৌতালা পরিবার থেকে রবার্ট ভদরা, সবাই জমির জাদুকর। চাষির জমি কীভাবে রাতারাতি বাণিজ্যিক সম্পত্তিতে বদলে যায়, তা এঁরাই ভালো জানেন।

এই তালিকা অন্তহীন। প্রতিটি রাজ্যেই পাবেন সিন্ডিকেটের একটা নির্দিষ্ট ঘরানা। উচ্চাঙ্গ সংগীতের মতো। আমাদের গণতন্ত্র আসলে এক বিশাল নাটমঞ্চ, যেখানে চোরেরা অধিকাংশই সম্রাট।

## আজ

**১৯২৭**



শিক্ষাবিদ বীণা মজুমদারের জন্ম আজকের দিনে।



**১৯৭৫**

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন অভিনেতা অক্ষয় খান্না।

## আলোচিত



পুলিশের ইউনিফর্ম পরে যদি তৃণমূলের ক্যাডারের মতো কাজ করতে হয় তবে সরাসরি ঘাসফুল ঝান্ডা হাতে ভোটে দাঁড়ান। যদি বৌ-বাচ্চা নিয়ে সুখে থাকতে চান, রবিবার শান্তিতে খাসির মাংস ও তুলাইপাঞ্জির ভাত খেতে চান, তবে সোজা হয়ে কাজ করুন। নাহলে বাকিটা আমরা বুঝে নেব।

- সুকান্ত মজুমদার

## ভাইরাল/১



ভিয়েতনামে একটি সাততলা বিল্ডিংয়ে আগুন লাগে। ওপরে আটকে পড়েন ৭ জন। কোনওভাবে বেরোতে পারছিলেন না। ত্রাতা হয়ে এলেন দুজন লোক। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তাঁরা মই বেয়ে ছাদে ওঠেন। তারপর সকলকে উদ্ধার করেন।

## ভাইরাল/২



ফের লিফট আতঙ্ক। রামনবমীর দিন কুমারীপুজোয় যোগ দিতে নয়ডার এক সোসাইটিতে লিফটে উঠছিল ১০ জন শিশু ও এক মহিলা। যান্ত্রিক গোলযোগে লিফটটি মাঝপথে বন্ধ হয়ে যায়। ভয়ে শিশুরা চিৎকার করতে থাকে। ঘণ্টাখানেক সেখানেই আটকে থাকে। শুরু হয় শ্বাসকষ্ট। মেকানিকরা এসে পরিস্থিতি সামাল দেন।

জনমন
জনমত

## বামনহাট রেলপথের গুরুত্ব বাড়ুক

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের আলিপুরদুয়ার-বামনহাট স্টেশন একটি প্রাচীন রেলপথ। ব্রিটিশ আমলে তৈরি এই রেলপথটি কোচবিহার রেল বিভাগের অন্তর্গত ছিল যা ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে সংযোগস্থাপন করেছিল। সেই সময় এই রেলপথেই ব্যবসা চলত। তখন নিউ গিতালদহ স্টেশনটি জংশন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

বর্তমানে এই রেলপথটি মিটারগেজ থেকে ব্রডগেজে রূপান্তরিত হয়েছে। অথচ আলিপুরদুয়ার থেকে বামনহাট পর্যন্ত ৭৩ কিমি রেলপথটি একেবারেই গুরুত্বহীন একটি সেকশন হয়ে পড়ে রয়েছে। যেখানে উত্তরবঙ্গের অন্যান্য প্রান্তিক স্টেশন যেমন হলদিবাড়ি, বালুরঘাট, রায়গঞ্জ স্টেশনের ব্যাপক উন্নতি হয়েছে, সেখানে একেবারেই উলটো ছবি এই সেকশনে। মাত্র চার জোড়া ট্রেন চলে এখান থেকে।

এলাকাবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি, দিল্লিগামী একটি দূরপাল্লার ট্রেন, সেইসঙ্গে উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেসের চাহিদার কথা মাথায় রেখে কলকাতাগামী আরেকটি ট্রেন এবং করোনাকালে বন্ধ হয়ে যাওয়া দিনহাটা-মালদা ট্রেনটিকে মেইন




লাইন দিয়ে পুনরায় চালু করা যেতে পারে। পাশাপাশি এই অঞ্চলের কৃষক ও ব্যবসায়ীদের স্বার্থে আবুতারা বা ফলিমারি স্টেশনে একটি রেক পয়েন্ট চালু হওয়া উচিত। বামনহাট স্টেশনে ট্রেন রক্ষণাবেক্ষণের জন্য উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে তোলা এবং নিউ কোচবিহার স্টেশনের চাপ কমাতে তুফানগঞ্জ, দেওয়ানহাট ও মাথাভাঙ্গার মধ্যে একটি বাইপাস লাইন তৈরি করা যেতে পারে, যা উত্তর-পূর্ব ভারতের ফ্রেট করিডর হিসাবে কাজ করবে।

**প্রদীপ দেবনাথ, বৌবাজার, দিনহাটা।**

## টাউন স্টেশনে স্টপ

অল্প কিছুদিন হল শিলিগুড়ি জংশন থেকে বামনহাট এবং বালুরঘাট পর্যন্ত যে দুটি ট্রেন চলত সেই ট্রেন দুটিকে হলদিবাড়ি স্টেশন পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হয়েছে। কিন্তু শিলিগুড়ি টাউন স্টেশনে এই ট্রেন দুটি থামে না। ফলে নিত্যযাত্রী, ব্যবসায়ী এবং ছাত্রছাত্রী যারা শিলিগুড়ির বিভিন্ন স্কুল এবং কলেজে পড়ে তাদের কোনও সুবিধা হচ্ছে না। অবিলম্বে রেল কর্তৃপক্ষের উচিত শিলিগুড়ি টাউন স্টেশনে এই ট্রেন দুটি থামানোর ব্যবস্থা করা।

**পুলক ব্যানার্জি**
**একতিয়াশাল, শিলিগুড়ি।**

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

**Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar**
**Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,**
**Website : http://www.uttarbangasambad.in**

# যান্ত্রিক জীবনে হারিয়ে যাচ্ছে শালীনতা

আধুনিকতার চাকচিক্যে আমরা ক্রমশ সৌজন্যবোধ এবং শালীনতার প্রাথমিক পাঠ ভুলেই চলেছি।

**ভূপেশ রায়**



শিয়ালদা থেকে মধ্যমগ্রাম যাওয়ার লোকাল ট্রেন। গেটের হাতল ধরে বিপজ্জনকভাবে ঝুলছে বছর পনেরো-ষোলোর দুই কিশোরী। বয়ঃসন্ধির এই অকারণ দুঃসাহস দেখে উদ্বিগ্ন হয়েই ট্রেনের এক প্রৌঢ় যাত্রী তাদের সতর্ক করেছিলেন। বলেছিলেন, 'এভাবে ঝুলছ, হঠাৎ পড়ে গেলে তো তোমরাই বিপদে পড়বে!' কিন্তু সামান্য এই কথার বদলে ধেয়ে এল চরম উদ্ধত এক উত্তর। কিশোরীরা বলে উঠল, 'পড়ে গেলে আমরা বুঝব, আপনাকে জ্ঞান দিতে হবে না!' তাদের এমন রুক্ষ ও শিষ্টাচারবর্জিত আচরণে ওই প্রৌঢ় তো বটেই, রীতিমতো হতবাক হয়েছিলাম গোটা কামরার যাত্রীরাও।

ট্রেনের ওই ঘটনাটি কোনও বিচ্ছিন্ন বিষয় নয়, বরং আমাদের বর্তমান সমাজচিত্রের এক নগ্ন প্রতিচ্ছবি। খুব বেশিদিন আগের কথা নয়, যখন বয়োজ্যেষ্ঠদের শাসনে অন্তত মাথানত করে ভুল স্বীকার করার রেওয়াজ ছিল। কিন্তু আজ সেই শালীনতার পাঠ যেন রূপকথার গল্প। বর্তমান প্রজন্মের অভিভাবকদের কাছেও এটি এক চরম আক্ষেপের বিষয়। একটু বকাঝকা করলেই আজকালকার ছেলেমেয়েরা বাড়ি ছেড়ে পালানো বা আত্মহত্যার মতো চূড়ান্ত পথ বেছে নেওয়ার হুমকি দেয়। এমনকি, বাবা-মায়ের সামান্য শাসনে অভিমানে প্রাণ দেওয়ার মর্মান্তিক ঘটনাও প্রতিদিনের সংবাদমাধ্যমে অহরহ চোখে পড়ে। এই অসহিষ্ণুতা এক গভীর সামাজিক সংকটের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

একটি শিশুর আচরণ কেমন হবে, তা মূলত নির্ভর করে তার সুস্থ সামাজিকীকরণের ওপর। আর এই প্রক্রিয়ার মূল ভিতটি গড়ে ওঠে পরিবারের অন্দরেই। একান্নবর্তী পরিবারে বেড়ে ওঠা শিশুরা



-এআই

মা-বাবার পাশাপাশি ঠাকুরদা-ঠাকুরমা বা অন্যান্য পরিজনদের সান্নিধ্যে স্বভাবতই শিষ্টাচার, রীতিনীতি ও মূল্যবোধের পাঠ পেয়ে যায়। কিন্তু বর্তমানের একক পরিবারগুলোতে সেই সুযোগ কোথায়? বিশেষত, কর্মব্যস্ত মা-বাবার পক্ষে সন্তানকে পর্যাপ্ত সময় দেওয়া সবক্ষেত্রে সম্ভব হয়ে ওঠে না। ফলে, বৃহত্তর সমাজে কার সঙ্গে কীরূপ আচরণ করা উচিত, সেই শালীনতার প্রাথমিক শিক্ষাটুকুই তাদের কাছে অধরা থেকে যাচ্ছে।

আজকের এই নগরকেন্দ্রিক, যান্ত্রিক শিল্পসভ্যতায় আমাদের জীবন যেন ঘড়ির কাঁটায় বাঁধা। সামাজিক ও পারিবারিক বন্ধনগুলো ক্রমশ আলগা হচ্ছে। ঠাকুরদা-ঠাকুরমার রূপকথার গল্পের জায়গা আজ পুরোপুরি কেড়ে নিয়েছে স্মার্টফোনের নির্লিপ্ত পর্দা। ফলে সহমর্মিতা বা গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের মতো সুকুমার প্রবৃত্তিগুলো অঙ্কুরেই বিনষ্ট হচ্ছে। এই অবক্ষয় রুখতে বড়দেরই আয়নার সামনে দাঁড়াতে হবে। আজকের প্রজন্ম অনেক বেশি হিসেবি, তারা আবেগ বা সম্পর্কের চেয়ে লাভ-ক্ষতির অঙ্কটা ভালো বোঝে। কাউকে আঘাত করে কথা বলতে তাদের বিন্দুমাত্র বাধে না। ট্রেনের সেই দুই কিশোরীর আচরণ এই পারিবারিক শিক্ষার অভাবকেই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। তবে এই ত্রুটি সংশোধনে পরিবারের পাশাপাশি স্কুলকেও এগিয়ে আসতে হবে। শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠন এবং মানবিক মূল্যবোধের শিক্ষাদান আজ ভীষণ জরুরি।

পরিশেষে এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, বড়দের এই যান্ত্রিক জীবনযাপনই পরোক্ষভাবে আজকের প্রজন্মকে এতটা অসহিষ্ণু করে তুলেছে। আমরা আজ চরম আধুনিক এক সভ্যতার বাসিন্দা। আমাদের হাতে ফাইভজি ইন্টারনেট এসেছে, যোগাযোগের গতি বেড়েছে, জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছে ঠিকই। কিন্তু এই গতির সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে আমরা সৌজন্যবোধ, পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং শালীনতার মতো অমূল্য সম্পদগুলো বড় দ্রুত হারিয়ে ফেলছি। সম্পর্কের এই অবক্ষয় আমাদের বৃহত্তর সমাজের ভবিষ্যৎ নিয়ে এক গভীর অশনিসংকেত বয়ে আনছে। নিজেদের স্বার্থেই আমাদের সাবধান হওয়া প্রয়োজন।

*(লেখক ময়নাগুড়ির বাসিন্দা।)*

## শব্দরঙ্গ ■ ৪৪০৫




**পাশাপাশি** : ১। মৃদু বা লঘু আওয়াজ ৩। অশ্বিনী নক্ষত্র ৫। মরণতুল্য অবস্থা ৭। স্নেহ, মায়া ৯। কোনও বিদ্যার চর্চা ১১। সুমেরু পর্বত, স্বর্ণময় পর্বত ১৪। ক্ষুদ্র অংশ, কণা ১৫। পুরাণমতে এক মনুর অধিকার কাল, ব্যাপক দুর্ভিক্ষ।

**উপর-নীচ** : ১। জড়তার ভাব ২। রীতি, নিয়ম, আচার বা ধারা ৩। পশ্চিমদিকের অধিদেবতা ৪। কথ্যভাষায় সুলতান ৬। বজ্র-এর আরেক নাম ৮। মনের ক্রিয়া, চিন্তন, অনুমান ১০। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের একটি রাজ্য ১১। ভারতীয় উচ্চাঙ্গ নৃত্য পদ্ধতি ১২। কালী, চণ্ডিকাদেবীর রূপ ১৩। ভূষণ, অলংকার, শ্রেষ্ঠবস্তু বা তিলক।

**সমাধান ■ ৪৪০৪**

**পাশাপাশি** : ১। মিলনি ৩। মাঘ ৫। ময় ৬। তিমির ৮। মরজি ১০। মরীচি ১২। বিজনি ১৪। সাম ১৫। রপ্ত ১৬। রসুল।

**উপর-নীচ** : ১। মিজোরাম ২। নিমরাজি ৪। ঘরামি ৭। রম্য ৯। নাবি ১০। মরমর ১১। চিরকাল ১৩। জহর।

## বিন্দুবিসর্গ

## ডলারে সই থাকবে ট্রাম্পের

**ওয়াশিংটন, ২৭ মার্চ :** মার্কিন ডলারে এবার জ্বলজ্বল করবে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সই! আমেরিকার ২৫০তম বর্ষপূর্তিতে ট্রেজারি বিভাগের এই ঘোষণায় রীতিমতো স্পষ্ট, 'নয়া ইতিহাস' গড়তে চাইছেন এই আত্মমগ্ন প্রেসিডেন্ট। প্রথা ভেঙে এই প্রথম কোনও ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্টের সই থাকছে দেশের মুদ্রায়। তবে শুধু সই নয়, নিজের মুখচ্ছবি দেওয়া বিশেষ স্মারক স্বর্ণমুদ্রা এবং এক ডলারের কয়েন আনারও পরিকল্পনা করেছেন তিনি! জীবিত প্রেসিডেন্টের ছবি মুদ্রায় ব্যবহারে আইনি বাধা থাকলেও, ট্রাম্প তা তোয়াক্কা করছেন না। ডেমোক্র্যাটদের তীব্র সমালোচনা এড়িয়ে, নিজের ঐতিহাসিক অর্জন জাহির করতেই এই চরম আত্মপ্রচার বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

## দেশি আখড়ায় ইরানি কুস্তিগির

**লখনউ, ২৭ মার্চ :** নিজের দেশে যুদ্ধের ডামাডোল। তাই কুস্তির প্যাঁচ কষতে সুদূর ইরান থেকে সোজা ভারতের দেশি আখড়ায় হাজির ১২৫ কেজির পালোয়ান এরফান হোসেইনজাদেহ শালি! বুধবার লখনউয়ের কেডি সিং বাবু স্টেডিয়ামে এক ভারতীয় পালোয়ানকে হারিয়ে আড়াই লক্ষ টাকা পুরস্কার জিতেছেন এই ২৫ বছরের ইরানি তরুণ। এরফান জানান, যুদ্ধের কারণে ইরানে এখন খেলাধুলো বা দঙ্গল প্রায় বন্ধ। তাই বাধ্য হয়েই গত এক বছর ধরে উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা, পঞ্জাব ও মহারাষ্ট্রের দেশি সার্কিটে মাটি মাখছেন তিনি। ভিনদেশি হলেও, দেশি আখড়ায় তাঁর দাপট আর নিখুঁত প্যাঁচ ইতিমধ্যেই মন জয় করে নিয়েছে ভারতীয় দর্শকদের।

## দুর্নীতিতে ধৃত সরকারি কর্তা

**ভোপাল, ২৭ মার্চ :** বন্যাত্রাণে দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেন সরকারি কর্তা অমৃতা সিংহ তোমর। ঘটনাকে কেন্দ্র করে হইচই পড়ে গিয়েছে মধ্যপ্রদেশ প্রশাসনে। দুর্নীতির ঘটনা ঘটেছিল ২০২১ সালে। ওই সময় অমৃতা বিজয়পুরের তহসিলদার ছিলেন। বৃহস্পতিবার গোয়ালিয়রের চন্দ্রবর্ণী নাকা এলাকায় অমৃতার বাড়িতে গিয়ে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। এসডিপিও জানিয়েছেন, অমৃতার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে তহসিলদারের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। এরপরেই অমৃতা প্রথমে হাইকোর্ট, পরে সুপ্রিম কোর্টে আগাম জামিনের আবেদন করেন। দু' জায়গাতেই তাঁর আবেদন নাকচ হয়ে যায়। বন্যাত্রাণ নিয়ে দুর্নীতিতে মধ্যপ্রদেশ রাজস্ব দপ্তরের ২২ জন আধিকারিক গ্রেপ্তার হয়েছেন।

## ক্ষেপণাস্ত্রে ভারতের নাম

**তেহরান, ২৭ মার্চ :** যুদ্ধে ব্যস্ত থাকলেও কূটনৈতিক সৌজন্য দেখাতে ভুলছে না ইরান। ইজরায়েলের ঘাঁটি নিশানা করে ছোড়া ক্ষেপণাস্ত্রে 'বন্ধু' দেশগুলির উদ্দেশে বার্তা লিখে দিচ্ছে ইরান। ভারতের নামও তাতে যুক্ত হয়েছে। ক্ষেপণাস্ত্রের বার্তায় ভারতকে ধন্যবাদ জানিয়েছে তেহরান। সেই ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়া হয়েছে ইজরায়েলে। তাদের কৃতজ্ঞতার তালিকায় ভারত ছাড়াও রয়েছে স্পেন, পাকিস্তান এবং জার্মানি।

শুক্রবার ইজরায়েলের বিরুদ্ধে নতুন করে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা শুরু করেছে তারা। সমাজমাধ্যমে হামলার ঠিক আগের মুহূর্তের কিছু ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, ইরানের বায়ুসেনার কয়েকজন আধিকারিক ক্ষেপণাস্ত্রের গায়ে ধন্যবাদের বার্তা লিখে দিচ্ছেন। তারপর সেগুলি ছোড়া হচ্ছে লক্ষ্যবস্তুকে নিশানা করে।

## গেমিং অ্যাপে জঙ্গি-যোগ

**নয়াদিল্লি, ২৭ মার্চ :** অনলাইন গেমিং অ্যাপকে হাতিয়ার করে দেশজুড়ে নাশকতার জাল বিছানোর অভিযোগে ১২ জন সন্দেহভাজন জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতদের সঙ্গে নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন আইএসআইএস এবং আল-কায়েদার সরাসরি যোগসূত্র মিলেছে। পশ্চিমবঙ্গ, অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার, দিল্লি ও মহারাষ্ট্র সহ একাধিক রাজ্যে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার যৌথ অভিযানে ১১ জন তরুণ ও ১ জন তরুণীকে গ্রেপ্তার করা হয়।

### স্থলযুদ্ধের ইঙ্গিত, পালটা উপসাগরীয় দেশগুলিকে হুমকি তেহরানের

# ইরানের দুয়ারে মার্কিন ফৌজ

**ওয়াশিংটন, ২৭ মার্চ :** মুখে শান্তির কথা বললেও, আমেরিকার সামরিক প্রস্তুতিতে পুরোদস্তুর যুদ্ধের ইঙ্গিত! ইরানকে ৬ এপ্রিল পর্যন্ত চরমসীমা বেঁধে দিয়ে আপাতত কূটনৈতিক বিরতি নিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। কিন্তু এই টালবাহানার মাঝেই মধ্যপ্রাচ্যে নিঃশব্দে ঘনিয়ে উঠছে যুদ্ধের কালো মেঘ। তিনটি এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার (জেরাল্ড ফোর্ড, জর্জ বুশ, আব্রাহাম লিংকন), একটি বিশাল উভচর অ্যাসাল্ট শিপ, প্রায় ৪,০০০ মেরিন সেনা এবং ১১টি ডেস্ট্রয়ার যুদ্ধজাহাজ নিয়ে উপসাগরে ঘাপটি মেরে বসে আছে মার্কিন নৌসেনার বিশাল আরমাডা।

বিশেষজ্ঞদের মতে, ট্রাম্পের এই বিরতি আসলে সেনা মজবুত করার সুকৌশলী চাল। মার্কিন ফৌজের এই নজিরবিহীন উপস্থিতি স্পষ্ট করে দিচ্ছে, শনিবারের মধ্যেই বড় স্থলযুদ্ধের নির্দেশ আসতে পারে। আর আমেরিকার এই অপারেশনের মূল লক্ষ্য হতে পারে ইরানের অর্থনীতির লাইফলাইন 'খার্গ দ্বীপ'। দেশের ৯০ শতাংশের বেশি তেল এই দ্বীপ দিয়েই রপ্তানি হয়। গত বছর শুধু তেল বিক্রি করেই ইরানের আয় ছিল ৭৮ বিলিয়ন ডলার। আমেরিকা যদি এই দ্বীপ দখল করে, তবে ইরানের অর্থনীতি তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়বে। পাশাপাশি হরমুজ প্রণালী ফের খুলে দেওয়ার জন্যও তেহরানকে বাধ্য করা যাবে। তবে ইরানও ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নয়। তারা ইতিমধ্যে খার্গ দ্বীপকে কার্যত দুর্গে পরিণত করেছে। বসানো হয়েছে ল্যান্ডমাইন, অ্যান্টি-আর্মার এবং আধুনিক বায়ু প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা।

স্থলযুদ্ধের ইঙ্গিত আরও স্পষ্ট হয়েছে মার্কিন সেনা সমাবেশের বহর দেখে। প্রশান্ত মহাসাগরের দিক থেকে দুটি যুদ্ধজাহাজে করে প্রায় ৪,৫০০ মেরিন সেনা ইরানের দিকে এগোচ্ছে। এছাড়া মার্কিন সেনার ৮২তম এয়ারবর্ন ডিভিশনের প্রায় ২,০০০ প্যারাট্রুপারও মধ্যপ্রাচ্যের উদ্দেশে রওনা দিয়েছে।

ইরানের উপকূলবর্তী এলাকায় অত্যাধুনিক চালকবিহীন 'ড্রোন বোট' মোতায়েন করেছে আমেরিকা। পেন্টাগন সূত্রের খবর, নজরদারির পাশাপাশি এই আত্মঘাতী বোটগুলি যেকোনও মুহূর্তে বড় ধরনের হামলায় ব্যবহৃত হতে পারে। এর আগে ওই অঞ্চলে এমন অস্ত্র মোতায়েনের নজির ছিল না মার্কিন বাহিনীর।



- উপসাগরে ঘাপটি মেরে বসে আছে মার্কিন নৌসেনার বিশাল আরমাডা
- তাতে আছে তিনটি এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার
- রয়েছে প্রায় ৪,০০০ মেরিন সেনা এবং ১১টি ডেস্ট্রয়ার যুদ্ধজাহাজ

চুপ করে বসে নেই ইরানও। মার্কিন এই রণসাজের জবাবে পালটা প্রস্তুতি ও কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়েছে তেহরান। তাদের দাবি, তাদের ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় আমেরিকার ১৩টি সেনাঘাঁটি কার্যত নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ায় মার্কিন সেনারা এখন সংযুক্ত আরব আমিরশাহি ও বাহরিনের বিভিন্ন হোটেলে এবং সরকারি দপ্তরে আশ্রয় নিচ্ছে। উপসাগরীয় দেশগুলির উদ্দেশে ইরানের স্পষ্ট বার্তা, মার্কিন সেনাদের আশ্রয় দিলে সেই সব হোটেলকেও 'আমেরিকা' হিসাবে গণ্য করে সামরিক নিশানা করা হবে। ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচির অভিযোগ, নাগরিকদের 'মানব ঢাল' হিসাবে ব্যবহার করছে ওয়াশিংটন।

অন্যদিকে, সম্ভাব্য স্থলযুদ্ধের আশঙ্কায় ইরানে প্রায় ১০ লক্ষ তরুণ স্বেচ্ছায় সেনাবাহিনীতে নাম লিখিয়েছে। একদিকে জলপথে আমেরিকার নতুন সমরাস্ত্র, অন্যদিকে ইরানের তীব্র প্রত্যাঘাতের প্রস্তুতি— সব মিলিয়ে এক ভয়াবহ যুদ্ধের আকাশ আরও কালো পশ্চিম এশিয়ায়।

এই আবহে শুক্রবার ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন ট্রাম্প। মার্কিন দূতাবাস থেকে পোস্ট করা ট্রাম্পের বার্তায় বলা হয়েছে, 'প্রধানমন্ত্রী মোদি এবং আমি, দু'জনেই কাজ হাসিল করতে জানি। ভারতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক আগামীতে আরও মজবুত হবে।' মঙ্গলবার মোদির সঙ্গে ফোনালাপে মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি ফেরানো এবং হরমুজ প্রণালী সুরক্ষিত রাখার বিষয়ে আলোচনা হয়েছিল। যদিও ট্রাম্প আপাতত আলোচনার সুযোগ দিচ্ছেন, কিন্তু গাল্ফ দেশগুলির ক্ষোভ এবং আমেরিকার সেনা বৃদ্ধির বহর দেখে সামরিক বিশেষজ্ঞদের ধারণা, এই যুদ্ধ এখনও শেষ হয়নি। মার্কিন মেরিনরা যে কোনও মুহূর্তে ইরানের মাটিতে নামতে পারে।



## তুষারধসে বরফ চাপা পড়ে মৃত ৭

**লে, ২৭ মার্চ :** প্রাকৃতিক বিপর্যয় লাদাখে। শুক্রবার দুপুরে শ্রীনগর-লে জাতীয় সড়কে ভয়াবহ তুষারধসে প্রাণ হারালেন অন্তত সাতজন। নিখোঁজ বহু। বরফের বিশাল স্তূপের নিচে অন্তত ১২টি যাত্রীবাহী গাড়ি খেলনার মতো চাপা পড়ে যাওয়ায় এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। আহত ৫ জনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

প্রশাসন সূত্রে খবর, এদিন বিকেলে জোজিলা পাসের কাছে জিরো পয়েন্ট থেকে মিনিমার্গ-এর মধ্যবর্তী অংশে দফায় দফায় তুষারধস নামে। মুহূর্তের মধ্যে পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসা বরফের চাদরে ঢাকা পড়ে যায় জাতীয় সড়কের একটি বড় অংশ। সেই সময় ওই রাস্তা দিয়ে যাওয়া বেশ কিছু গাড়ি বরফের নিচে সম্পূর্ণ চাপা পড়ে যায়। প্রাণ হারান সাতজন আরোহী। মৃতদের পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে।

যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উদ্ধারকাজ শুরু করেছে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী এবং বর্ডার রোডস অর্গানাইজেশন। তুষার সরিয়ে আটকে পড়াদের বের করে আনতে নামানো হয়েছে ভারী যন্ত্র। লাদাখের লেফটেন্যান্ট গভর্নর ভি কে সাক্সেনা নিজে পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছেন। তিনি কার্গিলের ডিসি ও এসএসপি-কে দ্রুত দুর্ঘটনাস্থলে গিয়ে উদ্ধারকাজ তদারকি করার নির্দেশ দিয়েছেন। গোটা এলাকায় হাই অ্যালার্ট জারি

**জোজিলা**

করা হয়েছে। শোকপ্রকাশ করেছেন জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহ।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ জিতেন্দ্র সিং মৃতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে আহতদের সবরকম সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন। বর্তমানে ওই রাস্তায় যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ রাখা হয়েছে। বরফ সরানোর কাজ চললেও প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে বারবার বিঘ্নিত হচ্ছে উদ্ধারকাজ। বরফের নিচে আরও কেউ আটকে আছেন কি না, তা খতিয়ে দেখছেন উদ্ধারকারীরা।

## ভারতীয় মুদ্রার রেকর্ড পতন

**নয়াদিল্লি, ২৭ মার্চ :** ইরান যুদ্ধের প্রভাবে শুক্রবার ভারতীয় অর্থবাজারে এক বেনজির ধস নামল। রেকর্ড পতন হল টাকার। এক ঘণ্টায় উধাও ৭ লক্ষ কোটি! মার্কিন ডলারের বিপরীতে ভারতীয় মুদ্রার মান এদিন কমে দাঁড়িয়েছে রেকর্ড ৯৪.২৯-এ। সপ্তাহের শেষ দিনে লেনদেন শুরুর মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যেই বিনিয়োগকারীদের প্রায় ৭ লক্ষ কোটি টাকার সম্পদ মুছে গিয়েছে।

ইরান যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে টাকার মান এখনও পর্যন্ত প্রায় ৩.৫ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। শুক্রবার সকালে সেনসেক্স প্রায় ১৬৯০ পয়েন্টের এবং নিফটি প্রায় ৪৮৬ পয়েন্ট পড়ে যায়। বিদেশি বিনিয়োগকারীরা ঝুঁকি এড়াতে ভারতীয় বাজার থেকে পুঁজি সরিয়ে নেওয়ায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, যুদ্ধের স্থায়িত্ব বাড়লে ভারতের অর্থনীতিতে এই সংকটের মেঘ আরও ঘনীভূত হতে পারে।

## ব্রহ্মসের পাল্লা হবে ৮০০ কিমি

**নয়াদিল্লি, ২৭ মার্চ :** প্রায় দ্বিগুণ হতে চলেছে ব্রহ্মস। সুপারসনিক এই ক্রুজ মিসাইলের পাল্লা ৪৫০ কিলোমিটার থেকে বাড়িয়ে ৮০০ কিলোমিটার করার সবুজ সংকেত দিয়েছে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রক। বাড়বে গতিবেগও। ভারত ও রাশিয়ার যৌথ উদ্যোগে নির্মিত শক্তিশালী ক্ষেপণাস্ত্রটির পাল্লা ও গতিবেগ বাড়লে ভারতের পক্ষে শত্রুপক্ষকে আঘাত করার ক্ষমতা অনেকটাই বেড়ে যাবে।

প্রতিরক্ষামন্ত্রকের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে দেশের সামরিক বাহিনীর হাতে থাকা ব্রহ্মসের পাল্লা ও গতিবেগ বাড়ানোকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। রাশিয়া ইতিমধ্যে ব্রহ্মস মার্ক-২-এর ব্যবহার শুরু করে দিয়েছে। নয়াদিল্লিও চাইছে ব্রহ্মসের নতুন সংস্করণ হোক। মস্কোর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে তা চাইছে ভারত। ব্রহ্মস ক্ষেপণাস্ত্রের নতুন সংস্করণ এলে লাহোর, ইসলামাবাদ, রাওয়ালপিন্ডিই নয়, চিনের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সামরিক পরিকাঠামোয় আঘাত হানতে পারবে ভারতীয় সেনা।



*আকাশে সূর্য কিরণ এরোব্যাটিক টিমের কেরামতি। শুক্রবার চণ্ডীগড়ে।*

# কাঠমান্ডুর কুর্সিতে তরুণ তুর্কি বালেন্দ্র

**কাঠমান্ডু, ২৭ মার্চ :** হিমালয়ের দেশে বইল পরিবর্তনের ঝোড়ো হাওয়া। গতানুগতিক রাজনীতির ছক ভেঙে নেপালের মসনদে বসলেন এক 'র‌্যাপার' প্রধানমন্ত্রী। তিনি ৩৫ বছরের টগবগে যুবক বালেন্দ্র শাহ। পেশায় স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার, নেশায় শিল্পী, আর বর্তমানে নেপালের ৪৭তম তথা সর্বকনিষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী। শুক্রবার কাঠমান্ডুর প্রেসিডেন্ট ভবন 'শীতল নিবাসে' আদ্যোপান্ত ধর্মীয় গাম্ভীর্যের আবহে শপথ নিলেন তিনি। প্রেসিডেন্ট রামচন্দ্র পৌডেল তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করান।

নেপালের এই মেকওভারে উচ্ছ্বসিত ভারতও। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ইতিমধ্যেই বালেন্দ্রকে উষ্ণ অভিনন্দন জানিয়েছেন। দুই দেশের মৈত্রী ও সহযোগিতাকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার বার্তাও দিয়েছেন মোদি। ৫ মার্চের নির্বাচনে বালেন্দ্রর নেতৃত্বাধীন 'রাষ্ট্রীয় স্বতন্ত্র পার্টি' (আরএসপি) কার্যত সুনামি বইয়ে দিয়েছে। ২৭৫ আসনের সংসদে ১৮২টি আসন জিতে একাই ম্যাজিক ফিগার টপকে গিয়েছে তাঁর দল। নেপালের রাজনীতির 'ভীষ্মলোচন' তথা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলিকে ঝাপা-৫ আসনে খড়কুটোর মতো উড়িয়ে দিয়েছেন এই তরুণ আইকন। দীর্ঘ সময় পর নেপালের অবহেলিত দক্ষিণাঞ্চলীয় সমতল ভূমির 'মধেসি' সম্প্রদায় থেকে কেউ দেশের প্রশাসনিক প্রধান হলেন।

শপথের মঞ্চেও ছিল চমক। চোখে সেই পরিচিত কালো সানগ্লাস আর মাথায় নেপালি টুপি— একেবারে নিজের চেনা 'র‌্যাপার' মেজাজেই ধরা দিলেন বালেন্দ্র। সাতজন ব্রাহ্মণের শঙ্খধ্বনি, ১০৮ জন পুরোহিতের বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ এবং ১০৭ জন বৌদ্ধ লামার মঙ্গলবাচনের মধ্যে দিয়ে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের অপূর্ব মেলবন্ধন দেখা গেল শপথ অনুষ্ঠানে। শপথের ঠিক কয়েক ঘণ্টা আগে দেশের ঐক্য নিয়ে নিজের নতুন একটি গান রিলিজ করেন বালেন্দ্র, যা এখন নেপালের 'জেন-জি' প্রজন্মের মুখে মুখে ঘুরছে।



*শপথ নিচ্ছেন বালেন্দ্র শা। শুক্রবার কাঠমান্ডুতে।*

গত বছর নেপালে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি আর বেকারত্বের বিরুদ্ধে যে গণবিক্ষোভ আছড়ে পড়েছিল, বালেন্দ্রর এই উত্থান তারই ফসল। কাঠমান্ডুর প্রাক্তন মেয়রের সামনে এখন পাহাড়প্রমাণ চ্যালেঞ্জ। লক্ষ্য, ১২ লক্ষ নতুন কর্মসংস্থান এবং দেশের ভঙ্গুর রাজনৈতিক কাঠামোকে মেরামতি করা। স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে তিনি নেপালের আর্থ-সামাজিক কাঠামোয় কতটা বদল আনতে পারেন, সেদিকেই তাকিয়ে গোটা দক্ষিণ এশিয়া।

## ধর্মান্ধতায় হাইকোর্টের চাবুক

**নয়াদিল্লি, ২৭ মার্চ :** 'কোনও একটি ধর্মই যে একমাত্র সত্য, এমন দাবি করা সম্পূর্ণ ভুল।' ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে কড়া বার্তা দিয়ে এক খ্রিস্টান যাজকের দায়ের করা মামলা খারিজ করে দিল এলাহাবাদ হাইকোর্ট। ওই যাজকের বিরুদ্ধে হিন্দু ধর্মানুভূতিতে আঘাত এবং বেআইনি ধর্মান্তরের অভিযোগে এফআইআর দায়ের হয়েছিল। তাঁর দাবি ছিল, খ্রিস্টধর্মই একমাত্র সত্য। কিন্তু বিচারপতি সৌরভ শ্রীবাস্তবের বেঞ্চ স্পষ্ট জানায়, ভারতের মতো ধর্মনিরপেক্ষ দেশে এ ধরনের মন্তব্য অন্যান্য ধর্মকে অবমাননা করার শামিল। তাই উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত করার যে অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে উঠেছে, তা একেবারেই ভিত্তিহীন নয়।

## জুনে জি৭-এ ফ্রান্সে মোদি



**প্যারিস, ২৭ মার্চ :** চলতি বছরের জুনে ফ্রান্সে আয়োজিত জি৭ সম্মেলনে যোগ দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সম্মেলন হবে ১৫-১৬ জুন। ফ্রান্সের বিদেশমন্ত্রকের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে এই তথ্য দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার মূল সম্মেলনের ফাঁকে দুই বিদেশমন্ত্রী জ্যাঁ নোয়েল ব্যারো ও জয়শংকরের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক চলাকালীন ফ্রান্স বিবৃতি দিয়ে তা জানায়। জি৭ শীর্ষ সম্মেলনে মোদির অংশগ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ফ্রান্স।

ভারত গ্রুপ অফ সেভেন (জি৭) গোষ্ঠীর সদস্য নয়। নিয়ম অনুযায়ী আয়োজক দেশ এই গোষ্ঠীর বাইরে থাকা কোনও দেশকে সম্মেলনে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ জানাতে পারে।

বৃহস্পতি ও শুক্রবার বিদেশমন্ত্রীদের সম্মেলনে আলোচনার মূল বিষয় ছিল পশ্চিম এশিয়াজুড়ে চলা অস্থিরতা। আলোচনা হয়েছে ইজরায়েল ও আমেরিকার সঙ্গে ইরানের সংঘাতের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে। হরমুজ প্রণালীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ও জ্বালানি সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে একসঙ্গে কাজ করার অঙ্গীকার করেছে ভারত ও ফ্রান্স। উন্নয়নশীল দেশগুলির জ্বালানি সংকট ও খাদ্য নিরাপত্তা জি৭ মঞ্চে তুলে ধরেন জয়শংকর।

## প্রস্তাব পেশ হলেও সংসদ নীরব

**নবনীতা মণ্ডল**

**নয়াদিল্লি, ২৭ মার্চ :** দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে বিরোধী শিবিরের আনা অপসারণ প্রস্তাব জমা পড়ার পর কেটে গিয়েছে দু'সপ্তাহ। অথচ এখনও পর্যন্ত লোকসভা বা রাজ্যসভা, সংসদের কোনও কক্ষের সচিবালয়ই এ বিষয়ে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করেনি। ফলে এই দীর্ঘ নীরবতাকে ঘিরে নতুন করে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে এবং প্রস্তাবটির ভবিষ্যৎ নিয়েই উঠেছে প্রশ্ন। বিষয়টিকে সামনে এনে ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ও নির্বাচন কমিশনের সম্পর্ক নিয়ে মুখ খুলেছে তৃণমূল কংগ্রেস। ১২ মার্চ রাজ্যের শাসক দলের উদ্যোগে বিরোধী ইন্ডিয়া জোট ঐক্যবদ্ধভাবে জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে অপসারণ প্রস্তাবের নোটিশ লোকসভা ও রাজ্যসভার সচিবালয়ে জমা দেয়। কিন্তু সময় পেরিয়ে গেলেও সেই নোটিশ গ্রহণ করা হয়েছে নাকি খারিজ করা হয়েছে সে বিষয়ে সংসদীয় সচিবালয়ের তরফে কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া জানানো হয়নি।

শুক্রবার এই প্রসঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন অভিযোগ করেন, নির্বাচন কমিশন ও বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে সরাসরি যোগসাজশের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। তাঁর বক্তব্য, 'বিরোধীরা যদি কোনও প্রক্রিয়াগত ভুল করে থাকে, তাহলে অপসারণ প্রস্তাব খারিজ করা হোক কিন্তু সম্পূর্ণ নীরব থাকা সংসদীয় রীতির পরিপন্থী।' তাঁর অভিযোগ, সরকারের পরিকল্পনা হচ্ছে সংসদের অধিবেশন শেষ হয়ে গেলে বিষয়টি ধীরে ধীরে চাপা পড়ে যাবে। এই

**জ্ঞানেশ অপসারণ**

সরকার বারবার সংসদকে গুরুত্বহীন করে তুলেছে এবং এবারও সংসদের প্রতি অসম্মান দেখানো হচ্ছে। সূত্রের খবর, বাজেট অধিবেশন শেষ হওয়ার আগেই বিরোধী শিবির আবারও সংসদীয় সচিবালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করবে এবং জ্ঞানেশ অপসারণ প্রস্তাবের নোটিশ নিয়ে সচিবালয়ের অবস্থান স্পষ্ট করার দাবি জানাবে।

অপসারণ প্রস্তাবের নোটিশে অভিযোগ করা হয়েছে, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার নিজের ক্ষমতার অপব্যবহার করছেন এবং অসাংবিধানিক পদ্ধতিতে পশ্চিমবঙ্গ সহ বিভিন্ন রাজ্যের সাধারণ মানুষের ভোটাধিকার ক্ষুণ্ণ করা হচ্ছে। ওই অপসারণ প্রস্তাবের নোটিশে বিরোধী শিবিরের মোট ১৯৩ জন সাংসদ সই করেছেন।

# ৩০ দিনে মন্ত্রিত্ব খোয়ানোর বিল থমকে

**নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৭ মার্চ :** ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রীদের কুর্সি কাড়ার বিতর্কিত বিল আপাতত হিমঘরে। '৩০ দিনে গদি খোয়ানো'র এই কড়া আইন নিয়ে এখনই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে পারল না যৌথ সংসদীয় কমিটি (জেপিসি)। ফলে রাজনৈতিক মহলে শোরগোল ফেলা এই বিলের ভবিষ্যৎ ঝুলে রইল ২০২৬-এর বাদল অধিবেশন পর্যন্ত। লোকসভায় জানানো হয়েছে, বিজেপি সাংসদ অপরাজিতা সারেঙ্গীর নেতৃত্বাধীন কমিটি পর্যালোচনার জন্য আরও এক মাস সময় চেয়েছে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শার পেশ করা এই বিলের মূল লক্ষ্য হলো রাজনৈতিক শুদ্ধিকরণ। প্রস্তাব অনুযায়ী, প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রী- যে কেউ যদি গুরুতর অপরাধে গ্রেপ্তার হন এবং টানা ৩০ দিন জেল হেপাজতে থাকেন, তবে তিনি স্বয়ংক্রিয়ভাবে পদ হারাবেন। ৫ বছর বা তার বেশি সাজা হতে পারে এমন অপরাধের ক্ষেত্রে এই নিয়ম কার্যকর হবে। কেন্দ্রের দাবি, এর ফলে ক্ষমতায় থেকে তদন্তে প্রভাব খাটানোর রাস্তা বন্ধ হবে।



বিলটি পেশ হওয়ার পর থেকেই ফুঁসছে কংগ্রেস-সহ 'ইন্ডিয়া' জোট। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একে 'সুপার এমার্জেন্সি'র ইঙ্গিত বলে দেগে দিয়েছেন। বিরোধীদের অভিযোগ, এটি আসলে রাজনৈতিক অস্ত্র। কেন্দ্রীয় সংস্থাকে ব্যবহার করে বিরোধী নেতাদের জেলে পুরে সরকার ফেলে দেওয়ার ছক কষছে মোদি সরকার। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় আঘাত হানতেই এই ফন্দি বলে সরব তৃণমূল নেত্রীও। ৩১ সদস্যের এই কমিটিতে সরকারি পক্ষের পাল্লাই ভারী। তাই বিরোধীদের আশঙ্কা, শেষপর্যন্ত কমিটির সুপারিশ সরকারের পক্ষেই যাবে। তবে আপাতত জুলাই মাসের তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত সময় মেলায় রাজনৈতিক উত্তেজনা কিছুটা থিতিয়ে রইল।

# বিবাহিতের লিভ-ইন সম্পর্ক বৈধ

**পর্যবেক্ষণ এলাহাবাদ হাইকোর্টের**

**প্রয়াগরাজ, ২৭ মার্চ :** সমাজ কী বলবে বা পরিবার কী ভাববে, তার চেয়েও বড় কথা হল দুই প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের নিজস্ব ইচ্ছা। এক অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ রায়ে এলাহাবাদ হাইকোর্ট সাফ জানিয়ে দিল, কোনও বিবাহিত পুরুষ যদি অন্য কোনও প্রাপ্তবয়স্ক মহিলার সম্মতিতে তাঁর সঙ্গে 'লিভ-ইন' করেন, তবে তাকে অপরাধ বলা যাবে না। এই ব্যক্তিগত সম্পর্কে রাষ্ট্র বা আইন নাক গলাতে পারে না।

বিচারপতি জেজে মুনির এবং বিচারপতি তরুণ সাক্সেনার ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্ট করেছে, লিভ-ইন সঙ্গী বিবাহিত কি না, সেটা বড় কথা নয়। যদি দুজনেই প্রাপ্তবয়স্ক হন এবং সম্পর্কে উভয়ের সম্মতি থাকে, তবে তা আইনের চোখে দণ্ডনীয় নয়। আদালতের কথায়, 'এটি সামাজিক বা পারিবারিক সমস্যা হতে পারে, কিন্তু কোনোভাবেই ফৌজদারি অপরাধ নয়।'



উত্তরপ্রদেশের শাহজাহানপুরের বাসিন্দা অনামিকা ও নেত্রপাল দীর্ঘদিন ধরে লিভ-ইন সম্পর্কে রয়েছেন। কিন্তু বাদ সাধে অনামিকার পরিবার। নেত্রপাল বিবাহিত হওয়ার দোহাই দিয়ে মেয়ের পরিবারের তরফে একটি ফৌজদারি মামলা দায়ের করা হয়। সেই মামলা খারিজের আবেদন জানিয়েই আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন এই জুটি।

যুগল আদালতে জানান, তাঁরা পরিবারের হাতে অনার কিলিং বা সম্মান রক্ষার্থে খুনের আশঙ্কায় ভুগছেন। বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে বিচার করে হাইকোর্ট স্থানীয় পুলিশ সুপারকে নির্দেশ দিয়েছে যাতে ওই তরুণী ও তাঁর সঙ্গীর নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা হয়।

আদালত মনে করিয়ে দিয়েছে, দেশের সংবিধান প্রত্যেক নাগরিককে নিজের জীবনসঙ্গী বেছে নেওয়ার অধিকার দিয়েছে। সেই অধিকারে বাধা দেওয়ার এক্তিয়ার কারোর নেই।

# ইউরিক অ্যাসিড এবং গেঁটে বাত

গাঁটে গাঁটে অসহ্য যন্ত্রণা, ফোলা আর লালচে ভাব— আমাদের অনেকের কাছেই এই পরিচিত সমস্যার নাম গেঁটে বাত বা ‘গাউট’। একসময় একে শুধু ‘রাজার রোগ’ বা বিলাসিতার অসুখ বলে মনে করা হলেও বর্তমান সময়ের অনিয়মিত জীবনযাপন আর খাদ্যাভ্যাসের কারণে সাধারণ মানুষের মধ্যেও এই রোগ থাবা বসাচ্ছে। তবে অনেক ক্ষেত্রেই সঠিক তথ্যের অভাবে আমরা ভুল চিকিৎসা বা ভুল ডায়েট মেনে চলি। ইউরিক অ্যাসিড বাড়লেই কি গেঁটে বাত হয়? কোন খাবারগুলো সত্যিই ক্ষতিকর? এই রোগের কারণ, লক্ষণ এবং চিকিৎসার খুঁটিনাটি নিয়ে জানালেন কলকাতার এশিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ইমিউনোলজি ও রিউমাটোলজির অ্যাকাডেমিক ডিরেক্টর

**ডাঃ অর্ঘ্য চট্টোপাধ্যায়**

গেঁটে বাত বা গাউট আরথ্রাইটিসের একটি সাধারণ রূপ হলেও এটি নিয়ে সাধারণ মানুষের মনে অনেক ভুল ধারণা রয়েছে। রক্তে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বেড়ে গিয়ে যখন ছোট ছোট ক্রিস্টালের আকার নেয় এবং অস্থিসন্ধি বা জয়েন্টে জমা হয়, তখন হঠাৎ করে তীব্র প্রদাহ শুরু হয়। অনেকেই একে সাধারণ গাঁটের ব্যথা বলে মনে করেন। কিন্তু আদতে এটি প্রদাহজনিত বিপাকীয় সমস্যা যাকে আমরা গেঁটে বাত বলে থাকি। ঠিকমতো রোগ নির্ণয় ও সঠিক চিকিৎসা না হলে গেঁটে বাত বারবার হতে পারে। সময়ের সঙ্গে গেঁটে বাত বাড়তে পারে, এমনকি রোগীকে পঙ্গুও করে দিতে পারে।

## ইউরিক অ্যাসিড বেশি মানেই কি গাউট?

হাইপারইউরিসেমিয়ার অর্থ রক্তে ইউরিক অ্যাসিডের উচ্চ মাত্রা। রক্তে এই ইউরিক অ্যাসিড বেড়ে যাওয়া এবং গেঁটে বাত একদমই এক নয়। ইউরিক অ্যাসিড বেশি থাকলেও অনেকের কোনও শারীরিক সমস্যা নাও হতে পারে। ইউরিক অ্যাসিড জমে ক্রিস্টাল তৈরি করে জয়েন্টে প্রদাহ হলে তাকে গেঁটে বাত বলা হয়। অর্থাৎ, ইউরিক অ্যাসিড বেশি থাকা ঝুঁকির কারণ, আর গেঁটে বাত আসল রোগ। তবে দীর্ঘদিন রক্তে ইউরিক অ্যাসিড বেশি থাকলে গেঁটে বাত হওয়ার ঝুঁকি অনেকটাই বেড়ে যায়।

## গাউটের ইতিহাস

গেঁটে বাত চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাসের অন্যতম পুরোনো একটি রোগ। প্রাচীন মিশর ও গ্রিসেও এর উল্লেখ পাওয়া যায়। একসময় একে ‘রাজাদের রোগ’ বলা হত। মনে করা হত, মশলাদার খাবার এবং মদ্যপানের সঙ্গে এর সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে, এই রোগ শুধু খাওয়াদাওয়ার ওপর নির্ভর করে না। বংশগত কারণ, কিডনির কার্যকারিতা এবং বিপাকক্রিয়ার জন্য সমানভাবে দায়ী। বর্তমানে সব শ্রেণি ও সব পেশার মানুষেরই এই রোগ হতে পারে।

## প্রধান লক্ষণ

এই রোগের প্রধান লক্ষণ জয়েন্টে হঠাৎ করে প্রচণ্ড ব্যথা শুরু হওয়া। সাধারণত রাতে বা ভোরের দিকে এই ব্যথা বেশি বাড়ে। পায়ের বুড়ো আঙুলের গোড়ায় এই ব্যথা সবচেয়ে বেশি হয়ে থাকে। তবে গোড়ালি, হাঁটু, কবজি বা হাতের আঙুলেও ব্যথা হতে পারে। আক্রান্ত জয়েন্ট লাল হয়ে ফুলে যায় এবং ছুঁলে প্রচণ্ড ব্যথা লাগে। বিছানার চাদর গায়ে লাগলেও কষ্ট হয়। এমন অবস্থা কয়েকদিন থেকে কয়েক সপ্তাহ থাকতে পারে এবং চিকিৎসা করা না হলে আবার হতে পারে।

রোগ পুরোনো হয়ে গেলে ত্বকের নীচে ইউরিক অ্যাসিড জমে শক্ত দলার মতো তৈরি হয়, যাকে ডাক্তারি ভাষায় ‘টোফাই’ বলা হয়, যা জয়েন্টের চারদিকে, কানে বা কনুইতে হতে পারে।

## ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা ঠিক রাখা কেন জরুরি?

ইউরিক অ্যাসিড নিয়ন্ত্রণে না রাখলে গেঁটে বাত মারাত্মক আকার নিতে পারে। এর ফলে জয়েন্টের চিরস্থায়ী ক্ষতি এবং বিকৃতি হতে পারে। চলাফেরার ক্ষমতাও কমে যেতে পারে। অতিরিক্ত ইউরিক অ্যাসিড থেকে কিডনিতে পাথর হওয়া বা কিডনির কর্মক্ষমতা কমে যাওয়ার মতো বড় সমস্যাও হতে পারে। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবিটিস, স্থূলতা এবং হৃদরোগের সঙ্গেও অতিরিক্ত ইউরিক অ্যাসিডের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। সুতরাং গেঁটে বাতকে শুধু অস্থিসন্ধির সমস্যা হিসেবেই নয়, বৃহত্তর বিপাকীয় সমস্যার অংশ হিসেবেও দেখা উচিত।

## রোগ নির্ণয়ের উপায়

লক্ষণ এবং জয়েন্টের প্যাটার্ন দেখেই সাধারণত চিকিৎসকরা রোগটি চিনতে পারেন। কিছু ক্ষেত্রে জয়েন্ট থেকে সামান্য তরল বের করে তাতে ইউরিক অ্যাসিড ক্রিস্টাল আছে কি না, তা পরীক্ষা করা হয়। রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমেও ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা চেক করা হয়। তবে তীব্র ব্যথায় অনেক সময় রক্তে ইউরিক অ্যাসিড স্বাভাবিক দেখাতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে আল্ট্রাসাউন্ড বা বিশেষ স্ক্যানের সাহায্য নেওয়া হয়।

## দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসা কেন জরুরি

অনেকেই ব্যথা কমলে ওষুধ খাওয়া বন্ধ করে দেন। এটি মস্ত বড় ভুল! গেঁটে বাত মানে শুধু সাময়িক ব্যথা নয়, বরং শরীরে ইউরিক অ্যাসিডের দীর্ঘস্থায়ী ভারসাম্যহীনতাকে বোঝায়। চিকিৎসার প্রধান লক্ষ্য, ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা সবসময় স্বাভাবিকের মধ্যে রাখা। এর জন্য দীর্ঘমেয়াদি, এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে সারাজীবনও ওষুধ খাওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। মাঝপথে চিকিৎসা ছেড়ে দিলে ব্যথা বারবার ফিরে আসে এবং কিডনি ও জয়েন্টের বড় ক্ষতি হওয়ার চরম ঝুঁকি থাকে।

## খাদ্যাভ্যাস নিয়ে ভুল ধারণা

গেঁটে বাত হলে খাওয়াদাওয়া নিয়ে অনেক ভুল ধারণা দেখা যায়। রেড মিট, মেটে, নির্দিষ্ট কিছু সামুদ্রিক মাছ, মিষ্টি পানীয় এবং অ্যালকোহল বিশেষ করে বিয়ার খাওয়া বন্ধ করতে হবে। কিন্তু অনেকেই ভাবেন সব ধরনের প্রোটিন বা ডাল-সবজি খাওয়া একেবারে বন্ধ করে দিতে হবে, যা একদমই ভুল ধারণা। পালং শাক, মাশরুম, মশুর ডাল, মটরশুঁটি বা বিনস খেলে কোনও ক্ষতি হয় না। বরং এগুলো রোজকার পুষ্টিকর খাবারের অংশ। শুধু ডায়েট করে এই রোগ সারানো যায় না। বংশগত কারণ, কিডনির কার্যকারিতা এবং বিপাকক্রিয়ারও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তাই সঠিক খাদ্যাভ্যাসের পাশাপাশি পর্যাপ্ত জল খাওয়া, ওজন ঠিক রাখা এবং চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে চলা খুবই জরুরি।

## সুস্থ থাকার চাবিকাঠি

গেঁটে বাত নিরাময়যোগ্য রোগ। শুরুতেই রোগ চেনা, ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা সম্পর্কে সঠিক ধারণা রাখা এবং চিকিৎসকের পরামর্শে টানা দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়াটাই সুস্থ থাকার আসল চাবিকাঠি। সঠিক নিয়ম মেনে চললে রোগীরা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও কর্মক্ষম জীবন কাটাতে পারেন। বিশেষ করে খাদ্যাভ্যাস ও ডায়েট সম্পর্কে ভুল ধারণা সরিয়ে রেখে সচেতনতা বাড়ালে রোগের ভীতি অনেকটাই দূর হতে পারে।

# মোমোর চাটনিতে ক্ষতি কতটা?

উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি বাঁক থেকে সমতলের অলিগলি- মোমো এখন আমাদের কার্যত ‘স্টেপল ফুড’ বা প্রধান জলখাবার। বিকেলের আড্ডায় এক প্লেট ধোঁয়া ওঠা গরম মোমো আর সঙ্গে টকটকে লাল চাটনি

না হলে ঠিক জমে না। স্বাস্থ্যের বিচারে ডুবো তেলে ভাজা চপ-শিঙাড়ার চেয়ে ভাপা বা স্টিমড খাবার হিসেবে মোমো অবশ্যই ভালো বিকল্প। কিন্তু যে চাটনিটা আমরা পরম তৃপ্তিতে খাচ্ছি, তা আমাদের শরীরের জন্য কতটা নিরাপদ?

প্রস্তুত প্রণালীর গুণে মোমো যথেষ্ট পুষ্টিকর। এতে তেলের ব্যবহার যৎসামান্য, তাই বাড়তি ক্যালোরির ভয় কম। সবজি বা চিকেনের পুর থাকায় এতে প্রয়োজনীয় প্রোটিন ও ফাইবার মেলে। কিন্তু আসল গোলমালটা বাধে ওই চাটনি নিয়ে। মোমোর চাটনির প্রধান উপকরণ প্রচুর পরিমাণে শুকনো লংকা, রসুন ও টমেটো। রসুনের নিজস্ব ভেষজ গুণ রয়েছে এবং তা রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে বটে, কিন্তু চাটনিতে ব্যবহৃত অতিরিক্ত লংকা পেটের বারোটা বাজাতে পারে। রাস্তার ধারের দোকানে চাটনিকে আকর্ষণীয় করতে অনেক সময় সস্তা কৃত্রিম রং ও আজিনামোটো মেশানো হয়। এই চাটনি নিয়মিত খেলে পাকস্থলীর দেওয়ালে জ্বালাভাবের পাশাপাশি আলসারের ঝুঁকি তৈরি হয়। বিশেষ করে যাঁদের হজমের সমস্যা বা ইরিটেবল বাওয়েল সিনড্রোম (আইবিএস) রয়েছে, তাঁদের জন্য এই চাটনি কার্যত বিষের সমান। সেইসঙ্গে স্বাদ ও স্থায়িত্ব বাড়াতে চাটনিতে প্রচুর পরিমাণে নুন ও রাসায়নিক ভিনিগার ব্যবহার করা হয়। অতিরিক্ত নুন উচ্চ রক্তচাপের রোগীদের জন্য বিপজ্জনক।

তাছাড়া রাস্তার ধারের চাটনি কতক্ষণ আগে তৈরি হয়েছে বা কোন জলে সবজি ধোয়া হয়েছে, সেই পরিচ্ছন্নতা নিয়েও প্রশ্ন থেকে যায়। এর ফলে টাইফয়েড বা ডায়ারিয়ার মতো জলবাহিত রোগেরও আশঙ্কা থাকে।

তাহলে কি মোমোর সঙ্গে চাটনি একেবারেই খাবেন না? অল্প পরিমাণে খেতে পারেন। তবে দোকান থেকে মোমো কিনলে অতিরিক্ত ঝাল চাটনি এড়িয়ে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ।

সবথেকে ভালো হয়, যদি বাড়িতেই সামান্য লংকা, বেশি রসুন, ধনেপাতা আর অল্প লেবুর রস দিয়ে চাটনি তৈরি করে নেওয়া যায়। এতে স্বাদও পাবেন, আবার শরীরও থাকবে ফিট। মনে রাখবেন, খাবার স্বাদের জন্য হলেও তা যেন দীর্ঘমেয়াদি রোগের কারণ না হয়ে দাঁড়ায়।

# জুম্বার তালে ঝরবে মেদ

একঘেয়ে শরীরচর্চায় হাঁফিয়ে উঠেছেন? জিম বা দৌড়ঝাঁপ করতে গিয়ে ধৈর্য হারিয়ে ফেলছেন অনেকেই। এই একঘেয়েমি কাটাতে ম্যাজিকের মতো কাজ করতে পারে জুম্বা। এটি এমন এক লাতিন ঘরানার নাচ ও ব্যায়ামের মিশেল, যা শরীরকে ফিট রাখার পাশাপাশি মনকেও চনমনে রাখে।

ক্যালোরি ঝরাতে সেরা বিকল্প জুম্বা ডান্স। এটি প্রধানত উচ্চ-তীব্রতার কার্ডিও এক্সারসাইজ। নিয়মিত ৪০ মিনিট জুম্বা করলে ৮০০ থেকে ১০০০ ক্যালোরি পোড়ানো সম্ভব, যা সাধারণ ব্যায়ামে বেশ কঠিন। এর বিশেষত্ব গানের ছন্দে ওঠা-বসা। শুরুতে ধীর লয়ে শুরু হয়ে আস্তে আস্তে নাচের গতি বাড়ে। এতে শরীরের বিপাকক্রিয়া দ্রুত হয় এবং পেশি সুগঠিত হয়। তবে মনে রাখা জরুরি, শেষ ১৫ মিনিটে নাচের গতি কমিয়ে হৃৎস্পন্দন স্বাভাবিক অবস্থায় আনা প্রয়োজন, না হলে হৃদযন্ত্রের ওপর চাপ পড়তে পারে।

জুম্বা ডান্সের আরেকটি অন্যতম অংশ দলগত আনন্দ-উল্লাস বা ‘শাউট’। মন খুলে হইহুল্লোড় করার ফলে স্ট্রেস হরমোন কমে এবং মন ভালো থাকে। যাঁরা অন্তর্মুখী বা মানুষের সঙ্গে মিশতে কুণ্ঠাবোধ করেন, তাঁদের সামাজিক দক্ষতা বাড়াতে এটি দারুণ কার্যকর। এছাড়া টানা অনুশীলনে শরীর থেকে প্রচুর ঘাম বের হয়, যা শরীরের বিষাক্ত পদার্থ বের করে দিয়ে ত্বকের স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা ফিরিয়ে আনে।

৪ বছর থেকে ৭০ বছর বয়সি যে কেউ জুম্বা করতে পারেন। পিঠ বা হাঁটুতে ব্যথা থাকলেও বিশেষজ্ঞ প্রশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে এটি করা সম্ভব। তবে একটানা ৪৫ মিনিটের বেশি জুম্বা না করাই ভালো। জুম্বার সঙ্গে সঠিক ডায়েট ও প্রাণায়াম যুক্ত করলে শরীর থাকবে একদম ঝরঝরে। মনে রাখবেন, জুম্বা শুধু ওজন কমানোর কৌশল নয়, এটি সুস্থ ও আনন্দময় জীবনযাপনের একটি মাধ্যম।



## যে ৫টি বিষয় মনে রাখবেন

### সঠিক জুতো

জুম্বায় প্রচুর ‘ল্যাটারাল মুভমেন্ট’ (পাশে সরে যাওয়া) এবং লাফঝাঁপ থাকে। সাধারণ চটি বা জুতো পরলে লিগামেন্টে চোট পাওয়ার ঝুঁকি থাকে, যা স্পোর্টস শু প্রতিরোধ করে।

### হাইড্রেটেড থাকা

যেহেতু জুম্বায় প্রচুর ঘাম হয়, তাই শরীরের ইলেক্ট্রোলাইট ব্যালেন্স ঠিক রাখতে জল খাওয়া জরুরি।

### নিজের শরীরের কথা শুনুন

প্রথম দিনেই খুব দ্রুত নাচার চেষ্টা করবেন না। নিজের শারীরিক সক্ষমতা বুঝে গতি বাড়ান। কোনও জয়েন্টে বা বুকে ব্যথা অনুভব করলে সঙ্গে সঙ্গে থামুন এবং প্রশিক্ষকের পরামর্শ নিন।

### পোশাকে স্বাচ্ছন্দ্য

খুব আঁটোসাঁটো পোশাক না পরে আরামদায়ক ও ঘাম শুষে নিতে পারে এমন সুতি বা স্ট্রেচেবল জিম গিয়ার পরুন। এতে হাত-পা নাড়াতে সুবিধা হবে।

### খালি পেটে না থাকা

জুম্বা করতে প্রচুর এনার্জি লাগে। একদম খালি পেটে করলে রক্তে শর্করার মাত্রা কমে গিয়ে মাথা ঘুরতে পারে, আবার ভরা পেটে করলে বমিভাব হতে পারে। তাই হালকা খাবারই সেরা।

ব্যস্ত জীবনে সুস্থ থাকার উপায় জানা আছে আপনার? লিখে পাঠান আমাদের। আপনার লেখা ছাপা হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদের সুস্থ থাকুন পাতায়। শর্ত দুটো – আপনাকে হতে হবে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ এবং লেখা পাঠাতে হবে ইউনিকোডে। সঙ্গে দেবেন যোগাযোগের নম্বর। লেখা পাঠানোর ঠিকানা- health.uttarbanga@gmail.com

# মার্চ মাসের প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তু : বর্ণিল বসন্ত

## রঙিন মথুরা

**প্রথম : দুর্জয় রায়**
(ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি) ক্যানন ইওএস ৫ডি মার্ক ৪

## ক্যানভাসে বাঁধি

**দ্বিতীয় : রাজীব বিশ্বাস**
(শিবমন্দির রোড, শিলিগুড়ি) নিকন ডি৫০০

## রংবাহারি রিশপ

**তৃতীয় : কৌশিক দাম**
(গোমস্তপাড়া, জলপাইগুড়ি) নিকন জেড৫টু

## প্রথম উৎসব

**চতুর্থ : ইন্দ্রজিৎ সরকার**
(বোড়ডাঙ্গি, গঙ্গারামপুর) রিয়েলমি ৯

## তুমি অনন্যা

**পঞ্চম : অমিতাভ সাহা**
(দেবীবাড়ি, কোচবিহার) স্যামসাং এনএক্স১

## স্নিগ্ধ নিসর্গ

**অষ্টম : সুদীপকুমার পাল**
(দক্ষিণ ভারতনগর, শিলিগুড়ি) নিকন ৩৫০০ডি

## মধুচোরের কীর্তি

**ষষ্ঠ : রাজদীপ সাহা**
(সুভাষনগর, ময়নাগুড়ি) ক্যানন ইওএস ৭০ডি

## বসন্তে একদিন

**সপ্তম : ডাঃ শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়**
(মাটিগাড়া, শিলিগুড়ি) কনিকা মিনল্টা ম্যাক্সাম ৫ডি

## খেলার মাঝে

**নবম : অনুপম চৌধুরী**
(ভোলারডাবরি, আলিপুরদুয়ার জংশন) নিকন জেড৫০

আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা

## আরও যাঁরা ছবি পাঠিয়েছেন

শুভ পাল, কোয়েল চৌধুরী, সমন্বয় সাহা, কোহিনুর কর, শিবনাথ সূত্রধর, স্মরণ্যা দাস, অর্জুন ভৌমিক, শুচিস্মিতা সমাজদার, অভিজিৎ পাল, সোমনাথ সরকার ও জীবন ব্যাপারী

ক্যাম্পাস-কাহিনী

# ‘ধানসিঁড়ি’র মোড়ক উন্মোচন দুই ‘প্রধানমন্ত্রী’র

গৌতম দাস

ফাগুনের হাওয়ায় সকাল থেকেই সেজে উঠেছিল বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণ। রংবেরঙের আবিরে রঙিন হয়ে উঠেছিল চারদিক। সেই উৎসবমুখর পরিবেশের মাঝে তুফানগঞ্জের রমণীকান্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রকাশিত হল স্কুলের বার্ষিক পত্রিকা ‘ধানসিঁড়ি’। বিদ্যালয়ের গত বছরের শিশু সংসদের দুই প্রধানমন্ত্রী লিপিকা দেবনাথ এবং দেবজিৎ দাস বার্ষিক পত্রিকা ‘ধানসিঁড়ি’র তৃতীয় সংখ্যার মোড়ক উন্মোচন করে।

পত্রিকায় স্থান পেয়েছে পড়ুয়াদের লেখা কবিতা এবং ছোট গল্প। প্রায় ৪০টি কবিতা জমা পড়েছিল, তার মধ্যে বারোটি কবিতা এবং তিনটি ছোট গল্প এবারের সংখ্যায় জায়গা করে নিয়েছে। সকলেই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল, তাদের লেখনী পত্রিকায় পাতায় জায়গা করে নিয়েছে কি না দেখতে। শেষপর্যন্ত যাদের লেখা প্রকাশিত হয়, তারা আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠে। বাকিরা অবশ্য পরের বছরের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে।

স্কুলের প্রধান শিক্ষক দ্বিজেন রায় বলেন, ‘ধানসিঁড়ি শুধু একটি দেওয়াল পত্রিকা নয়, এটি আমাদের শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতার প্রতিচ্ছবি। এবছর ধানসিঁড়ি পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যা উন্মোচন হয়।’ তবে শুধু পত্রিকা উন্মোচনই নয়, স্কুলের তরফে বসন্ত উৎসবেরও আয়োজন করা হয়েছিল সেদিন।

মঞ্চে ‘ফাগুন হাওয়ায় হাওয়ায়’ গানের তালে অনন্যা বর্মনের নাচ সকলকে মুগ্ধ করে। তারপর রিয়া মোদকের ‘লালে লালে পলাশ ফুল’ গানে নাচও দর্শকদের প্রশংসা কুড়িয়েছিল। ‘এদিন আজি কোন ঘরে গো খুলে দিল দ্বার’ সংগীতে গলা মেলাচ্ছিল কৌশিক দেবনাথ, রাকেশ মোদক, রোহিত দেবনাথ, রিয়া মোদক, জুয়েল দাস, দিয়া মোদকরা। ‘নেমন্তন্ন’ কবিতা পাঠ করে সকলকে তাক লাগিয়ে দেয় রাকেশ মোদক এবং জুয়েল দাস।

স্কুলের শিক্ষক সৌরভ চক্রবর্তী জানালেন, ছোটদের মধ্যে লেখালেখির আগ্রহ বাড়াতে এবং তাদের প্রতিভা প্রকাশের সুযোগ করে দিতেই এই উদ্যোগ। বসন্ত উৎসবের অনুষ্ঠানে কয়েকজন ছাত্রছাত্রী নিজেদের লেখা কবিতা আবৃত্তি করে শোনায় এবং মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানকে প্রাণবন্ত করে তোলে। উপস্থিত অভিভাবকরাও বিদ্যালয়ের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান।

অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন ভেলাপেটা হাইস্কুলের শিক্ষক জিতেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। তাঁর কথায়, ‘এরকম উদ্যোগ খুব কমই চোখে পড়ে সরকারি বিদ্যালয়ে। এতে পড়াশোনায় আগ্রহ বাড়ে পড়ুয়াদের মধ্যে। সেজন্য এই স্কুলের ছাত্রসংখ্যা দিন-দিন বেড়েই চলেছে।’

১৯৯৯ সালে তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের নাটাবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতে শ্যামগঞ্জে স্থাপিত হয়েছিল রমণীকান্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়। বর্তমানে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ১১২ এবং শিক্ষক সংখ্যা পাঁচ। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আশাবাদী, আগামীদিনেও ‘ধানসিঁড়ি’ নিয়মিত প্রকাশিত হবে এবং শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

এবারের বার্ষিক পত্রিকায় জায়গা পেয়েছে চতুর্থ শ্রেণির জুয়েল দাসের ‘মোর রমণীকান্ত’ কবিতাটি লিখে প্রশংসা পেয়েছে। তার কথায়, ‘‘আমার কবিতা ‘ধানসিঁড়ি’ দেওয়াল পত্রিকায় প্রকাশিত হবে, এটা ভেবেই আনন্দ হচ্ছে। এখন থেকে নিয়মিত কবিতা লেখা অনুশীলন করব।’’ উচ্ছ্বাসের সুর স্পষ্ট পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী রিয়া মোদকের গলাতেও। তার লেখা ‘বসন্ত’ কবিতাটিও সবার ভালো লেগেছে। সে বলল, ‘প্রথমবার কবিতা লিখেছিলাম। আর সেটাই সবার ভালো লেগেছে। লেখার প্রতি আগ্রহ আরও বেড়ে গেল।’ আরও অনেক লেখার মধ্যে মেঘা বর্মনের ‘আমার বাবা’, রাজদীপ বর্মনের ‘আমার মা’ কবিতা দুটিও জায়গা করে নিয়েছে।

# সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপনের সমাপ্তি

## সরলা ভূপেন্দ্রনাথ সরকার হাইস্কুল

সৌরভ রায়

কুশমণ্ডি বাজার থেকে ঊষাহরণের মাটির রাস্তা ধরে দলদলিয়া খাঁড়ি পেরিয়ে, সরু মাটির পথ ধরে দক্ষিণ দিকে এগিয়ে গেলে সরলা এলাকায় পৌঁছানো যাবে। এলাকাটি কৃষিপ্রধান। ৫০ বছর আগে এই জনপদের তৎকালীন বাসিন্দা ভূপেন্দ্রনাথ সরকার, রেবা সরকার, কাঠুরাম সরকার, রজনীকান্ত সরকার, কেশব সরকার এবং আরও কয়েকজন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ এলাকায় একটি স্কুলের প্রয়োজনীয়তার কথা উপলব্ধি করেন। এলাকার মানুষ স্কুল তৈরির কাজে এগিয়ে আসেন। বাঁশ, খড় জোগাড় করে স্থানীয়রা স্কুলের ঘর তৈরি করেন। ৬০ জন পড়ুয়াকে নিয়ে ১৯৭৬ সালে সরলা ভূপেন্দ্রনাথ সরকার হাইস্কুলের পথ চলা শুরু হয়। এবার স্কুলটি ৫০ বছরে পা দিল। এই স্কুল ১৯৮৪ সালে পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণি, ১৯৮৫ সালে অষ্টম শ্রেণির অনুমোদন লাভ করে। স্কুলটি ২০০০ সালে মাধ্যমিক এবং তার ১৩ বছর পর ২০১৩ সালে উচ্চমাধ্যমিকের অনুমোদন লাভ করে।

২০২৫ সালে স্কুলের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষের উদযাপন শুরু হয়। এক বছর ধরে নানান অনুষ্ঠান হয়। ২০২৬-এর ৮ জানুয়ারি থেকে ১০ জানুয়ারি পর্যন্ত সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষের সমাপ্তি অনুষ্ঠান হয়। ৮ জানুয়ারি সকালে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। স্কুলের শিক্ষক, বর্তমান ও প্রাক্তন পড়ুয়া এবং অভিভাবকরা এই শোভাযাত্রায় অংশ নেন। ওইদিন দুপুরে কুইজ, আবৃত্তি এবং বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় পড়ুয়ারা অংশগ্রহণ করে। বিকেল থেকে শুরু হয় ছাত্রছাত্রীদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। প্রথম দিন সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী কেয়া সরকার ভাওয়াইয়া গান ও অনুষ্কা সরকার একক লোকনৃত্য পরিবেশন করে।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিনে প্রতিযোগিতামূলক নৃত্য ও কবিতা পাঠ অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যায় সমবেত লোকনৃত্য পরিবেশন করে নবম শ্রেণির ছাত্রী অর্পিতা সরকার এবং অণু সরকার। রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করে একাদশ শ্রেণির ছাত্রী কাকলি সরকার। আবৃত্তি পরিবেশন করে একাদশ শ্রেণির আরেক ছাত্রী অনুরাধা রায়।

আমন্ত্রিত ঊষাভানু খন পালাগান দলের শিল্পীরা উপস্থাপন করেন খন পালাগান ‘যেমন কর্ম তেমন ফল’।

শেষ দিনে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হয়। এরপর বহিরাগত শিল্পীরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন।

দশম শ্রেণির পড়ুয়া অনুরাধা রায় বলে, ‘স্কুলের ৫০ বছর পূর্তির অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারা আমার জীবনের অন্যতম প্রাপ্তি। এই অভিজ্ঞতা কোনওদিন ভুলব না। আমি যতদিন বেঁচে থাকব স্কুল আমার জীবনের সঙ্গে

জড়িয়ে থাকবে।’

স্কুলের অনেক প্রাক্তনী স্মৃতিরোমন্থন করতে গিয়ে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন। তাঁরা জানান, শুরুর সময় থেকে এখনও অবধি বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য স্কুলের শিক্ষক হিমাদ্রি সরকার, মিহিরকুমার সরকার, বিনতা কুণ্ডু, সত্যজিৎ সরকারের অবদান অনস্বীকার্য।

স্কুলের প্রাক্তন ছাত্রী সুনীতা রায় বলেন, ‘এই স্কুল আরও অনেক এগোবে। আমি এই স্কুলের ছাত্রী। আমার সন্তানরাও এখন এই স্কুলে পড়াশোনা করছে।’ তিনি যোগ করেন, ‘আমরা যখন এই স্কুলে পড়তাম তখন একটামাত্র পাকা ঘর ছিল। এখন তো স্কুলের যেদিকে তাকাই সেদিকেই পাকা ঘর।’

আরেক প্রাক্তনী ফুটবলার সুনীতা সরকার বলেন, ‘পড়াশোনার পাশাপাশি স্কুলের শিক্ষকরা আমাকে ফুটবল খেলতে উৎসাহ জুগিয়েছিলেন। যার ফলে আমার মতো অনেক মেয়ে উপকৃত হয়েছে, আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হয়েছে। উৎসবের ৩ দিন আমরা সবাই স্কুলে উপস্থিত ছিলাম।’

আলোর পাশাপাশি স্বাভাবিকভাবেই খানিক অন্ধকার থাকে। স্কুলের টিচার ইনচার্জ নিমাইচন্দ্র সরকার বলেন, ‘স্থায়ী ও অস্থায়ী মিলিয়ে স্কুলে শিক্ষকের সংখ্যা মোট ১৭। এই স্কুলে পড়ুয়ার সংখ্যা প্রায় ৮০০। সম্প্রতি বেশ কিছু শিক্ষক অবসর নিয়েছেন, বেশ কিছু শিক্ষক বদলিও হয়েছেন। ফলে স্কুলে শিক্ষকের ঘাটতি আছে। স্কুলে মিড-ডে মিলের কোনও হল নেই। পড়াশোনার পাশাপাশি এই স্কুলে মেয়েদের ফুটবল দলটিও যথেষ্ট শক্তিশালী কিন্তু সেই দলের অনুশীলন এবং ধারবাহিকতা বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ স্কুলের কাছে নেই। স্কুল কমপাউন্ডে একটা গ্যালারির খুব প্রয়োজন।’ তিনি যোগ করেন, ‘এই স্কুল নির্মল বিদ্যালয় সম্মান, শিশুমিত্র পুরস্কার পেয়েছে। এই স্কুলের শিক্ষক, পরিচালন সমিতি এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতায় সমস্ত বাধা কাটিয়ে এই স্কুল আরও অনেক এগোবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।’

## বিদ্যালয়ের উদ্যোগে ছোটদের বইমেলা

খাগড়াকুড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উদ্যোগে আয়োজিত হয়েছে ছোটদের বইমেলা। শুক্রবার বিদ্যালয়ের গৌড় প্রাঙ্গণে এই বইমেলার উদ্বোধন করেন পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ জাহাঙ্গির আলম। এবার এই মেলা দ্বিতীয় বর্ষে পা দিয়েছে। উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় কবি গোবিন্দ সরকার, লেখক অসমঞ্জ ঘোষ, প্রাক্তন শিক্ষক অখিল রাউত, জিতেন্দ্রনাথ সরকার প্রমুখ। এই মেলায় কলকাতার স্বর্ণরেশ প্রকাশনী সংস্থা ছাড়াও কুশমণ্ডির মদনমোহন লাইব্রেরি ও সরিফা বুক হাউস তাদের সংগ্রহের প্রচুর বই নিয়ে মেলায় হাজির হয়েছে। এছাড়াও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অসমঞ্জের লেখা ‘ভোকাট্টা’ উপন্যাসের মোড়ক উন্মোচন করেন শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ জাহাঙ্গির।

প্রধান শিক্ষক রিয়াজুল ইসলাম বলেন, ‘পাঠ্য বইয়ের বাইরে ছোটদের জন্য অজস্র বই থাকলেও সকলের পক্ষে সেগুলি পড়া বা দেখার সৌভাগ্য হয় না।’ স্বর্ণরেশ প্রকাশনী সংস্থার কর্ণধার জয়দেব ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, শহুরে বইমেলা থেকে গ্রামের বইমেলা ভিন্ন রকমের। গতবছর এই মেলায় ভালো বই বিক্রি হয়েছিল। দু’দিনের বইমেলায় এবছরও ভালো বই বিক্রি হবে বলে আশা বিক্রেতাদের। বিদ্যালয়ের শিক্ষক তথা বইমেলার উদ্যোক্তা প্রীতম সাহা জানান, ধলাহার, নিমডাঙ্গা, গোয়ালগাঁ ও খাগড়াকুড়ি- মোট ৪টি গ্রামের ১০০ ছেলেমেয়ে বর্তমানে এই স্কুলের পড়ুয়া। ওদের পাশাপাশি অন্য বিদ্যালয় ও গ্রামের ছেলেমেয়েরাও মেলা থেকে বই কেনে। তিনি বলেন, ‘সারাবছর এই সব এলাকার ছেলেমেয়েরা নানা রকমের মেলা দেখে। কিন্তু বইমেলা কেমন হয় তার ধারণা ওদের ছিল না। গতবছর বইমেলা আয়োজন করে ভালো সাড়া পাওয়া গিয়েছিল। তাই এবছরও আয়োজন করা হয়েছে।’

চতুর্থ শ্রেণির সোনালি সরকার মেলায় এসে ঠাকুরমার ঝুলি কেনার বায়না ধরেছিল। তাই মেয়েকে মেলা থেকে সেই বইটি কিনে দেয় খাগড়াকুড়ি গ্রামের বাসিন্দা চম্পাবালা সরকার। তৃতীয় শ্রেণির পড়ুয়া বনি সরকার, সাহিন হোসেনরা জানায়, এর আগে তারা এত বই একসঙ্গে দেখেনি।

এই মেলায় রয়েছে কুশমণ্ডির লেখকদের বই। নাট্যকার সুরজিৎ ঘোষের লেখা বই, অসমঞ্জ ঘোষের লেখা ‘মেঘ ভাঙা রোদ্দুর’, ‘চারবাক’ সহ একাধিক কবিতার বই রয়েছে। বইমেলাকে ঘিরে ছোটদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।

# কবি সুকান্ত উচ্চবিদ্যালয়

## বর্ণময় আয়োজনে রজত জয়ন্তী উৎসব

শিলিগুড়ি জংশন সংলগ্ন পাতিকলোনির একসময়ের ছোট্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ‘কবি সুকান্ত উচ্চবিদ্যালয়’ ২৫ বছর পূর্তি করল। ২০০১ সালে স্থানীয় শিক্ষানুরাগী, পাতিকলোনি ক্লাবের সদস্য ও তৎকালীন কাউন্সিলার মুন্সি নুরুল ইসলামের উদ্যোগে যে পথ চলা শুরু হয়েছিল, আজ তা এক মহীরুহে পরিণত হয়েছে। সম্প্রতি জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হল বিদ্যালয়ের রজত জয়ন্তী বর্ষ।

### প্রান্তিক এলাকা থেকে সাফল্যের শিখরে

শুরুতে পাতিকলোনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ঘরে পঠনপাঠন শুরু হলেও, ২০০৫ সালে এটি উচ্চবিদ্যালয় এবং ২০০৮ সালে উচ্চমাধ্যমিকের স্বীকৃতি পায়। এই বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীরা আজ সমাজের বিভিন্ন স্তরে প্রতিষ্ঠিত। কেউ অধ্যাপক, শিক্ষক বা সরকারি উচ্চপদস্থ আধিকারিক; কেউ আবার নামী ফুটবলার, নৃত্যশিল্পী বা সফল ব্যবসায়ী। মূলত তাঁদেরই সহযোগিতায় প্রধান শিক্ষক ঋষিণ বিশ্বাস ও বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই বছরব্যাপী উৎসবের পরিকল্পনা করেছিলেন।

### বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা

উৎসবের সূচনা হয় ২০২৫ সালের ১৭ জানুয়ারি, বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবসে। দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে ইসরোর (ISRO) ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনী যান ‘স্পেস অন হুইলস’ আনা হয়েছিল। শিলিগুড়ির প্রায় ৪০টি স্কুলের পড়ুয়ারা চন্দ্রযান-১ ও স্যাটেলাইট সম্পর্কে খুঁটিনাটি জানার সুযোগ পায় সেখান থেকে। এর পাশাপাশি বিজ্ঞান মডেল, কুইজ ও অঙ্কন প্রতিযোগিতায় পড়ুয়াদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।

নভেম্বরে শহরজুড়ে এক বিশাল শোভাযাত্রা বের করা হয়। আদিবাসী নৃত্য, ব্যান্ড পার্টি, ঢাক এবং ঘোড়ায় চড়া ‘ঝাঁসির রানি’ ও ‘নেতাজি’র সাজে পড়ুয়ারা পথচারীদের নজর কেড়ে নেয়। সুসজ্জিত ট্যাবলোর মাধ্যমে বিদ্যালয়ের ইতিহাস ও কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের সৃষ্টিকে তুলে ধরা হয়।

### সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা

সমাপ্তি অনুষ্ঠান হয়েছে এবছরের ১৫ ও ১৬ জানুয়ারি। উৎসবের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে পাতিকলোনি স্পোর্টিং ক্লাবের মাঠে বসেছিল চাঁদের হাট। প্রথম দিন ছাত্রছাত্রীদের পরিবেশিত বাউলগান ও নৃত্য দর্শকদের মুগ্ধ করে। কবি সুকান্তের ‘রানার’ কবিতা অবলম্বনে একক নাচ এবং শিক্ষকদের অভিনীত নাটক ছিল অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ। ওই দিন জেলার স্কুল পরিদর্শক ও বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। লোকসংগীত ব্যান্ড ‘দোতারা’র গানে প্রথম দিনের অনুষ্ঠান শেষ হয়।

### বঙ্কিমচন্দ্রকে শ্রদ্ধা ও রাফার সুরের জাদু

দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব সহ শহরের বিশিষ্ট গুণীজনেরা। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘বন্দে মাতরম’ সৃষ্টির ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে পড়ুয়ারা একটি বিশেষ তথ্যচিত্র মঞ্চস্থ করে। নৃত্য, গীত ও অভিনয়ের মাধ্যমে দেশাত্মবোধের সেই ইতিহাস জীবন্ত হয়ে ওঠে।

অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিল ‘জি সারেগামাপা লিটল চ্যাম্প’ খ্যাত শিল্পী রাফা ইয়াসমিন-এর গান। তাঁর সুরেলা কণ্ঠের জাদুতে গোটা চত্বর উৎসবে মেতে ওঠে। সবশেষে, প্রধান শিক্ষক ঋষিণ বিশ্বাস বিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী ও প্রাক্তনীদের ধন্যবাদ জানিয়ে এই ঐতিহাসিক উৎসবের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন, এই মিলনমেলা আগামী প্রজন্মের পড়ুয়াদের আরও ভালো কিছু করার প্রেরণা দেবে।

### স্মৃতির পাতায় প্রাক্তনীরা

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কলেজের অধ্যাপিকা তথা প্রাক্তন ছাত্রী ভবানী রায়। পুরোনো শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছে পেয়ে তিনি আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন। স্মৃতির ঝাঁপি খুলে একের পর এক গল্পের মাধ্যমে তিনি ফিরে যান তাঁর স্কুলজীবনে। ভবানী আশা প্রকাশ করেন যে, আগামীদিনে এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি আরও বড় হবে এবং দেশজুড়ে আরও সুনাম অর্জন করবে।

### প্রতিভার বিকাশ ও আত্মবিশ্বাস

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ঋষিণ বিশ্বাস তাঁর বক্তব্যে বলেন, ‘রজত জয়ন্তী বর্ষ উদযাপনের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীরা তাদের বহুমুখী প্রতিভার প্রমাণ দিয়েছে। এই ধরনের বড় অনুষ্ঠান আয়োজনের অভিজ্ঞতা তাদের আত্মবিশ্বাস আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।’ তিনি কামনা করেন, আগামী প্রজন্ম শিক্ষার আলোয় আলোকিত হয়ে সমাজ গঠনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করুক।

### অনুষ্ঠানের ঝলক

ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী রাহি পাল ও অনুপমা মণ্ডলের পরিবেশনা ছিল নজরকাড়া। ‘প্রজাপতি পাখনা মেলো’ এবং ‘ধিতাং ধিতাং’ গানের সঙ্গে তাদের সাবলীল পরিবেশনা দর্শকদের মুগ্ধ করে। অনুষ্ঠান শেষে তারা তাদের শিক্ষক সুব্রত সাহাকে প্রণাম জানিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। উল্লেখ্য, শিক্ষিকা সোমা ম্যাডামের তত্ত্বাবধানে এই খুদে শিল্পীরা স্টুডিওতে গিয়ে রজত জয়ন্তী বর্ষের থিম সং-ও রেকর্ড করেছে।

নবম শ্রেণির ছাত্রীদের দলগত পরিবেশনা ছিল অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ। জুঁই, ভূমিকা, বিশামা, অপ্সরা, মনীষা, সাথি ও বৃষ্টি সরস্বতীবন্দনাটি তৈরি করেছিল। দর্শকদের করতালিতে তাদের সেই পরিশ্রম সার্থক হয়েছে বলে তারা জানায়।

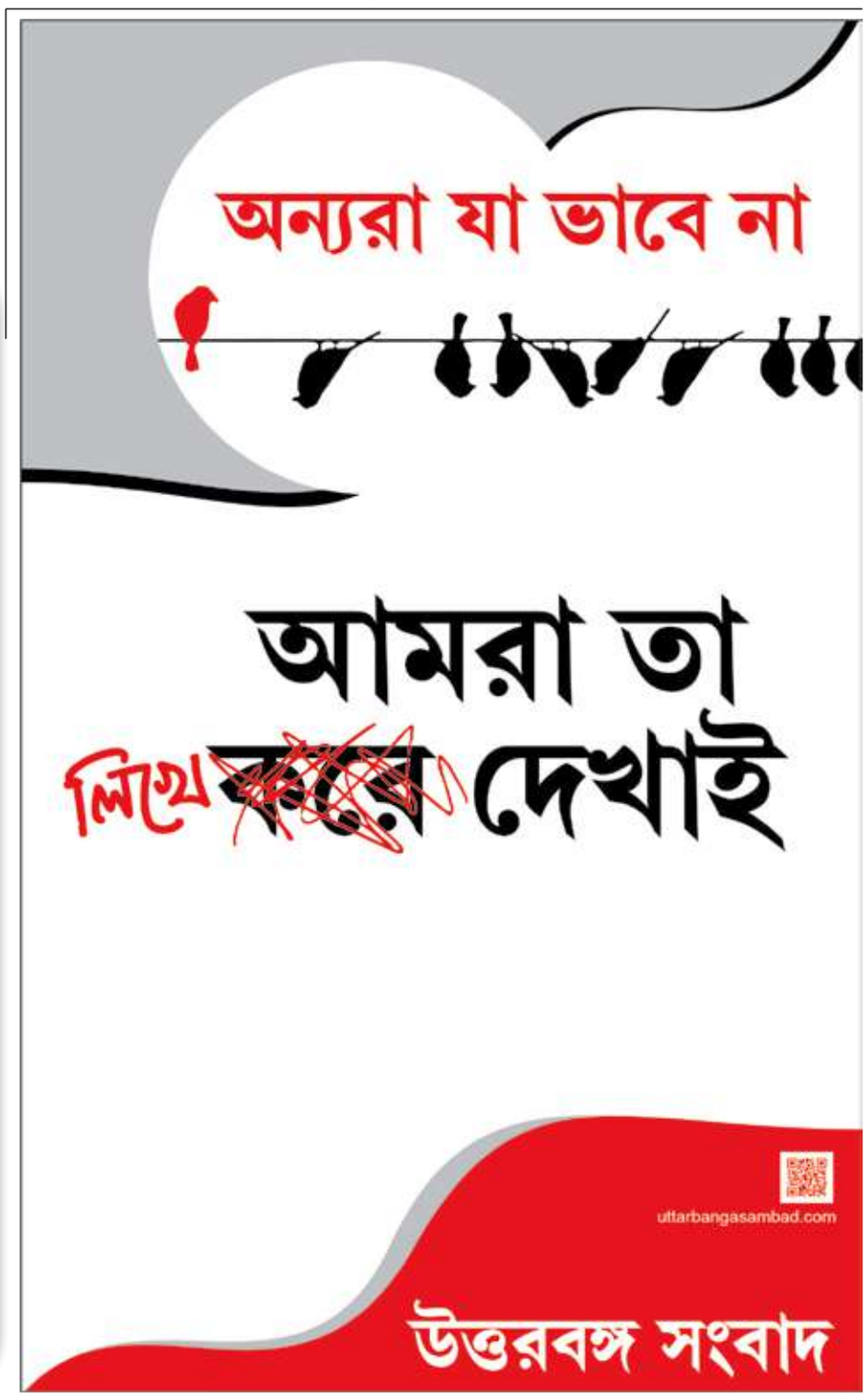

# শোভাযাত্রায় উন্মাদনার সঙ্গী ভোগান্তি

## রামনামে সম্প্রীতির ছবি শিলিগুড়িতে

**প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস**

**শিলিগুড়ি, ২৭ মার্চ :** সরকারিভাবে রামনবমীর ছুটি ছিল ২৬ তারিখ অর্থাৎ বৃহস্পতিবার। তবে, শুক্রবার শহর শিলিগুড়িতে রামনবমীর শোভাযাত্রায় যেভাবে জনসমাগম হল, তাতে এই দিনটিও অঘোষিত ছুটিতে পরিণত হল। গেরুয়া পতাকা, সাবেকি সাজে অংশগ্রহণ করলেন কাতারে কাতারে মানুষ। আট থেকে আশি সকলের মুখে মুখে উচ্চারিত হল 'জয় শ্রীরাম', 'জয় বজরঙ্গবলী'।

একদিকে যখন রাম-সীতা-হনুমান-বানর সাজে নজর কাড়ল খুদেরা। ঠিক তেমনই সাত-আটদিনের প্ল্যানিং শেষে মারাঠি সাজে সাজতে পেরে খুশি তরুণীরা। মাল্লাগুড়িতে হনুমান মন্দিরের সামনে দিয়ে হাঁটছিলেন রানি শা। তাঁর নাকে সাবেকি 'নথ', গলার বিশেষ হার, মহারাষ্ট্রীয় ঐতিহ্যের ধুতির মতো করে পড়া নৌবারি শাড়িতে মারাঠি সাজে সেজেছেন তিনি। রানির মতো আরও অনেককে এদিন একই সাজে দেখা গিয়েছে। প্রতীক্ষা কুমারী, সোনি মাহাতোদের এই সাজ যেন শহরের বুকে একটুকরো মহারাষ্ট্রকে তুলে ধরেছে।

রানির মা বলছিলেন, 'সাতদিন ধরে কেনাকাটা চলেছে। কোন শাড়ি পরবে, তার সঙ্গে কী গয়না মানানসই হবে, ইন্টারনেট ঘেঁটে সেসব ছবি বের করে বাজারে গিয়ে কিনে এনেছে। আজ সকাল সাতটা থেকে তৈরি হয়েছে।' রানি বলল, 'প্রতিবছরই শোভাযাত্রায় আসি। তবে অন্যবার সাধারণ সাজে এলেও এবছর খুব ইচ্ছে ছিল মারাঠি লুকে নিজেকে সাজিয়ে তোলার। আজ সেই ইচ্ছা পূরণ হয়েছে।'

এদিনের শোভাযাত্রায় রামলালার সাজে আলাদা করে সকলের নজর কেড়েছে বছর চারেকের রিয়াংশ মজুমদার। মাঝাবাড়ির বাসিন্দা সে। হিলকার্ট রোডে ট্যাবলোতে রামরূপে রিয়াংশকে দেখে তাকে আদর করতে ছুটে গিয়েছে অনেকে। একদিনের জন্য যেন সেলেব্রিটি হয়ে উঠেছিল এই খুদে। ফোন হাতে নিয়ে তার ছবি তুলতেই ব্যস্ত ছিল অনেকে। রিয়াংশের মা বললেন, 'ছেলে আগেও রাম সেজে শোভাযাত্রায় এসেছে। প্রথমবার রাম সেজে খুব খুশি হয়েছিল। তারপর থেকে প্রতিবছরই রাম সাজছে।' কিন্তু এভাবে সাজিয়ে দিয়েছে কে? উত্তর এল, 'আমি নিজেই সাজিয়েছি।'

মহাত্মা গান্ধি মোড়ে বৌদির সঙ্গে দাঁড়িয়ে সেলফি তুলছিলেন রত্না গজমের। এদিনের শোভাযাত্রা নিয়ে তিনি বললেন, 'অনেক মানুষের সঙ্গে দেখা হয়। সারাটাদিন তো শোভাযাত্রাতেই কাটবে তাই সবার সঙ্গে একটু ভাব করে নিচ্ছিলাম। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবি ছাড়তে হবে তো তাই সবার সঙ্গে কয়েকটা ছবিও তুলেছি।'

বর্ধমান রোডে রাস্তার মাঝে সবাই গোল করে কিছু একটা দেখছিলেন। কেউ কেউ তো ডিভাইডারের ওপর উঠে উৎসুক চোখে তাকিয়ে ছিলেন। ভিড় ঠেলে ভেতরে ঢুকেই দেখা গেল গায়ে ভস্ম মেখে মহাদেবের রুদ্ররূপে তাণ্ডব চলছে। উৎসাহভরে তা দেখছে সকলে। ঝংকার মোড়েও কালীর রণংদেহি সাজে শিল্পীর নাচ মানুষের ভিড় জমিয়ে দিয়েছে। সেই পৌরাণিক আবহে কিছুক্ষণের জন্য থমকে গিয়েছিল শহরের চেনা ব্যস্ততা।

এদিন শহরের বিভিন্ন প্রান্তে মানবিকতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলি। শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারীদের জন্য রাস্তার মোড়ে মোড়ে পানীয় জল, শরবত, লাড্ডু, পায়েস নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন তাঁরা। ভিড়ের মধ্যে ঢুকেও অনেকের হাতে শরবত তুলে দিচ্ছিলেন। বেশকিছু এলাকায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ জল, শরবত বিতরণ করেছেন। যা শহর শিলিগুড়ির ভ্রাতৃত্ববোধকে নতুন করে চিনিয়েছে।

ছুটি না থাকায় অফিস থেকে কিছুটা এগিয়ে এসে বিধান রোডে একটি দোকানের বাইরে দাঁড়িয়ে শোভাযাত্রায় ট্যাবলো দেখছিলেন আসিফ শেখ। তাঁর গায়ে ঘিয়ে রং-এর একটি নতুন পাঞ্জাবি। নতুন পাঞ্জাবি পরে আসার কারণ? বললেন, 'ছুটি নেই, তবে বিকেলে হাসমিচকে যাব। রামনবমীর শোভাযাত্রা দেখে আসব। আমার সহকর্মীরাও যাবে, প্রতিবারই যাই।'

বিধান রোডে টুল পেতে বসে শোভাযাত্রা দেখছিলেন অনেকে। তাঁদের মধ্যে কারও বয়স একটু বেশি, কেউ বিশেষভাবে সক্ষম। রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে-বসে অনেকে শোভাযাত্রা দেখলেন। আর পাশ দিয়ে ট্যাবলো পেরিয়ে যেতেই 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি তুললেন। সঙ্গে সঙ্গে শোভাযাত্রা থেকেও একই ধ্বনি বারবার উচ্চারিত হতে লাগল।

'নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান'-এর মতো রামের নামে মিলে গেল শহর শিলিগুড়ি। ধর্ম, বর্ণ, জাতির ওপরে উঠে নতুন করে সংস্কৃতির মেলবন্ধন দেখল শহর।









*শুক্রবার শিলিগুড়িতে রামনবমীর শোভাযাত্রার বিভিন্ন মুহূর্তের দৃশ্যগুলি লেন্সবন্দি করেছেন সূত্রধর, সঞ্জীব সূত্রধর এবং শমিদীপ দত্ত।*

## পথে বাহন কম, ভাড়া কয়েকগুণ

**শমিদীপ দত্ত**

**শিলিগুড়ি, ২৭ মার্চ :** কোচবিহার থেকে জংশনে আসার পথে নৌকাঘাটে বাস দাঁড় করিয়ে দেওয়ায় অটো ভাড়া করেছিলেন সঞ্জীব রায়, পলাশ বিশ্বাসদের মতো অনেকেই। বর্ধমান রোডে ট্রাফিক অটো দাঁড় করিয়ে দেওয়ায় সেখানেই নামতে হয়েছিল তাঁদের। ভাড়া মেটাতে গিয়ে চক্ষু চড়কগাছ সঞ্জীবদের। নৌকাঘাট থেকে বর্ধমান রোড পর্যন্ত ভাড়া ২০০ টাকা, ক্ষোভে অটোচালককে প্রশ্ন পলাশের। অটোচালকের উত্তর, 'রাস্তায় অটো, টোটো, বাস কিছু দেখছেন? তাও তো আমি চালাচ্ছি। একটু তো বেশি ভাড়া দিতেই হবে।' শুধু ওই অটোচালক নন, তাঁর মতো অনেক অটোচালক, টোটোচালকদের বিরুদ্ধে ইচ্ছেমতো ভাড়া আদায়ের অভিযোগ উঠেছে। রামনবমীকে কেন্দ্র করে ট্রাফিক পুলিশের তরফে বিভিন্ন বিধিনিষেধ কার্যকর হওয়ায়, শুক্রবার সমস্যায় পড়তে হয়েছে বাইরে থেকে শহরে আসা প্রচুর মানুষকে। যানবাহনের সংখ্যা নামমাত্র থাকায় অনেককেই গন্তব্যে পৌঁছাতে হয়েছে হেঁটে।

প্রয়োজন মতো সিটি অটো বা টোটো তো রাস্তায় ছিলই না, সকালের দিকে সরকারি ও বেসরকারি বাস ট্রাফিক পুলিশের নির্দেশিত রুটে চলাচল করলেও, বেলা বাড়তেই অধিকাংশ বাস রাস্তা থেকে উধাও হয়ে যায়। তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাসে গিয়েও অনেকে নির্দিষ্ট সময়ে বাস পাননি। বিষয়টা নিয়ে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের ম্যানেজিং ডিরেক্টর দীপঙ্কর পিপলাইয়ের বক্তব্য, 'বাস পরিষেবায় কোনও প্রভাব পড়েছে কি না, তা শনিবার রিপোর্ট পাওয়ার পর বলা সম্ভব হবে।' কলকাতা থেকে এদিন সকালে টার্মিনাস এলাকায় নামার ১৫ মিনিট পর একটি টোটোয় উঠতে সমর্থ হন শিলিগুড়ির সুভাষপল্লির বাসিন্দা রণজিৎ রায়। কিন্তু গুরুংবস্তির আগে আর টোটোয় আসতে পারেননি তিনি। অগত্যা সঙ্গে থাকা ব্যাগ নিয়ে হাঁটা শুরু করেন তিনি। তাঁর মতো আরও অনেকেই হেঁটেছেন। শিশু এবং লাগেজ নিয়ে হাঁটছিলেন মনীষা বিশ্বাস। চোখে-মুখে ক্লান্তির ছাপ স্পষ্ট। ক্ষোভের সঙ্গে বললেন, 'হায়দরপাড়ায় বাড়ি। কোনওকিছুই পাচ্ছি না। কী করে হেঁটে বাড়ি যাব, বুঝতে পারছি না।' রামনবমীর শোভাযাত্রা যখন হিলকার্ট রোডে, তখন একটি হোটেল থেকে বেরিয়ে জংশনের দিকে লাগেজ টেনে নিয়ে যাচ্ছেন ভূপেন্দ্র সিং। বললেন, 'জংশন থেকে বিকেলের দিকে ট্রেন ছাড়বে। হেঁটেই যেতে হবে। তাই একটু আগেভাগেই বেরিয়ে পড়লাম।' সাধারণত সেবক রোডের চেকপোস্ট থেকে হাসমি চক পর্যন্ত সিটি অটোর যাত্রীপিছু ভাড়া ১০ টাকা। এদিন সকালেও দ্বিগুণ ভাড়া আদায়ের অভিযোগ উঠেছে। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ট্রাফিক) কাজি সামসুদ্দিন আহমেদ বলেন, 'যানজট সমস্যার সমাধানে একাধিক নির্দেশিকা জারি করা হয়েছিল। সাধারণ মানুষের ভোগান্তি যতটা কম করা যায়, সেই চেষ্টাও চালানো হয়েছে।'

- দুপুর না হতেই রাস্তা থেকে উধাও হয়ে যায় বাস সহ বিভিন্ন যানবাহন
- শহরে পৌঁছে গন্তব্যে যাওয়ার ক্ষেত্রে চরম সমস্যায় পড়তে হয় সাধারণকে
- সকালেই দ্বিগুণ ভাড়া আদায়ের অভিযোগ অটো ও টোটোচালকদের বিরুদ্ধে

## ডিজের দাপটে নাভিশ্বাস রোগীদের

**শিলিগুড়ি, ২৭ মার্চ :** উৎসবের ভক্তি ছাপিয়ে শহরজুড়ে এদিন চলল শব্দদানবের তাণ্ডব। রামনবমী উপলক্ষ্যে শিলিগুড়ির প্রধান সড়কজুড়ে বেলাগাম ডিজের দাপটে কার্যত অতিষ্ঠ হয়ে উঠল জনজীবন। শুক্রবার বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই হিলকার্ট রোড থেকে মাল্লাগুড়ি পর্যন্ত এলাকা ডিজেবক্সের দখলে চলে যায়। বেলা ১২টা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রায় ছয় ঘণ্টা একটানা বিকট শব্দে কান ঝালাপালা হওয়ার জোগাড় হয় সাধারণ মানুষের। সবচেয়ে শোচনীয় অবস্থা হয় সড়কের দু'পাশে থাকা নার্সিংহোমগুলোর। মুমূর্ষু রোগী থেকে শুরু করে তাঁদের পরিজন, একটানা শব্দের দাপটে প্রত্যেকেরই নাভিশ্বাস ওঠার জোগাড়।

প্রশাসনের তরফে বারবার ডিজে রুখতে কড়াকড়ির কথা বলা হলেও বাস্তবে তার ফল মিলল না। খোদ পুলিশ প্রশাসনের চোখের সামনেই চলল এই নিয়মভঙ্গ। এই বিষয়ে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (হেডকোয়ার্টার) তন্ময় সরকারের আশ্বাস, 'কোনও অভিযোগ এসে থাকলে অবশ্যই আইনত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' তবে পুলিশের উপস্থিতিতেই কেন এই দাপট, তা নিয়ে সরব হয়েছেন শহরের বিশিষ্ট নাগরিকরা। শোভাযাত্রায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের উপস্থিতি থাকলেও শব্দের দাপট রুখতে কাউকেই উদ্যোগী হতে দেখা যায়নি।

বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন পরিবেশপ্রেমী অনিমেষ বসু। তাঁর কথায়, 'ভোটের মুখে যেভাবে ডিজে বাজল তা উদ্বেগের। বিশেষ করে রোগীরা বেশি সমস্যায় পড়লেন। নির্বাচন কমিশনের অবিলম্বে পদক্ষেপ নেওয়া উচিৎ।'

বিশিষ্ট গল্পকার বিপুল দাস হতাশা প্রকাশ করে বলেন, 'আসলে আনন্দ-উৎসবের মধ্যেও সামাজিক দায়িত্বের ওপরেও যত্নশীল হওয়া বিশেষভাবে প্রয়োজন। আসলে কেউই এখন এই ব্যাপারগুলো নিয়ে সচেতন নয়।' একই সুরে নাট্যকার পার্থ চৌধুরী বলেন, 'কোনও ধরনের উৎসবের আগেই প্রস্তুতি বৈঠককে কেন্দ্র করে ডিজের দাপটের বিষয়টা আসে। প্রশাসনের তরফে কড়াকড়ির ব্যাপারটা বলা হলেও বাস্তবে সেসব কিছুই হয় না। আমরা বিষয়টা নিয়ে একাধিকবার দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের কাছেও গিয়েছিলাম। কোনওকিছুই হয় না। এই দাপট চলছে।'

শুধু বিশিষ্টজনরাই নন, দীর্ঘক্ষণ এই আওয়াজ সহ্য করতে গিয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন পিয়া রায় বা নিরঞ্জন দাসের মতো রোগীর আত্মীয়রা। হিলকার্ট রোডের এক নার্সিংহোমে পরিজনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ভর্তি করেছেন ধীরেন দাস। তিনি আক্ষেপের সুরে বলেন, 'একটানা ডিজের আওয়াজে আমারই অস্বস্তি হচ্ছে। রোগীদের কী হচ্ছে জানা নেই।' মহানন্দা সেতুর সংলগ্ন নার্সিংহোমে থাকা অর্পিতা রায় বলেন, 'কে আর কার কষ্ট বোঝে। যে যার তালেই রয়েছে।' রাত পর্যন্ত শহরের অলিগলিতে চলা এই শব্দতাণ্ডব প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে বড়সড়ো প্রশ্ন তুলে দিয়ে গেল।

*শোভাযাত্রায় ডিজে। শুক্রবার। ছবি : সূত্রধর*


রংদার রোববার



মরীচিকার মসনদ

ভোট আসছে। সেই সংক্রামক মায়াও সমানে মনে উঁকিঝুঁকি মারছে। স্বর্গ থেকে মর্ত্য- এই আদিম আসক্তি চিরকাল বিভেদের বিষ বুনেছে। সেই সূত্রেই আলিবর্দি থেকে কোচবিহারের রাজপ্রাসাদ; সবই বিশ্বাসভঙ্গ আর দীর্ঘশ্বাসের সাক্ষী। আধুনিক গণতন্ত্রের আড়ালে লুকিয়ে থাকা নব্য শোষণে সাধারণ মানুষই পথ হারিয়েছে। ক্ষমতা যে এক অমোঘ মরীচিকা তা অবশ্য শেষপর্যন্ত সে বুঝেছে।

প্রচ্ছদ কাহিনী অনুরাধা কুন্ডা, অনির্বাণ নাগ ও সুমন গোস্বামী

রম্যরচনা শাঁওলি দে

ছোটগল্প বিপুল দাস

অণুগল্প মঞ্জুশ্রী ভাদুড়ী ও ঋতেশ বসু

কবিতা অনুভা নাথ, মণিদীপা বিশ্বাস কীর্তনিয়া, দেবাশিস ভট্টাচার্য, শীলা সরকার ও সৌরভ মজুমদার

পৃথিবীর পাঠশালা

## রহস্যময় এক স্থাপত্য



ইংল্যান্ডের স্টোনহেঞ্জ বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন এবং রহস্যময় এক স্থাপত্য। বিশাল বিশাল পাথরের টুকরো দিয়ে গোলাকার এই কাঠামো তৈরি করা হয়েছিল আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে। রহস্য হল, সেই যুগে চাকা বা আধুনিক কোনও যন্ত্রপাতির আবিষ্কারই হয়নি। অথচ এই পাথরগুলোর একেকটির ওজন প্রায় পঁচিশ টন, আর এগুলো আনা হয়েছিল কয়েকশো কিলোমিটার দূরের পাহাড় থেকে। কীভাবে প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষ এত ভারী পাথর এত দূর টেনে এনেছিল এবং একটার ওপর আরেকটা নিখুঁতভাবে বসিয়েছিল, তা আজও এক অমীমাংসিত ধাঁধা। কেউ বলেন এগুলো এলিয়েনদের কাজ, আবার কেউ বলেন জাদুকর মার্লিন এগুলো তৈরি করেছিলেন। বিজ্ঞানীদের কাছে স্টোনহেঞ্জ আজও এক বড় বিস্ময়।



## লাল চোখের রহস্যময় প্রাণী

১৯৬৬ সালে আমেরিকার পয়েন্ট প্লিজেন্ট এলাকায় এক অদ্ভুত এবং ভয়ংকর প্রাণীর উপদ্রব শুরু হয়। স্থানীয়রা দাবি করেন, তাঁরা সাত ফুট লম্বা এক ডানাওয়ালা প্রাণী দেখেছেন যার চোখগুলো লাল টকটকে আর গাড়ির হেডলাইটের মতো জ্বলজ্বল করে। একে নাম দেওয়া হয় মথম্যান। টানা এক বছর ধরে প্রায় একশোজন মানুষ এই প্রাণীটিকে দেখার দাবি করেন। এরপর ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বর মাসে সেখানকার সিলভার ব্রিজ হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে এবং ছেচল্লিশজন মানুষের মৃত্যু হয়। ওই দুর্ঘটনার পর মথম্যানকে আর কখনও দেখা যায়নি। অনেকেই বিশ্বাস করেন, এই প্রাণীটি আসলে কোনও বড় দুর্ঘটনার আগে মানুষকে সতর্ক করতে এসেছিল। মথম্যান নিয়ে হলিউডে সিনেমাও তৈরি হয়েছে।



## অদ্ভুত পাথরের স্তম্ভ

স্টোনহেঞ্জের মতো আমেরিকাতেও এক অদ্ভুত পাথরের স্তম্ভ ছিল, যার নাম জর্জিয়া গাইডস্টোনস। ১৯৮০ সালে এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি জর্জিয়া রাজ্যে এই গ্র্যানাইটের বিশাল স্তম্ভগুলো তৈরি করান। এতে আটটি ভিন্ন ভাষায় মানবজাতির জন্য দশটি অদ্ভুত নির্দেশ বা রুল লেখা ছিল। প্রথম নির্দেশটিই ছিল— পৃথিবীর জনসংখ্যা সবসময় পঞ্চাশ কোটির নীচে রাখতে হবে, যাতে প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় থাকে। অনেকেই একে ইলুমিনাটি বা কোনও গোপন শয়তানি চক্রের কাজ বলে দাবি করতেন। ২০২২ সালে এক অজ্ঞাত ব্যক্তি বোমা মেরে এই স্তম্ভগুলো ধ্বংস করে দেন। কে এই স্তম্ভ বানিয়েছিলেন আর কে-ই বা ভাঙলেন, তা আজও আমেরিকার ইতিহাসে এক বড় রহস্য।

## জ্বালানিহীন প্লেনের ল্যান্ডিং

মাঝআকাশে যদি বিমানের জ্বালানি পুরোপুরি ফুরিয়ে যায়, তবে কী হবে? ১৯৮৩ সালে এয়ার কানাডার একটি যাত্রীবাহী বিমানের সঙ্গে ঠিক এটাই ঘটেছিল। মাটি থেকে একচল্লিশ হাজার ফুট ওপরে পাইলট দেখেন বিমানের দুটি ইঞ্জিনই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ইঞ্জিনিয়ারদের হিসেবে ভুলের কারণে বিমানে পর্যাপ্ত তেল ভরা হয়নি। ওই বিশাল বোয়িং বিমানটিকে ইঞ্জিন বন্ধ অবস্থাতেই গ্লাইড করে পাইলট নীচে নামাতে শুরু করেন। অবশেষে গিমলি নামের এক পুরোনো এবং পরিত্যক্ত রানওয়েতে তিনি বিমানটিকে নামাতে সক্ষম হন। রানওয়েতে তখন মানুষজন পিকনিক করছিলেন। পাইলটের অসামান্য দক্ষতায় বিমানের ৬১ জন যাত্রীর সবাই কোনও আঁচড় ছাড়াই প্রাণে বেঁচে যান। এটি গিমলি গ্লাইডার নামে ইতিহাসে বিখ্যাত।



# প্রার্থী নিয়ে এখনও কোন্দল বিজেপিতে

# ভূমিপুত্র-র দাবিতে ক্ষোভ

উত্তরের ভোট-আয়না

**পূর্ণেন্দু সরকার ও রামপ্রসাদ মোদক**

**রাজগঞ্জ, ২৭ মার্চ :** রাজগঞ্জের প্রার্থী 'বহিরাগত', তাই তাঁকে কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না বিজেপির কর্মী ও নেতাদের একাংশ। তাঁদের সাফ দাবি, রাজগঞ্জের ভূমিপুত্র তথা রাজবংশী কাউকে প্রার্থী করতে হবে। বৃহস্পতিবার প্রার্থী বদলের দাবিতে রীতিমতো বিক্ষোভ দেখান বিজেপির বিক্ষুব্ধ নেতা-কর্মীরা। শুক্রবার রামনবমীর মিছিলেও দলের একাধিক চেনা মুখকে বিজেপি প্রার্থী হারাধন সরকারের কাছে দেখা যায়নি।

বেলাকোবার অন্যতম দাপুটে বিজেপি নেতা খগেন রায় বৃহস্পতিবার বিক্ষোভে শামিল হন। এদিন রামনবমীর মিছিলে তাঁর গরহাজিরা প্রসঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, বিশেষ কাজে বাইরে থাকায় মিছিলে যেতে পারেননি। তবে প্রার্থী নির্বাচন প্রসঙ্গে চরম হতাশা নিয়ে তিনি বলেন, ''একসময় বাপিদা (বাপি গোস্বামী) 'বিজেপি বাঁচাও' নামে একটি কমিটি গড়েছিলেন। আমি সেই কমিটির অন্যতম কর্মকর্তা ছিলাম। সেই কমিটিতে বিভিন্ন জেলার বিজেপির কর্মকর্তারা ছিলেন। এবার রাজগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপির জেতার দারুণ সুযোগ ছিল। কিন্তু বাপি গোস্বামীরা সেই সুযোগটা হাতছাড়া করলেন।'' এদিন প্রার্থীর আশপাশে মুকুন্দ রায়, অনুকূল রায়দের মতো পরিচিত নেতাদেরও দেখা যায়নি। বহিরাগত একজনকে প্রার্থী করে আদতে এই আসনটি তৃণমূলকে 'উপহার' দেওয়া হল। এর নেপথ্যে দলের প্রাক্তন জেলা সভাপতি বাপি গোস্বামীর কলকাঠি নাড়ার তত্ত্ব তুলে ধরছেন বিক্ষুব্ধরা।



*বেলাকোবায় রামনবমীর মিছিলে বিজেপি প্রার্থী হারাধন সরকার।*

কিন্তু কে এই হারাধন সরকার, যাঁকে নিয়ে দলের অন্দরে এত বিতর্ক? রাজনৈতিক মহলের খবর, হারাধন বরাবর কংগ্রেসের সক্রিয় কর্মী ছিলেন। একসময় পাহাড়পুর পঞ্চায়েতে কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সদস্য ছিলেন। ১৯৯৮ সালের পর তিনি দল বদলে তৃণমূলে যোগ দেন। তৃণমূলে থাকাকালীন বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনগুলিতে এই হারাধন তৎকালীন পদ্ম কর্মীদের সঙ্গে গোলমালে জড়ান। এরপর ২০১৫ সালে তিনি গেরুয়া শিবিরে নাম লেখান। বিজেপিতে মূলত নমশূদ্র সম্প্রদায়ের নেতা হিসেবে তাঁর পরিচিতি। দলের একাংশের মতে, হারাধন কখনোই নামজাদা বিজেপি নেতা হয়ে উঠতে পারেননি। তাঁকে যে দল বিধানসভায় টিকিট দেবে, তা স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি রাজগঞ্জের আদি বিজেপি নেতারা। এই বিক্ষুব্ধদের মধ্যে অন্যতম আইনজীবী প্রকাশ রায়। ২০১৬ সালে তিনি রাজগঞ্জ কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী ছিলেন। বৃহস্পতিবার বাড়িতে পুজো থাকায় তিনি রামনবমীর মিছিলে যাননি বলে জানিয়েছেন। তাঁর সাফ হুঁশিয়ারি, প্রার্থী বদলের দাবি না মানলে, রাজগঞ্জে বিক্ষুব্ধদের তরফে বিজেপি সমর্থিত নির্দল প্রার্থী দেওয়া হবে।

প্রার্থী নিয়ে অভিযোগের আঙুল যাঁর দিকে, বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক বাপি গোস্বামীর অবশ্য দাবি, 'নমশূদ্র সহ সব সম্প্রদায়ের মানুষকে প্রার্থী করা হয়েছে। দল বড় হলে অনেকের একটু অভিমান হতে পারে। তবে প্রার্থীর সমর্থনে আমাদের কর্মীরা প্রচার শুরু করেছেন।'

অন্যদিকে সমস্ত বিতর্কের কথা উড়িয়ে দিয়ে হারাধনের বক্তব্য, 'আমি নির্বিঘ্নে রামনবমীর মিছিল করেছি। দলীয় কর্মীদের নিয়ে নির্বাচনি প্রচারেও বেরিয়েছি। সকলেই আমার সঙ্গে আছেন।'

## ক্ষতিপূরণ নিয়ে নিগমকে ভর্ৎসনা

**কলকাতা, ২৭ মার্চ :** উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমে চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের নিয়োগ সংক্রান্ত মামলা চলাকালীন যাঁদের মৃত্যু হয়েছে, তাঁদের ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রে কী পদক্ষেপ করা হয়েছে, প্রশ্ন তুলল কলকাতা হাইকোর্ট। শুক্রবার প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি বিভাস পট্টনায়েকের ডিভিশন বেঞ্চ মন্তব্য করে, 'এক বছর আগের নির্দেশ কার্যকর করতে এত গড়িমসি কেন? আদালতের নির্দেশ বুঝতে অসুবিধা হলে এবার ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে ডেকে পাঠানো হবে।' এই মামলা চলাকালীন ৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। তাই আদালত এদিন নির্দেশ দিয়েছে, মৃত কর্মচারীদের আইনানুগ উত্তরাধিকারীদের ক্ষতিপূরণ মিটিয়ে দিতে পদক্ষেপ করতে হবে এনবিএসটিসিকে। ৩ সপ্তাহের মধ্যে তাঁদের ক্ষতিপূরণের অঙ্ক কত দাঁড়িয়েছে, তা হিসেব করে জানাতে হবে রাজ্যকে। সেই অনুযায়ী টাকা ছাড়ার ব্যবস্থা করবে রাজ্য।

২০১৪ সালে শ্রমিক ট্রাইবিউনালের নির্দেশ অনুযায়ী ২২ জনকে চাকরির নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এরপর ১৮ জন নিয়োগপত্র পেলেও ৪ জনের ক্ষেত্রে বয়সসীমার কারণে নিয়োগ দেওয়া হয়নি। তবে আদালতের নির্দেশ মেনে বাকি ৪ জনকে নিয়োগ করা হয়েছে বলে আদালতে জানান এনবিএসটিসির আইনজীবী। যদিও রাজ্যের আইনজীবীর বক্তব্য, অবসরের বয়সসীমা ৬০ বছর। এক্ষেত্রে আগের নির্দেশ সংশোধন করা হোক। তবে আবেদনকারীদের পক্ষে আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য ও আইনজীবী শান্তি দাস জানান, ২০২৫ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি আদালত নির্দেশ দিয়েছিল, মামলা চলাকালীন যে ৬ জনের মৃত্যু হয়েছে তাঁদের ক্ষতিপূরণের জন্য পরিবারের কাছে প্রয়োজনীয় নথি সংগ্রহ করতে হবে। এই নির্দেশ কার্যকর করেনি এনবিএসটিসি। এরপরই প্রধান বিচারপতি এনবিএসটিসির উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করেন, 'ক্ষতিপূরণের বিষয়ে আপনারা এখনও পদক্ষেপ করেছেন? গণনার কাজ মিটেছে? যদি তা করে থাকেন, রাজ্য অর্থ না দেয়, সেটা আলাদা বিষয়। অন্যথায় ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে ডাকতে হবে।' তারপরই আদালত তিন সপ্তাহের সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে।

বঙ্গের ভোটরঙ্গ




## মহিলার 'প্রস্টেট' রিপোর্ট ঘিরে বিতর্ক

*প্রথম পাতার পর*

করার পরামর্শ দেন। সেইমতো মেডিকেলেই বেসরকারি উদ্যোগের সঙ্গে চলা (পিপিপি) এমআরআই কেন্দ্রে তাঁর ওই পরীক্ষা করা হয়। ১৯ মার্চ এমআরআই করা হয়েছে। সেই পরীক্ষার রিপোর্ট নিয়ে ওই রোগী চিকিৎসককে দেখাতে যান। সেই রিপোর্ট দেখেই চক্ষু চড়কগাছ অঙ্কোলজি বা ক্যানসার বিভাগের চিকিৎসকদের। তাঁরা দেখেন, রিপোর্টে ওই মহিলার নামের পাশে পুরুষ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। রিপোর্টের শেষ লাইনে লেখা হয়েছে, বয়স অনুযায়ী প্রস্টেট স্বাভাবিক রয়েছে।

প্রস্টেট পুরুষদের থাকে। কিন্তু রিপোর্ট বলছে, ওই মহিলার প্রস্টেট স্বাভাবিক। ইউরোলজির বিভাগীয় প্রধান ডাঃ বিশ্বজিৎ দত্তের কথায়, সম্পূর্ণ দায়িত্বজ্ঞানহীনভাবে রিপোর্ট তৈরি হয়েছে। এই ঘটনার উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত হওয়া উচিত। তাঁর বক্তব্য, 'এভাবে হয়তো বহু রোগীরই ভুলভাল রিপোর্ট দেওয়া হচ্ছে। চিকিৎসকদের তো রিপোর্টের ভিত্তিতেই রোগীর চিকিৎসা করতে হয়। সেখানে রিপোর্টই যদি ভুল হয় তাহলে চিকিৎসাও ভুল হওয়া স্বাভাবিক।' তিনি ওই মহিলার পুনরায় এমআরআই করানোর দাবি তুলেছেন।

প্রশ্ন উঠেছে, মেডিকেলে চিকিৎসার জন্য আসা উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তের গরিব মানুষের পরিষেবার দিকে কর্তৃপক্ষের কোনও নজরদারি নেই। হাসপাতাল সুপারের অফিসও কার্যত গড়ের মাঠ হয়ে থাকছে। হাসপাতাল সুপার কলেজ অধ্যক্ষের বাড়তি দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকে কলেজের অফিসেই বসছেন। ফলে হাসপাতালে রোগী পরিষেবা দেখার কেউ নেই।

চিকিৎসদের অনেকেই দাবি করেছেন, সুপার না থাকলেও হাসপাতালে অতিরিক্ত সুপার, ডেপুটি সুপার, একাধিক সহকারী সুপার রয়েছেন। তাঁদের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। অঙ্কোলজি বিভাগের প্রধানের কথায়, 'এত দায়িত্বজ্ঞানহীন রিপোর্ট নিয়ে কীভাবে মানুষের চিকিৎসা করব? কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি, কাজ না হলে মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত এই রিপোর্ট নিয়ে দরবার করব।'

## পরিদর্শন

**নাগরাকাটা, ২৭ মার্চ :** মালবাজারের ৪৬তম ব্যাটালিয়ন পরিদর্শন করলেন সশস্ত্র সীমা বল (এসএসবি)-এর মহানির্দেশক সঞ্জয় সিংহল। বৃহস্পতিবার রাতে তিনি ভারত-ভুটান সীমান্তে বাহিনীর শিবচু চৌকিতে যান। শান্তিপূর্ণ এবং নিরপেক্ষ ভোটের স্বার্থে কী করণীয় সে বিষয়ে নির্দেশ দেন। শুক্রবার তিনি ৪৬তম ব্যাটালিয়নের মালবাজারের কার্যালয়ে সীমান্ত সুরক্ষার বিষয়টি খতিয়ে দেখেন। একটি গাছের চারাও রোপণ করেন সেখানে তিনি। ছিলেন এসএসবির মহানিরীক্ষক বন্দন সাক্সেনা, উপনিরীক্ষক হৃষীকেশ শর্মা প্রমুখ।

## জয় শ্রীরাম

*প্রথম পাতার পর*

খড়িবাড়িতে আবার ফাঁসিদেওয়া কেন্দ্রের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দুর্গা মুর্মু ও রিনা টোপ্পো এক্কা পাশাপাশি ঢাকের তালে তাল মিলিয়ে নেচেছেন। প্রবীণ বিজেপি প্রার্থীর পা ছুঁয়ে প্রণাম করলেন রিনা। বুঝিয়ে দিলেন যেন, রামনামের জোয়ারে গা না ভাসালে কপালে দুঃখ আছে। দিনভর শিলিগুড়ির অলিতে-গলিতে গেরুয়া আবির আর শঙ্খধ্বনির মাঝে একটি বিষয় পরিষ্কার- আদর্শের লড়াই গৌণ, ধর্মীয় আবেগই ভোটের ময়দানে তুরুপের তাস। সব দলই এখন রামের শরণাপন্ন।

# কোর এলাকায় নদীতে বালি খননে প্রশ্ন

**নীতেশ বর্মন**

**শিলিগুড়ি, ২৭ মার্চ :** রাস্তার কাজ করতে গিয়ে জঙ্গলের কোর এলাকায় আর্থমুভার দিয়ে খনন করা হচ্ছে। শিলিগুড়ির পাশে গুলমা এলাকায় মহানন্দা নদীতে এমন খনন নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। এলাকাটি মহানন্দা অভয়ারণ্যের অন্তর্গত। বনাধিকারিকদের একাংশের অভিযোগ, এভাবে খননের ফলে বনের পরিবেশ বিঘ্নিত হচ্ছে। ভারী গাড়ি চলাচলের শব্দে ঘাবড়ে যাচ্ছে বুনোরা। ফলে বন্যজন্তুদের যাতায়াতে সমস্যা তৈরি হতে পারে বলে আশঙ্কা পরিবেশপ্রেমীদের।

এত গেল বুনোদের কথা। আর এই খননের ফলে মহানন্দা নদীর গভীরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেতুর পাশে খনন হলে ক্ষতির আশঙ্কা থাকে। এই খনন রুখতে স্থানীয়দের একাংশ নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে চিঠিও দিয়েছে বলে দাবি। তারপরও নজর না দেওয়ায় প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

এব্যাপারে দার্জিলিংয়ের ডিএফও দীপক এম তদন্তের আশ্বাস দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, 'খননের হিসেব রাজ্যের সরকারি পোর্টালে রাখা হচ্ছে। কয়েক ধাপে খতিয়ে দেখা হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত চলছে।' আর এই খননের ফলে সেতুর ক্ষতি হবে না বলে তিনি দাবি করেছেন। অন্যদিকে, ওই স্থানে খননের অনুমতি থাকা সংস্থার তরফে দাবি করা হয়েছে, তারা নিয়ম মেনেই কাজ করছে।

বন দপ্তরের কর্তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, প্রশাসনের অনুমতিতে জাতীয় সড়কের কাজের জন্য এই খনন করা হচ্ছে। শুধু মহানন্দা নদীর জঙ্গল এলাকা থেকে প্রত্যেক বছর ৭ লক্ষ ৫০ হাজার কিউবিক মিটার হিসাবে খননের অনুমতি রয়েছে। দুই ধাপে সেই খননকার্য তদারকি করা হয় বলে দাবি। সরকারি কাজে বালি, পাথরের জোগানের সমস্যা মেটাতে এই উদ্যোগ। অন্যদিকে, নদীর বহনক্ষমতার স্বাভাবিকতা বজায় থাকে এবং বন্যায় নদীর জলে উপচে দু'কূল ভাসিয়ে দেওয়ার আশঙ্কা কমে যায়।

স্থানীয়রা বলছেন, এতদিন গুলমার মহানন্দা রেলসেতু থেকে অনেকটা দূরে খনন হত। তার পাশেই মজুত করা হত সেগুলি। সেখান থেকে রাস্তার কাজের বালি, পাথর ডাম্পারের মাধ্যমে পাঠানো হত। কিন্তু বর্তমানে ওই রেলসেতুর আরও ভিতরে ঢুকে খনন করা হচ্ছে। ওই এলাকাটি জঙ্গলের কোর এরিয়া বলে কাউকে যেতে দেওয়া হত না। দিনভর তো বটেই, এমনকি রাতের দিকেও সেই কাজ চলছে। অভিযোগ, বছরে যে পরিমাণ



- এতদিন গুলমার মহানন্দা রেলসেতু থেকে অনেকটা দূরে খনন হত
- বর্তমানে ওই রেলসেতুর আরও ভিতরে ঢুকে খনন করা হচ্ছে
- ওই এলাকাটি জঙ্গলের কোর এরিয়া, সেখানে দিনভর তো বটেই এমনকি রাতের দিকেও কাজ চলছে

সামগ্রী খননের কথা তার থেকে বেশি খনন করা হচ্ছে। দশ নম্বর জাতীয় সড়কের কাজের জন্য এই খননের অনুমতি থাকলেও রাতের অন্ধকারে অন্য কাজের জন্যও সেই সামগ্রী পাঠানো হচ্ছে। রাজ্যের শাসকদলের নেতাদের একাংশের হাত দেখছেন বিরোধীরা। যদিও শাসকদলের তরফে অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে।

বনকর্মীদের একাংশ জানাচ্ছে, যেখানে খনন করা হচ্ছে, সেই স্থান দিয়ে বন্যজন্তুদের আনাগোনা চলে। খননের ফলে বুনোদের সমস্যা হলে তারা লোকালয়ে চলে আসতে পারে। পরিবেশপ্রেমী সংস্থা ন্যাফের কোঅর্ডিনেটর অনিমেষ বসুর বক্তব্য, 'এসব করতে গিয়ে আদতে জঙ্গল এবং নদীর পরিবেশ কতটা রক্ষা পাচ্ছে সেটাও নজরে রাখা জরুরি।'

# পেট্রোল ও ডিজেলে অন্তঃশুল্ক

*প্রথম পাতার পর*

ডিজেলের ওপর অন্তঃশুল্ক পুরোপুরি তুলে নেওয়া হয়েছে। যদিও বাংলার মুখ্যমন্ত্রী কটাক্ষ করেছেন, 'আগে তো কমুক। বাড়িয়েছে কত? শাড়ির দোকানের মতো। হাজার টাকা দাম বাড়িয়ে চারশো টাকা ছাড় দেওয়ার মতো। শুল্ক কমানো মানে দাম কমবে? শুল্ক কত শতাংশ কমেছে। দাম তো কমেনি।'

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান আবার সরাসরি মমতার বক্তব্যকে নিশানা করেছেন। তাঁর ভাষায়, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভোটে হারছেন বুঝে মানুষের মধ্যে ভয় তৈরি করতে যা খুশি তাই বলছেন।' কংগ্রেসের পবন খেরার বক্তব্য, 'অন্তঃশুল্ক কমানোয় সাধারণ মানুষের কোনও সুবিধা হবে না। আমি, আপনি যে দাম দিচ্ছিলাম, সেটাই দেব। তাহলে কাদের জন্য শুল্ক কমানো হল?'

জ্বালানি লকডাউন সংক্রান্ত জল্পনা অবশ্য বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর কথায় নয়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সবাইকে একজোট থাকতে হবে বলে সংসদে সম্প্রতি যে মন্তব্য করেছিলেন, তাতে বিভ্রান্তি বাড়ে। কিন্তু দেশজুড়ে লকডাউন চর্চায় জল ঢালতে শুক্রবার কেন্দ্র আশ্বাস দেয়, 'কোভিডের মতো প্রস্তুতি বলতে প্রশাসনিক প্রস্তুতি ও বিকল্প পরিকল্পনা বোঝানো হয়েছে। ঘরে থাকার নির্দেশ বা চলাচলে নিষেধাজ্ঞা বোঝানো হয়নি।'

যতদিন না পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়, ততদিন প্রতি ১৫ দিন পরপর পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম পর্যালোচনা করার সিদ্ধান্তও ঘোষণা করেছে কেন্দ্র। জ্বালানি লকডাউন নিয়ে চর্চার মধ্যে শুক্রবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ভোটমুখী বাদে বাকি রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক করেন। পরে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী জানান, দেশে জ্বালানির ঘাটতি হবে না। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির দোহাই দিয়ে আপাতত তেলের দামও বাড়ানো হবে না।

পেট্রোলিয়ামমন্ত্রী বলেন, বিশ্বজুড়ে অনিশ্চয়তার মধ্যেও ভারত বারবার স্থিতিশীলতা প্রমাণ করেছে। ভবিষ্যতেও সময়োপযোগী ও সমন্বিত পদক্ষেপ করা হবে। শুক্রবার প্রধানমন্ত্রীর ভার্চুয়াল বৈঠকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত মুখ্যমন্ত্রীদের মধ্যে ছিলেন অন্ধ্রপ্রদেশের চন্দ্রবাবু নাইডু, ছত্তিশগড়ের বিষ্ণু দেব সাই, তেলেঙ্গানার রেবন্ত রেড্ডি, উত্তরপ্রদেশের যোগী আদিত্যনাথ, জম্মু ও কাশ্মীরের ওমর আবদুল্লা, পঞ্জাবের ভগবন্ত মান, মধ্যপ্রদেশের মোহন যাদব, ঝাড়খণ্ডের হেমন্ত সোরেন, উত্তরাখণ্ডের পুষ্কর সিং ধামি, গুজরাটের ভূপেন্দ্র প্যাটেল এবং মহারাষ্ট্রের দেবেন্দ্র ফড়নবিশ।

পেট্রোলিয়ামমন্ত্রক জানিয়েছে, বাণিজ্যিক এলপিজি-র সরবরাহ সহজ করতে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যগুলির জন্য বরাদ্দ ৭০ শতাংশে বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর মধ্যে ২০ শতাংশ বরাদ্দ ইস্পাত, অটোমোবাইল, টেক্সটাইল সহ শ্রমনির্ভর শিল্পগুলির জন্য। পাইপ গ্যাস বিকল্প নয়- এমন শিল্পগুলি এতে অগ্রাধিকার পাবে। পেট্রোলিয়ামমন্ত্রকের যুগ্মসচিব সুজাতা শর্মা জানান, আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম বাড়লেও সরকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রেখেছে।

তিনি জানান, ভারতের এলপিজি আমদানির প্রায় ৯০ শতাংশ হরমুজ প্রণালী দিয়ে আসে। সেই কারণে সরকার প্রথমে বাণিজ্যিক এলপিজি সরবরাহ বন্ধ করে গৃহস্থালি সরবরাহকে অগ্রাধিকার দিয়েছিল। পরে ধাপে ধাপে বাণিজ্যিক সরবরাহ চালু করা হয়। প্রথমে ২০ শতাংশ, পরে ১০ শতাংশ, তারপর ৫০ শতাংশ এবং এখন ৭০ শতাংশ সরবরাহ বাড়ানো হয়েছে।

সমুদ্র পরিবহণ সংক্রান্ত দপ্তরের ডিজি'র (শিপিং) দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় উপসাগরীয় অঞ্চলে কোনও ভারতীয় পতাকাবাহী জাহাজ বা ভারতীয় নাবিকের বিপদের খবর পাওয়া যায়নি। পারস্য উপসাগরে এখন ২০টি এমন জাহাজ রয়েছে, যেখানে ৫৪০ জন ভারতীয় নাবিক কর্মরত। তাঁরা সবাই নিরাপদে আছেন।

# স্কুল এক, দুই প্রার্থী

**কুমারগঞ্জ, ২৭ মার্চ :** বিধানসভা নির্বাচনের আগে হঠাৎই শিরোনামে উঠে এসেছে আঙিনা-বরইট হাইস্কুল। কুমারগঞ্জ ব্লকের একেবারে বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া এই স্কুল সমজিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত। এখন তো মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিকের ফল প্রকাশের সময় নয়, তাহলে হঠাৎ স্কুল নিয়ে চর্চা কেন? কারণ, আসন্ন নির্বাচনে এই স্কুলের দুই শিক্ষক প্রার্থী হয়েছেন। দুজনেই বাম প্রার্থী।

এই স্কুলের ইংরেজির শিক্ষক অর্ণব চৌধুরী বালুরঘাট বিধানসভা কেন্দ্র থেকে বাম প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। তিনি প্রয়াত বিশ্বনাথ চৌধুরীর পুত্র। অন্যদিকে, একই স্কুলের ভূগোলের শিক্ষক বাপ্পাই হোড়ো তপন বিধানসভা কেন্দ্র থেকে বাম প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে লড়ছেন। একই স্কুলের দুই শিক্ষক দুটি ভিন্ন কেন্দ্র থেকে প্রার্থী হওয়ায় বিষয়টি নিয়ে স্কুলের পড়ুয়া ও অভিভাবক মহলেও জোর চর্চা শুরু হয়েছে।

কুমারগঞ্জের ডাঙ্গারহাট থেকে ডানদিক দিয়ে চলে যায় আঙিনা-বরইট গ্রাম। যে পাকা রাস্তা দিয়ে যুক্ত রয়েছে এই দুটো গ্রাম, সেই রাস্তার দশা এতটাই খারাপ যে বর্তমানে বালুরঘাট থেকে একটি বাস চলে। সেই রাস্তাতেই পড়ে আঙিনা-বরইট হাইস্কুল। স্কুলে বর্তমানে মোট ১,২৪৭ জন ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করছে। এমনিতে এই স্কুলে ১৯ জন শিক্ষক রয়েছেন।

# ভাতা ও ধর্ম, হুমকি-ভয়ের দোলাচলে বঙ্গে ভোটরঙ্গ

*প্রথম পাতার পর*

কিন্তু সব ধর্মের মানুষের সঙ্গে মিলেমিশেই চলি।'

ধর্ম-ধর্ম নিয়ে হইহুল্লোড়ের আবহেও বাংলায় এরকম লোকের সংখ্যা একেবারে কম নয়। যাঁরা নিজ ধর্ম পালন করেন। মন্দিরে পুজো দেন, মসজিদে নমাজ পড়েন, গির্জায় প্রার্থনা করেন। কিন্তু ধর্মীয় বিদ্বেষ তাঁদের স্পর্শ করে না। মেরুকরণের গভীর জলাশয়ে এই মানুষগুলো যেন দ্বীপের মতো। শুধু উচ্চশিক্ষিত নয়, অনেক গরিবের মনেও ধর্ম মুখ্য বিষয় নয়। তাঁদের কাছে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ জীবনধারণ ও রুজিরুটির সংস্থান।

তিনদিন আগে আমার পুরোনো সহকর্মী এক সাংবাদিক শিলিগুড়িতে এক টোটোচালকের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ গল্প করেন। টোটোচালকের সার কথা, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের সর্বনাশ করে দিয়েছেন। টোটোর রেজিস্ট্রেশনের নামে হাজার হাজার টাকা নিয়েছেন। এরপরেও পুলিশ টাকা নেয়, মমতার দলের লোকেরা তোলা আদায় করেন। অতিষ্ঠ তাঁরা। কিন্তু মোদিকেও ভরসা নেই তাঁর। টোটোচালকের কথায়, নরেন্দ্র মোদিরা গরিবের সঙ্গে থাকেন না।

তাঁর ভয়, বিজেপি ক্ষমতায় এলে টোটোই হয়তো তুলে দেবে। তৃণমূল থাকলে অন্তত জীবিকা কেড়ে নেবে না। যদিও তিনি বাজারের হাওয়া শুনেছেন, কিছুটা বিশ্বাসও করেন- এবার দিদি যাচ্ছেন, মোদি আসছেন। একইসঙ্গে অকপট স্বীকারোক্তি, বাড়ির মেয়েরা তাঁর কথা শুনছেন না। তাঁরা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পান, অন্য সুবিধা পান। প্রতিবার পাড়ার মহিলারা দলবেঁধে ভোট দেন জোড়াফুলে। এবারও নাকি দেবেন!

এই কথোপকথনের মূল সুর তাহলে- গরিব মানুষের একাংশ এখনও ঠিক করে উঠতে পারেননি- দিদি না মোদি! ধর্ম তাঁদের কাছে বড় ব্যাপার নয়। টাকা এবং প্রাপ্তিটাই শেষকথা। সেই প্রাপ্তির টানে মহিলারা দলবেঁধে ছোটেন মমতাকে সমর্থন জানাতে। অথচ বাড়িতে, পাড়ায় প্রবল তৃণমূল সরকার বিরোধী অসন্তোষ। অদ্ভুত দোটানার বাতাবরণ। এই দোটানায় কিন্তু কোথাও বামেদের ঢুকে পড়ার পরিস্থিতি নেই।

ওই টোটোচালকের সিপিএমের প্রতি রাগ বা বিদ্বেষ নেই ঠিকই। কিন্তু তিনি মনে করেন, সিপিএমকে দিলে ভোটটা নষ্ট হবে। সিপিএম জিতবে বলে তাঁর বিশ্বাস হয় না। এই কথোপকথন নিছক উদাহরণ। মানুষের মধ্যে তৈরি হওয়ার ধারণার নমুনা তো বটেই। মোদি বা মমতা- কারা আগামী কয়েকদিনে ভরসার জায়গা তৈরি করতে পারবেন, তার ওপর নির্ভর করছে ইভিএম-এ কোন বোতামে বেশি চাপ পড়বে!

আবার যদি কারও প্রতিই তেমন ভরসা তৈরি না হয়, তখন কাকে ভোট দিলে তুলনায় নিরাপত্তা বেশি- সেই চিন্তা চলে আসবে। সাধারণভাবে তৃণমূল-বিজেপির ফারাকের জায়গাটা সূক্ষ্ম। কার্যত সুতোর মতো। বিজেপির কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার কিছুদিন আগে ময়নাগুড়ির তৃণমূল প্রার্থী রামমোহন রায়কে (তখনও তিনি প্রার্থী হননি) গাছে বেঁধে পেটানোর নিদান দিয়ে গিয়েছিলেন।

দিনচারেক আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ময়নাগুড়িতে এসে বলে গেলেন, ভোটের পর 'আমি বিজেপি নই' পোস্টার গায়ে সেঁটে ঘুরতে হবে। সুকান্ত সরাসরি বললেন, তৃণমূল নেত্রীর ইঙ্গিত স্পষ্ট। দুজনের মুখে পরিষ্কার হুমকি। সুকান্ত, শুভেন্দু অধিকারী তো বটেই, অমিত শা প্রচারে বাংলায় এলে বলে যান- বালি চোর, কয়লা চোর, মাফিয়া, তোলাবাজদের দল তৃণমূল।

৪৮ ঘণ্টা আগে ধূপগুড়ির জনসভায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলে গেলেন, ছ্যাঁচড়, চিটিংবাজ, মাতাল, দু'নম্বরি, পাতাখোর, গাঁজাখোরদের দল হল বিজেপি। কোথায় ফারাক বলুন? কেউ কাউকে সম্মান দেন না। নেতাদের মধ্যে নাহয় খেউর হয়। কিন্তু তৃণমূল বা বিজেপি- উভয় দলের সাধারণ কর্মী-সমর্থক, ভোটাররাও কি সব ওইরকম? ভাবটা এমন- আমার দল না করলে শুধু নয়, আমার দলকে ভোট না দিলেও তোমার মতো খারাপ লোক আর কেউ হয় না।

গণতন্ত্রে নিজের পছন্দের দলকে কেউ বেছে নিলে হয় তিনি হয়ে যাবেন বালি চোর-তোলাবাজ না হয় চিটিংবাজ-পাতাখোর! ফলে একদল ক্ষমতায় এলে আরেক দলের কর্মী-সমর্থক, এমনকি ভোটারদের যে সর্বনাশ, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। বিবদমান দুই দলের সবাইকে দুষ্কৃতী বলে দেগে দেওয়ার এই প্রবণতা ডেকে আনছে হিংসা। হিংসার পরিসর তৈরি হচ্ছে ভোটার তালিকাকে কেন্দ্র করেও।

লক্ষ লক্ষ মানুষ বাদ পড়ছেন ভোটার তালিকা থেকে। যাঁদের মধ্যে জন্মসূত্রে এদেশে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা কম নয়। এমনকি হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শহীদুল্লা মুন্সিও আছেন বাদের তালিকায়। এই মানুষগুলির ভবিষ্যৎ কী? অসমের মতো ডিটেনশন ক্যাম্প? মনে আতঙ্ক তৈরি হওয়া স্বাভাবিক।

দেশে থেকে পরবাসী হওয়া বা দেশ থেকে বিতাড়িত হওয়ার এই ভয় যত চেপে বসবে, তত তাঁরা মরিয়া হয়ে উঠতে পারেন। এই 'বাতিল' মানুষগুলোর ভবিষ্যৎ নিয়ে সরকার (কেন্দ্র, রাজ্য), নির্বাচন কমিশনের নীরবতার পরিণাম ভয়ংকর হতে পারে!

## চেন্নাই সুপার কিংস

পালাবদলের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে হলুদ ব্রিগেড। '২৫-এর লিগের লাস্টবয় হলেও আগামীর ভাবনায় এক ঝাঁক তরুণ মুখের পারফরমেন্স রসদ জুগিয়েছে। ট্রেডিংয়ে প্রাপ্তি সঞ্জু স্যামসন। চুয়াল্লিশেও দলকে শীতল ছায়া দিতে আছেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। হয়তো শেষবার।

**মাহি-যুগের শেষের অঙ্ক...**

বিশ্বকাপের হ্যাংওভার কাটার আগেই নতুন চ্যালেঞ্জ। সূর্যকুমার যাদব, সঞ্জু স্যামসনরা যেখানে পরস্পরের প্রতিপক্ষ। ২৮ মার্চ আইপিএলের ঢাকে কাঠি পড়ার আগে কোন দল কতটা প্রস্তুত দেখে নিতে আজ চেন্নাই সুপার কিংস শিবিরে চোখ রাখলেন সঞ্জীবকুমার দত্ত।

২০২৫-এ দশম

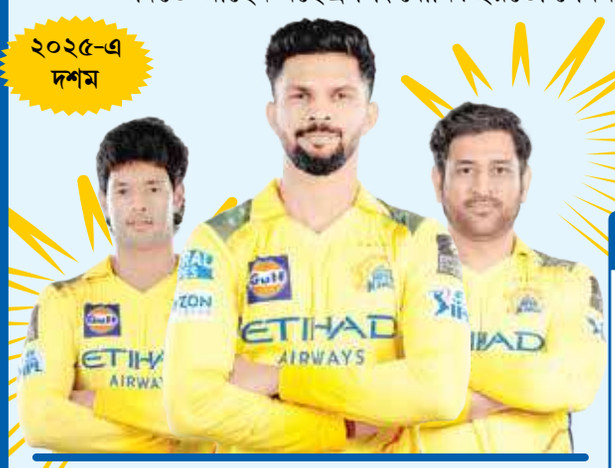

**অধিনায়ক :** রুতুরাজ গায়কোয়াড়

**হেড কোচ :** স্টিফেন ফ্লেমিং
**ব্যাটিং কোচ :** মাইক হাসি
**বোলিং পরামর্শদাতা :** এরিক সিমন্স
**হোমগ্রাউন্ড :** এমএ চিদম্বরম স্টেডিয়াম
**প্রথম ম্যাচ :** ৩০ মার্চ, রাজস্থান রয়্যালস

**স্কোয়াড**

**দামি ক্রিকেটার**
রুতুরাজ গায়কোয়াড় (১৮ কোটি), কার্তিক শর্মা (১৪.২), প্রশান্ত বীর (১৪.২), শিবম দুবে (১২), নুর আহমদ (১০), মহেন্দ্র সিং ধোনি (৪ কোটি)।

**নিলাম থেকে**
আকিল হোসেন, কার্তিক শর্মা, প্রশান্ত বীর, ম্যাথু শর্ট, ম্যাট হেনরি, রাহুল চাহার।

**শক্তি**

তারুণ্যের তেজ : আয়ুষ মাত্রে, ডিওয়াল্ড ব্রেভিস, উর্ভিল প্যাটেল, নুর আহমদ, কার্তিক শর্মা, প্রশান্ত বীর- 'রক্ষণশীল' সুপার কিংসের পরিকল্পনায় টি২০সুলভ 'আগ্রাসন' নিয়ে আসবে।

থিংকট্যাংক : লিগের সফলতম দলের তকমার নেপথ্যে থিংকট্যাংকের গুরুত্ব অপরিসীম। স্টিফেন ফ্লেমিং, মাইক হাসি, এরিক সিমন্সদের ক্ষুরধার মস্তিষ্কের সঙ্গে মাহি-মগজাস্ত্র সম্পদ হলুদ ব্রিগেডের।

**দুর্বলতা**

পেস ব্রিগেড : গত কয়েক বছরের তুরুপের তাস মাথিশা পাথিরানাকে ছেড়ে দিয়েছে দল। চোটের কারণে ছিটকে গিয়েছেন নাথান এলিস। খলিল আহমেদ, তিন বিদেশি- জেমি ওভারটন, ম্যাট হেনরি, স্পেনসার জনসনদের জন্য বাড়তি চাপ থাকবে।

অনভিজ্ঞতা : অভিজ্ঞতা বরাবরের অস্ত্র সিএসকে-র। ছবিটা এবার বদলেছে। ভবিষ্যত্বের ভাবনায় এক ঝাঁক নতুন মুখ। প্রতিভা থাকলেও অনভিজ্ঞতাকে কীভাবে জয় করে সেটাই দেখার।

**কোন ভূমিকায় থালা**

সঞ্জু আসায় মাহিই কি দলের সবচেয়ে 'উইক লিংক', প্রশ্ন উঠছে। ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসেবে খেলার সম্ভাবনা। তবে ডেথ ওভারে নেমে ফিনিশার নাকি উইকেটকিপার-ব্যাটার দ্বৈত দায়িত্বেই মাহিকে দেখা যাবে, জল্পনা তুঙ্গে।

**এক্স ফ্যাক্টর**

সঞ্জু : বিশ্বকাপে স্বপ্নের ফর্ম। সুপার এইট, নকআউটে ভারতের বৈতরণি পারের নায়ক। রাজস্থান রয়্যালস ছেড়ে প্রথমবার হলুদ জার্সিতে। ধোনির পাশে নিজেকে মেলে ধরার তাগিদ নিয়ে নামবেন।

**সেরা পারফরমেন্স :** ৫ বার চ্যাম্পিয়ন (২০১০, ২০১১, ২০১৮, ২০২১, ২০২৩)
**গতবার :** দশম

**ব্যক্তিগত রেকর্ড (২০২৫-এ)**
**সর্বাধিক রান :** শিবম দুবে (৩৫৭ রান), আয়ুষ মাত্রে (২৪০), ডিওয়াল্ড ব্রেভিস (২২৫), মহেন্দ্র সিং ধোনি (১৯৬)
**সর্বাধিক উইকেট :** নুর আহমদ (২৪ উইকেট), খলিল আহমেদ (১০), অংশুল কম্বোজ (৮)

**টিম এনথেম** হুইসল পোডু
**টিম ম্যাসকট** সিংহ

**সম্ভাব্য একাদশ : রুতুরাজ গায়কোয়াড় (অধিনায়ক), সঞ্জু স্যামসন, আয়ুষ মাত্রে, ডিওয়াল্ড ব্রেভিস, শিবম দুবে, প্রশান্ত বীর/কার্তিক শর্মা, মহেন্দ্র সিং ধোনি, ম্যাট হেনরি/স্পেনসার জনসন, খলিল আহমেদ, নুর আহমদ ও শ্রেয়স গোপাল/রাহুল চাহার।**

# ওপেনিংয়ে রাহানে-ফিন

## নাইটদের ছক্কা মারা শেখাতে এসেছি, হুংকার দ্রে রাসের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ মার্চ :** যে কোনও ভূমিকায় সমানে লড়ে যাই!

হাতে গরম উদাহরণ আন্দ্রে রাসেল। কিছুটা আচমকাই তিনি কলকাতা নাইট রাইডার্স, আইপিএলের দুনিয়া থেকে অবসর নিয়েছিলেন। কিন্তু কেকেআর তাঁকে ছাড়লে তো!

ইতিমধ্যেই দ্রে রাসের ১২ নম্বর জার্সিকে অবসরে পাঠিয়েছে কেকেআর। তাঁকে দেওয়া হয়েছে নয়া দায়িত্ব। নাইটদের পাওয়ার হিটিং কোচের ভূমিকায় ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করে দিয়েছেন রাসেল। গত সন্ধ্যার ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে কেকেআরের কিউয়ি ওপেনার ফিন অ্যালেনের ক্লাস নিয়েছিলেন দ্রে রাস। রাসেলের সঙ্গে কথা বলার পরই আরও বড় ছক্কা হাঁকাতে দেখা গিয়েছিল ফিনকে। দলে নিজের ভূমিকাটা ঠিক কীভাবে দেখছেন তিনি? কেকেআরের সমাজমাধ্যমে রাসেলের সামনে এসেছিল এমন প্রশ্ন। সরাসরি ছক্কা হাঁকিয়েছেন 'দ্য বিগ ম্যান' রাসেল। বলেছেন, 'নাইটদের সংসারে ছক্কা মারা শেখাতে এসেছি।' রাসেলের হুংকার নিশ্চিতভাবেই রবিবারের ম্যাচের আগে হার্দিক পান্ডিয়া, রোহিত শর্মা, জসপ্রীত বুমরাহদের চাপ বাড়াবে। কারণ, রাসেল নিজে যেভাবে একদশকেরও বেশি সময় ব্যাটে-বলে কেকেআর-কে ভরসা দিয়েছিলেন, তাঁর উত্তরসূরীদের মধ্যে সেই বিষয়টা ঢুকিয়ে দিতে পারলে রবিবার রাতে ঘরের মাঠেই মুম্বই ইন্ডিয়ান্স সমস্যায় পড়তে পারে।

*কলকাতা নাইট রাইডার্সের প্রস্তুতির মাঝে রোভমান পাওয়েলকে ব্যাটিং টিপস দিচ্ছেন দলের পাওয়ার হিটিং কোচ আন্দ্রে রাসেল।*

গতকালের পর আজ সন্ধ্যার ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামেও রাহুল ত্রিপাঠী, রিঙ্কু সিং, অঙ্গকৃষ রঘুবংশীদের পাশে অধিনায়ক আজিঙ্কা রাহানেকেও ছক্কা হাঁকানোর পরামর্শ দিয়েছেন দ্রে রাস। রাসেলের ক্লাসে ছক্কা মারার পর কেকেআরের সমাজমাধ্যমে ত্রিপাঠী বলেছেন, 'যেমন বল পাব, তেমনই মারব। বল যেন মাঠের বাইরে যায়।' রাত পোহালেই শুরু হচ্ছে উনিশ নম্বর আইপিএল। শনিবার এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে বিরাট কোহলি বনাম অভিষেক শর্মার লড়াইয়ের দিকে যেমন নজর থাকবে দুনিয়ার। ঠিক তেমনই রবি সন্ধ্যার মুম্বইয়ে কেকেআর বনাম মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ম্যাচ নিয়েও ইতিমধ্যেই তৈরি হয়েছে আগ্রহ। রবিবারের ম্যাচ দেখতে শাহরুখ খান মাঠে হাজির হবেন কি না, এখনও স্পষ্ট নয়। কিন্তু বাদশার দলের প্রথম একাদশ নিয়ে ছবিটা অনেকটাই স্পষ্ট। বড় অঘটন না হলে মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে অধিনায়ক রাহানে ও কিউয়ি তারকা ফিন কেকেআরের হয়ে ইনিংস ওপেন করতে চলেছেন। তিন নম্বরে ক্যামেরন গ্রিন। যাঁকে আজ রাতের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে কেকেআরের অনুশীলনের সময় আলাদাভাবে দ্রে রাসের সঙ্গে কথা বলতে দেখা গিয়েছে।

ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে বিশাল দুশ্চিন্তা না থাকলেও দলের বোলিংয়ের বেহাল দশা কীভাবে কাটবে, তা নিয়ে নাইটদের অন্দরে রয়েছে জল্পনা। প্রথম ম্যাচের প্রতিপক্ষ মুম্বই দলে রোহিত, সূর্যকুমার যাদব, তিলক ভার্মা, হার্দিকদের মতো পাওয়ার হিটার ভর্তি। এমন দলের বিরুদ্ধে কেকেআরের বোলিংয়ের ভরসা বলতে সুনীল নারায়ণ ও বরুণ চক্রবর্তী। আর জোরে বোলারের তালিকায় বৈভব অরোরা। এমন বোলিং নিয়ে মুম্বইয়ের রান কতটা রোখা যাবে, সেটাই এখন দেখার।

# স্লিম হিটম্যানকে দেখে অবাক নীতা আম্বানি

**মুম্বই, ২৭ মার্চ :** ছিল টিম বন্ডিং মিটিং। সেখানে হাজির হয়ে নিজেই চমকে গেলেন তিনি।

রবিবার ঘরের মাঠে কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে আইপিএল অভিযান শুরু করছে পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। তার আগে আজ ছিল হার্দিক পান্ডিয়াদের টিম বন্ডিং মিটিং। যেখানে হাজির ছিলেন মুম্বইয়ের মালকিন নীতা আম্বানিও। প্রাক্তন অধিনায়ক রোহিত শর্মাকে দেখে অবাক হয়ে যান মুম্বইয়ের কর্ণধার। সবার সামনেই তিনি হিটম্যানকে দেখে বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছেন, 'আরে রোহিত, তোমায় তো চেনাই যাচ্ছে না। দেখে আরও কমবয়সি লাগছে। মনে হচ্ছে, একদম তরুণ ক্রিকেটার।'

*অনুশীলনের ফাঁকে আড্ডায় রোহিত শর্মা, আজিঙ্কা রাহানে, শার্দুল ঠাকুর ও অভিষেক নায়ার। শুক্রবার মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে।*

মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের কর্ণধারের এমন কথা শুনে হেসে ফেলেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক। টেস্ট থেকে অবসরের পর হিটম্যান এখন আন্তর্জাতিক মঞ্চে শুধু একদিনের ক্রিকেট খেলেন। সঙ্গে আইপিএলও চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি। মূল লক্ষ্য, ২০২৭ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে একদিনের বিশ্বকাপ খেলা। তার আগে আসন্ন আইপিএলও রোহিতের জন্য নিশ্চিতভাবেই নয়া চ্যালেঞ্জ হতে চলেছে। তাঁর মধ্যে এখনও যে বিস্তর ক্রিকেট বাকি রয়েছে, সেটা প্রমাণের পাশে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টকে বার্তা দেওয়ার চ্যালেঞ্জও রয়েছে রোহিতের সামনে। হিটম্যান শেষ পর্যন্ত আইপিএলের আঙিনায় কতটা সফল হবেন, সময় তার জবাব দেবে। তার আগে গত কয়েকদিন ধরে মুম্বইয়ের অনুশীলনে রোহিতকে ব্যাট হাতে দারুণ ছন্দে দেখা গিয়েছে। অধিনায়ক হার্দিকও দারুণ ফর্মে রয়েছেন।

মুম্বইয়ের জন্য বড় সুখবর হল, দলের সেরা বোলার জসপ্রীত বুমরাহর ফিটনেস নিয়ে ধোঁয়াশা কেটে যাওয়া। দিন দুয়েক আগে বুমরাহ বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে হাজির হয়েছিলেন। যা নিয়ে তৈরি হয়েছিল ধোঁয়াশা। কেকেআরের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে বুমরাহর খেলা নিয়েও তৈরি হয়েছিল প্রশ্ন। আজ জানা গিয়েছে, বেঙ্গালুরু থেকে মুম্বই ফিরে এসেছেন বুমরাহ। তাঁর ফিটনেস নিয়ে কোনও সমস্যা আপাতত নেই। হয়তো প্রথম ম্যাচেও খেলবেন বুমরাহ। যদিও মুম্বইয়ের হয়ে আইপিএলে সব ম্যাচ বুমরাহ খেলবেন কি না, সেটা এখনও স্পষ্ট নয়। কারণ, ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের কারণে বুমরাহর পক্ষে প্রায় আড়াই মাসের প্রতিযোগিতার সব ম্যাচ খেলাও কঠিন।

## ইমরানের টি-শার্টে মাঠে ছাড়পত্র

**মেলবোর্ন, ২৭ মার্চ :** শেফিল্ড শিল্ডের ফাইনালে কারাবন্দি প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের ছবি দেওয়া টি-শার্ট পরে আসায় এক দর্শককে মাঠে ঢুকতে বাধা দেওয়া হয়েছিল। মেলবোর্নের নিরাপত্তারক্ষীদের মতে, এটি রাজনৈতিক প্রচার। তবে পরে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ) এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে ওই দর্শককে মাঠে প্রবেশের অনুমতি দিয়েছে। সিএ জানিয়েছে, ইমরানের বর্তমান পরিস্থিতি কোনও রাজনৈতিক বিষয় নয়, বরং এটি সম্পূর্ণ মানবিক ইস্যু।

# ছন্নছাড়া ফুটবলে ফ্রান্সের কাছে হার ব্রাজিলের

**বস্টন, ২৭ মার্চ :** বিশ্বকাপের দুই মাস আগেও দুঃসময় কাটিয়ে উঠতে পারল না ব্রাজিল। ৪০ মিনিটেরও বেশি সময় দশজনে খেলা ফ্রান্সের কাছে ২-১ গোলে হারল পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা।

খাতায়-কলমে প্রীতি ম্যাচ। তবে গ্যালারির উত্তেজনা দেখে তা বোঝার উপায় নেই। প্রায় ৬৬ হাজার দর্শকে ঠাসা বস্টনের গ্যালারি। সমর্থনে পাল্লা ভারী ছিল ব্রাজিলের দিকেই। কিন্তু মাঠের লড়াইয়ে শুরু থেকেই সেলেকাওদের পিছনে ফেলল দিদিয়ের দেশঁর ফ্রান্স। ৩২ মিনিটে ম্যাচের প্রথম গোলটি তুলে নেয় তারা। ওসমানে দেম্বেলের ডিফেন্স চেরা থ্রু ফাঁকায় পান কিলিয়ান এমবাপে। ব্রাজিল গোলকিপারের মাথার উপর দিয়ে বল জালে পাঠান ফরাসি তারকা। এর ফলে দেশের জার্সিতে ৫৬টি গোল হয়ে গেল এমবাপের। আর একবার জালে বল রাখলেই ফ্রান্সের সর্বকালের সবাধিক গোলদাতার তালিকায় অলিভার জিরুর সঙ্গে যুগ্মভাবে শীর্ষে জায়গা করে নেবেন তিনি।

দ্বিতীয়ার্ধে ব্রাজিলের রক্ষণে আরও চাপ বাড়ায় ফরাসি ব্রিগেড। ৫৫ মিনিটে বক্সের সামনে ব্রাজিলের এক ফুটবলারকে ফাউল করে লাল কার্ড দেখেন ডায়োট উপামেকানো। এর ১০ মিনিটের মধ্যেই ব্যবধান দ্বিগুণ করে দশজনের ফ্রান্স। লক্ষ্যভেদ হুগো একিটিকের। বাকি সময়টা ব্রাজিল অবশ্য সমতা ফেরাতে চেষ্টায় কোনও ত্রুটি রাখেনি। তারই ফসল ৭৮ মিনিটে গ্লেইসন ব্রেমারের গোল। কিন্তু এরপর আর ফরাসিদের রক্ষণে চিড় ধরাতে পারেনি কার্লো আন্সেলোত্তির ছেলেরা। বলা ভালো, ব্রাজিলকে সেই সুযোগ দেয়নি ফ্রান্স।

ফ্রান্সের বিরুদ্ধে এই হারে অবশ্য একেবারেই বিচলিত নন ব্রাজিল কোচ আন্সেলোত্তি। তিনি বলেছেন, 'এই ফলে আমি অর্ধেক সন্তুষ্ট। সামনে এখনও দীর্ঘ পথ বাকি। আমার মনে হয় এই ম্যাচে একটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে, আমরা বিশ্বের সেরা দলগুলোর সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার ক্ষমতা রাখি।'

**ইতিহাসের আরও কাছে এমবাপে**

**ফলাফল**

ব্রাজিল ১-২ ফ্রান্স
কলম্বিয়া ১-২ ক্রোয়েশিয়া
চিলি ৪-২ কেপ ভের্দে
জর্জিয়া ২-২ ইজরায়েল
কাতার ০-০ সার্বিয়া
সাইপ্রাস ০-১ বেলারুশ

*ফ্রান্সকে এগিয়ে দেওয়ার পর সেলিব্রেশন কিলিয়ান এমবাপের।*

## আইপিএলে টানা ব্যর্থতায় জরিমানার জল্পনা

**মুম্বই, ২৭ মার্চ :** শনিবার বেঙ্গালুরুতে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু বনাম সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ম্যাচ দিয়ে শুরু হচ্ছে আইপিএলের ১৯তম সংস্করণ। গত ১৮ বছরে এই টুর্নামেন্ট বিশ্বের অন্যতম সেরা প্রতিযোগিতামূলক লিগে পরিণত হয়েছে। কিন্তু একটা প্রশ্ন থেকেই যায়-টানা ব্যর্থ হওয়া দলগুলোর কি আদৌ কোনও হেলদোল আছে? প্রিমিয়ার লিগ বা লা লিগার মতো ফুটবলে অবনমনের নিয়ম থাকে, যা দলগুলোকে সবসময় চাপে রাখে। কিন্তু আইপিএলে অবনমন সম্ভব নয়। তাহলে কি টুর্নামেন্টের মান আরও বাড়াতে কড়া পদক্ষেপ করতে পারে বিসিসিআই?

বর্তমানে টানা প্লে-অফে উঠতে ব্যর্থ হলেও কোনও দলের আর্থিক ক্ষতি হয় না। ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলির আয়ের ৬০-৭০ শতাংশ আসে বোর্ডের মিডিয়া স্বত্ব থেকে, যা সব দলের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করা হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, এবার বোর্ডের উচিত কড়া নিয়ম আনা। যদি কোনও দল টানা তিন মরশুম প্রথম চারে শেষ করতে না পারে, তবে তাদের মিডিয়া স্বত্বের আয়ের ভাগ কমিয়ে দেওয়া উচিত।

এদিকে, রাজস্থান রয়্যালস এবং আরসিবি-র বিপুল অঙ্কে মালিকানা বদলের জেরে এবার বিসিসিআইয়ের ঘরে ঢুকতে চলেছে প্রায় ১৫০০ কোটি টাকা। ফ্র্যাঞ্চাইজি চুক্তির নিয়ম অনুযায়ী, মালিকানা হস্তান্তরের মোট অঙ্কের ৫ শতাংশ ট্রান্সফার ফি হিসেবে পায় বিসিসিআই। রাজস্থান এবং আরসিবি মিলিয়ে মোট প্রায় ৩১ হাজার কোটি টাকার চুক্তির কারণেই বিসিসিআইয়ের এই লক্ষ্মীলাভ।

## হারল ময়নাগুড়ি, জয়ী এসি কলেজ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৭ মার্চ :** উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া পর্ষদের কিরণচন্দ্র ট্রফি আন্তঃ কলেজ টি২০ ক্রিকেটে শুক্রবার এনবিইউ ইউনিট ১৪৩ রানে হারিয়েছে ময়নাগুড়ি কলেজকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে টসে হেরে এনবিইউ ২০ ওভারে ৫ উইকেটে ২০৮ রান করে। অগ্নিভ ভৌমিক ৭৭ ও মুজাম্মি রাজা ভৌমিক অপরাজিত ৬৪ রান করেন। দীপঙ্কর রায় ৫৭ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে ময়নাগুড়ি ১৩.১ ওভারে ৬৫ রানে গুটিয়ে যায়। তাদের সর্বাধিক ১৫ রান জয়ন্ত সরকারের। বিবেক ওরাওঁ ২ উইকেট নেন।

জলপাইগুড়ি এসি কলেজ ৮ উইকেটে জিতেছে নর্থবেঙ্গল সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের বিরুদ্ধে। টসে জিতে সেন্ট জেভিয়ার্স ২০ ওভারে ৯ উইকেটে ১০৫ রান করে। আকাশ কেরকেট্টা ২৭ রানে অপরাজিত থাকেন। ভাস্কর রায় ১৮ রানে নিয়েছেন ৪ উইকেট। অঙ্কিত দাস ১৭ রানে ৩ উইকেট পেয়েছেন। জবাবে এসি ১০.১ ওভারে ২ উইকেটে ১০৯ রান তুলে নেয়। ভাস্কর অপরাজিত ৩৯ ও রাতুলপ্রসাদ ভৌমিক ৩৪ রান করেন। শনিবার খেলবে শিলিগুড়ি কলেজ-ফালাকাটা কলেজ ও এনবিইউ ইউনিট-শহিদ ক্ষুদিরাম কলেজ।

# সস্তার জার্সিতে রঙিন পিএসএল

**লাহোর, ২৭ মার্চ :** একে তো দর্শকশূন্য গ্যালারি, তার ওপর বিদেশি তারকাদের পলায়ন-পিএসএলের দুর্দশার যেন শেষ নেই! এবার টুর্নামেন্টের শুরুতেই এক চূড়ান্ত হাস্যকর ঘটনার সাক্ষী থাকল ক্রিকেট বিশ্ব। সাদা বল ঘষতে গিয়ে ফিল্ডারদের জার্সির রং উঠে বলটাই হয়ে গেল লাল!

লাহোর কালান্দার্স এবং হায়দরাবাদ কিংসের ম্যাচে এই অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে। বোলাররা বল চকচকে করতে নিজেদের জার্সিতে ঘষতেই হায়দরাবাদের মেরুন জার্সির কাঁচা রং সাদা বলে লেগে যায়। ধীরে ধীরে সেই বল গোলাপি থেকে একেবারে লাল হয়ে ওঠে।

এই কাণ্ড দেখে রীতিমতো চোখ কপালে ওঠে হায়দরাবাদ অধিনায়ক মার্নাস লাবুশেনের। তিনি সোজা আম্পায়ারের কাছে গিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, 'পেশাদার ক্রিকেটে এমন অদ্ভুত জিনিস জীবনেও দেখিনি!'

সোশ্যাল মিডিয়ায় এই 'কালারফুল' বলের ছবি ভাইরাল হতেই চরম ট্রোলের মুখে পড়েছে পিএসএল। বিশ্বের অন্যতম সেরা লিগ হওয়ার বড়াই করা পিসিবি-র এই 'সস্তার' জার্সি-কাণ্ড তাদের পেশাদারিত্ব নিয়েই বড়সড়ো প্রশ্ন তুলে দিল। সব মিলিয়ে, টুর্নামেন্ট শুরুর আগেই পিএসএল এখন গোটা বিশ্বের কাছে চরম হাসির খোরাক।

# বিশ্বকাপে খেলার স্বপ্ন বাঁচাল ইতালি

**বেরগামো, ২৭ মার্চ :** উত্তর আয়ারল্যান্ডকে হারিয়ে ১২ বছর পর ফিফা বিশ্বকাপে খেলার স্বপ্নে ডুব দিল ইতালি।

২০২৬ বিশ্বকাপ যোগ্যতা অর্জন পর্বের প্লে-অফের আগে ইতালি শিবিরে অশান্তির খবর প্রকাশ্যে এসেছিল। চিন্তা ছিল, সেই অশান্তির আঁচ দলের পারফমেন্সে প্রভাব ফেলবে না তো? না তা হতে দিলেন না নিকো বারেল্লা, আলেসান্দ্রো বাস্তোনিরা। উত্তর আয়ারল্যান্ডের বিশ্বকাপ খেলার আশায় জল ঢেলে ২-০ ব্যবধানে ম্যাচ জিতল আজুরিরা।

এদিন ম্যাচের শুরু থেকেই আগ্রাসী ফুটবলে ভর করে গোল তুলে নেওয়ার চেষ্টায় ছিল ইতালি। ঘরের মাঠে প্রতিপক্ষকে চাপে রাখলেও প্রথম পঁয়তাল্লিশ মিনিটে গোলের দেখা পায়নি তারা। গোলশূন্য প্রথমার্ধের পর টানা তৃতীয়বার বিশ্বকাপের মূল পর্বে খেলার দৌড় থেকে ছিটকে যাওয়ার আশঙ্কা জাঁকিয়ে বসেছিল ইতালি শিবিরে। ৫৬ মিনিটে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন সান্দ্রো তোনালি। বক্সের বাইরে থেকে দুরন্ত শটে লক্ষ্যভেদ করেন তিনি। ৮০ মিনিটে দ্বিতীয় গোল করেন মোয়েস কিন।

*গোল পাওয়ার আনন্দে আত্মহারা ইতালির সান্দ্রো তোনালি।*

বিশ্বকাপের মূলপর্বে পৌঁছোতে আরও একটি ম্যাচ জিততে হবে ইতালিকে। ৩১ মার্চ সেই ম্যাচে তাদের প্রতিপক্ষ বসনিয়া। অন্য ম্যাচে বসনিয়া টাইব্রেকারে ৪-২ ব্যবধানে হারিয়েছে ওয়েলসকে। নির্ধারিত সময়ের ফল ছিল ১-১। এই হারের ফলে ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলার দৌড় থেকে ছিটকে গেল ওয়েলস।

# জাতীয় দলের দোরগোড়ায় বৈভব

**গুয়াহাটি, ২৭ মার্চ :** আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের মঞ্চে পা রাখার আইনি বাধা অবশেষে ঘুচল বৈভব সূর্যবংশীর। আইসিসি-র নিয়ম অনুযায়ী, আন্তর্জাতিক স্তরে খেলতে হলে ন্যূনতম ১৫ বছর বয়স হওয়া বাধ্যতামূলক। শুক্রবার ১৫ বছরে পা দিলেন বিহারের সমস্তিপুরের এই বিস্ময়বালক। জন্মদিনে সতীর্থদের সঙ্গে কেক কাটার আনন্দের মাঝেই মিলে গেল এই বিশেষ 'ছাড়পত্র'। এবার অজিত আগরকারের নির্বাচক কমিটির সবুজ সংকেত পেলেই সরাসরি টিম ইন্ডিয়ার জার্সিতে দেখা যেতে পারে এই বিস্ফোরক ওপেনারকে।

ছোট্ট কেরিয়ারেই বাইশ গজে রীতিমতো হইচই ফেলে দিয়েছেন বৈভব। ২০২৫ সালের আইপিএলে প্রথম বলেই ছক্কা হাঁকিয়ে নিজের আগমনী বার্তা দিয়েছিলেন। মাত্র ৩৫ বলে কোটিপতি লিগের দ্বিতীয় দ্রুততম সেঞ্চুরির দুরন্ত রেকর্ডও তাঁরই পকেটে। এছাড়া ২০২৬ যুব বিশ্বকাপেও টুর্নামেন্টের সেরা প্লেয়ার হয়েছেন তিনি। আগামী সোমবার গুয়াহাটিতে চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করছে রাজস্থান রয়্যালস। সেখানে সবার নজর থাকবে এই খুদে তারকার দিকেই। এক পডকাস্টে বৈভবের খুনে মেজাজ নিয়ে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর উইকেটকিপার-ব্যাটার জিতেশ শর্মা বলেছেন, 'ছেলেটা মিষ্টি হলেও গায়ের জোর মারাত্মক! আমার চেয়েও ওর কবজি চওড়া। নেটে ও যেভাবে ব্যাট ঘোরায়, বোলাররা ভয়ে কাঁপে। ওর মারের হাত থেকে বাঁচতে নেটে কেউ আর ওকে হাফভলি দেওয়ার সাহস দেখায় না!'

*১৫তম জন্মদিনেও ব্যাটিং অনুশীলনে খামতি নেই বৈভব সূর্যবংশীর। শুক্রবার।*

অন্যদিকে, সঞ্জু স্যামসনের বিনিময়ে ট্রেড হয়ে পুরোনো দল রাজস্থানে প্রত্যাবর্তন স্মরণীয় করে রাখতে মরিয়া রবীন্দ্র জাদেজা। প্রথম প্রস্তুতি ম্যাচেই তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন, কেন তাঁকে নিয়ে এত প্রত্যাশা। আন্তঃদলীয় ম্যাচে ধ্রুব জুরেল একাদশের বিরুদ্ধে মাত্র ৩৪ বলে অপরাজিত ৯৫ রানের বিস্ফোরক ইনিংস খেলার পাশাপাশি ৪টি উইকেটও তুলে নিয়েছেন এই তারকা অলরাউন্ডার। ২০০৮ সালে শেন ওয়ার্নের প্রথম আইপিএল জয়ী রাজস্থান দলের সদস্য ছিলেন জাদেজা। চেন্নাইয়ে দীর্ঘ এক যুগ কাটিয়ে ফের পুরোনো ঠিকানায় ফেরা জাদেজার এই আগুনে ফর্ম এবার কুমার সাঙ্গাকারাদের দীর্ঘ ট্রফি-খরা কাটাতে সবচেয়ে বড় ভরসা হতে চলেছে।

# শাপমুক্তির চিন্নাস্বামীতে ‘বিস্ফোরণের’ পূর্বাভাস

**বেঙ্গালুরু, ২৭ মার্চ :** অপেক্ষার অবসান।

মাঝে আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা। গার্ডেন সিটি বেঙ্গালুরুতে পর্দা উঠতে চলেছে উনিশতম আইপিএলের। গতবারের চ্যাম্পিয়ন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু মুখোমুখি সানরাইজার্স হায়দরাবাদের। মেগা লিগের শুরুর যে ম্যাচের হাত ধরে গত ৪ জুনের ‘অভিশপ্ত’ রাত পিছনে ফেলে ক্রিকেট মানচিত্রে প্রত্যাবর্তন ঘটছে এম চিন্নাস্বামী ক্রিকেট স্টেডিয়ামেরও।

রজত পাতিদারের নেতৃত্বাধীন আরসিবি-র সামনে খেতাব ধরে রাখার পরীক্ষা। ঈশান কিষানের হায়দরাবাদের লক্ষ্য সেখানে গতবারের ব্যর্থতা ঝেড়ে ঘুরে দাঁড়ানো। দক্ষিণের দুই দলের যে

**আইপিএলে আজ**
INDIAN PREMIER LEAGUE
**রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু**
**বনাম**
**সানরাইজার্স হায়দরাবাদ**
**সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট**
**স্থান : বেঙ্গালুরু**
**সম্প্রচার :** স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, জিওহটস্টার

আকর্ষণীয় দ্বৈরথে চোখ যেমন থাকবে ইয়াঙ্গিস্তানের নতুন মুখ অভিষেক শর্মা, ঈশান কিষানদের দিকে, তেমনই ক্রিকেট বিশ্বের সামনে সুযোগ ফের বিরাট-মৌতাতে মাতার।

২০২৫ সালে বিরাট কোহলির চওড়া ব্যাট আইপিএল-খরা কাটিয়েছে আরসিবি-র। মাঝের ঘটনাবহুল এক বছর কাটিয়ে ফের মেগা লিগের টক্কর। আবারও দল তাকিয়ে তাঁর ব্যাটের দিকে। নিউজিল্যান্ড সিরিজের পর মাস দুয়েকের ব্যবধানে মাঠে ফিরছেন। ফলে মঞ্চ, জার্সি বদলালেও কালকের ম্যাচে সেরা আকর্ষণ কিং কোহলিই।

প্যাট কামিন্স বনাম জোশ হ্যাজেলউডের সম্ভাব্য ‘অজি-যুদ্ধে’ অবশ্য ব্যাঘাত ফিটনেস সমস্যায়।

*আইপিএলে নামার আগে পুরোনো একটি শিবের ট্যাটু নতুন করে আঁকালেন বিরাট কোহলি। একটি পদ্মফুলও আঁকা হয়েছে তাতে। এই ট্যাটু প্রায় কাঁধ পর্যন্ত উঠে গিয়েছে। তবে ট্যাটুটি শেষ করা হয়নি।*

নিজ নিজ দলের সঙ্গে থাকলেও মাঠে নামতে পারছেন না কেউ। ফলে সেরা দুই অস্ত্রকে ছাড়াই অভিযান শুরু করছে দুই শিবির। এর মধ্যে আরসিবি-র চিন্তা আরও বাড়িয়েছে শ্রীলঙ্কান পেসার নুয়ান থুশারার আটকে যাওয়া। দুষ্মন্ত চামিরা, পাথুম নিসাঙ্কা, কামিন্দু মেন্ডিসরা উতরে গেলেও ফিটনেস পরীক্ষায় ‘ফেল’ থুশারা। মেলেনি শ্রীলঙ্কা বোর্ডের ছাড়পত্রও।

হায়দরাবাদের মতো বোলিং অস্বস্তি নিয়ে আগামীকাল ঘরের মাঠে খেলতে নামছে আরসিবি। এক বছর কোনও ম্যাচ না হলেও চিন্নাস্বামী মূলত ব্যাটিং-স্বর্গ হিসেবে পরিচিত। বাউন্স ও গতি থাকে। শট খেলা উপভোগ করেন ব্যাটাররা। তার সঙ্গে যোগ হয়েছে চিন্নাস্বামীর তুলনামূলক ছোট বাউন্ডারি। দুই দলের বোলারদের জন্য নিঃসন্দেহে পরীক্ষা কঠিন হতে যাচ্ছে।

ম্যাচের চাবিকাঠি লুকিয়ে দুই দলের ব্যাটিংয়ের মধ্যে। ট্রাভিস হেড, অভিষেক শর্মা, ঈশান, হেনরিচ ক্লাসেন, লিয়াম লিভিংস্টোন-বারুদে ঠাসা হায়দরাবাদের ব্যাটিং। জবাবে বিরাটের সঙ্গে ফিল সল্ট, দেবদত্ত পাডিক্কাল, টিম ডেভিড, জ্যাকব বেথেল। উদ্বোধনী ম্যাচেই রিংটোন সেট করে দেওয়ার সমস্ত রসদ মজুত। আগামীকাল শেষ হাসি কে হাসবে, বলা মুশকিল।

ঈশানের জন্য পরীক্ষার ম্যাচ। আইপিএল দলকে প্রথমবার নেতৃত্ব দেওয়ার সম্মান। একঝাঁক সিনিয়ার ক্রিকেটার থাকা সত্ত্বেও প্যাট কামিন্সের অনুপস্থিতিতে (প্রথম পর্বে খেলতে পারবেন না) ঈশানকে অধিনায়ক হিসেবে বেছে নিয়েছেন কাব্যা মারানরা। ডেপুটির দায়িত্বে অভিষেক। নেতৃত্বের গুরুভারের সঙ্গে বাইশ গজে দুজনের বিস্ফোরক ব্যাটিং চিন্তার জায়গা আরসিবির।

বিরাটও তুরীয় মেজাজে রয়েছেন। দুই প্রস্তুতি ম্যাচেই ২৩০ প্লাস স্ট্রাইক রেটে ব্যাট ঘুরিয়েছেন। মাঠে চেনা এনার্জি। সতীর্থ সল্টের জন্য কখনও বলও করছেন। ব্যাটিং তো রয়েইছে। মাঠের বাইরেও যে মেজাজের প্রতিফলন। নতুন অভিযানে নামার আগে কিছুটা লুক পরিবর্তন। গোটা বাঁহাত জুড়ে পদ্মফুলের মতো ট্যাটু। দীর্ঘ ক্রিকেট জার্নিতে কঠোর পরিশ্রমে নিজেকে মেলে ধরার বার্তা যে ট্যাটুতে।

শনিবাসরীয় উদ্বোধনী ম্যাচে লড়াইটা অবশ্য ব্যাট-বলে। দ্বিপাক্ষিক পরিসংখ্যানে যেখানে এগিয়ে হায়দরাবাদই। ২৫ ম্যাচের ১৩টিতে জয়ী চারমিনার শহরের দল। প্রথম ও শেষ সাক্ষাৎকারে জিতেছে হায়দরাবাদ। অপরদিকে, ১১টিতে জয়ী আরসিবি। বাকি ম্যাচ টাই। আগামীকাল? উত্তরের জন্য আরও কিছুটা সময় অপেক্ষা করতে হচ্ছে।

# দুই হাজার কোটি টাকারও বেশি দরপত্র আইএসএলে

**সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়**

**কলকাতা, ২৭ মার্চ :** ইন্ডিয়ান সুপার লিগ ও ফেডারেশন কাপের জন্য নতুন বিপণন সঙ্গী হিসাবে জিনিয়াস স্পোর্টসকে খুব সম্ভবত পেতে চলেছে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন।

আগেই জানা যায়, এবার ক্যাটিগোরি ‘এ’ অর্থাৎ পুরুষদের ক্লাব টুর্নামেন্ট আইএসএল এবং ফেডারেশন কাপের জন্য দরপত্র জমা করে ইংল্যান্ডের কোম্পানি জিনিয়াস স্পোর্টস ও ফ্যান কোড। ক্যাটিগোরি ‘বি’-তে মহিলাদের ইন্ডিয়ান উইমেন্স লিগ ও আইডব্লিউএল টুয়ের জন্য ক্যাপ্রি স্পোর্টস। এদিন সকাল এগারোটা নাগাদ দরপত্রের কাগজ খোলা হয় এবং বিকেল পাঁচটার পর তিন কোম্পানিরই বাণিজ্যিক বিশ্লেষণ করা হয়। এর পরেই জানা যায় মোট দর দেওয়া হয়েছে ২১২৯ কোটি টাকার মতো। আর মহিলাদের জন্য ১৫০ কোটি টাকা। এফএসডিএল চলে যাওয়ার পর যখন মনে হয়েছিল, এবার আর কোনও কোম্পানিই এগিয়ে আসবে না ভারতীয় ফুটবলকে বাঁচাতে তখন হঠাৎই বিশাল অঙ্কের আর্থিক সহায়তা নিয়ে হাজির বিদেশি এক কোম্পানি। স্বাভাবিকভাবেই উচ্ছ্বসিত ফেডারেশনের সহকারী মহাসচিব এম সত্যনারায়ণন বলেছেন, ‘দেখুন, যাঁরা ভাবছিলেন ভারতীয় ফুটবল রসাতলে যাবে, তারা ভুলের স্বর্গে ছিলেন। আগামী ১৫ বছরের জন্য ভারতীয় ফুটবলে আর্থিক সমস্যা আর থাকবে না, এটুকু কথা দিতে পারি।’ দুই পক্ষের সমঝোতায় এই চুক্তি বাড়তে পারে আরও পাঁচ বছর। প্রতি বছর চুক্তির অঙ্ক ৫ শতাংশ করে বাড়বে। এদিন দরপত্র খোলার পর বাণিজ্যিক বিশ্লেষণের সময়ে দুই কোম্পানির সঙ্গেই আলোচনা করেন ফেডারেশন কর্তারা। এছাড়াও আইএসএলের সব ক্লাবের সঙ্গে ভার্চুয়ালি বসা হয়। যা খবর তাতে বেশিরভাগ ক্লাবই সন্তোষ প্রকাশ করেছে। কিন্তু কিছু ক্লাব নাকি খুশি নয় এবং জানতে চেয়েছে এর থেকে ক্লাবের কী লাভ হবে? যদিও এই দরপত্র পাওয়ার পর আর পিছনে ফিরে তাকাতে রাজি নয় ফেডারেশন। সত্যনারায়ণন জানালেন, ২৯ মার্চ কার্যনির্বাহী কমিটির সঙ্গে আলোচনার পর বিপণন সঙ্গীর নাম ঘোষণা করে দেওয়া হবে।

তিনি জোর গলায় দাবি করেন, ‘দেখুন আইএসএল হল ফেডারেশনের টুর্নামেন্ট। যারা ভারতীয় ফুটবলে যখন আর্থিক সমস্যা মিটে আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে তখন বিরোধিতা করে আমরা তাদের নিয়ে ভাবছি না। বরং আগামী ১৫ বছর যেন ভারতীয় ফুটবল দিশা পায় সেই লক্ষ্যে কাজ করতে হবে। যারা খেলতে চাইবে না, তাদের বাদ দিয়েই লিগ হবে।’

## বাংলাকে সোনা উপহার জেমের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৭ মার্চ :** গান্ধিধামে আয়োজিত ৮৭তম আন্তঃ রাজ্য সাব-জুনিয়ার ও ক্যাডেট টেবিল টেনিসে বাংলাকে সোনা এনে দিল শিলিগুড়ি টেবিল টেনিস অ্যাকাডেমির জেম মহালানবিশ। বেলঘরিয়ার আরিভ দত্তর সঙ্গে জুটি বেঁধে জেম অনূর্ধ্ব-১৩ ডাবলসের ফাইনালে ১১-৮, ১১-৫ ও ১৫-১৩ পয়েন্টে ত্রিজল ভোরা-সাত্ত্বিক শর্মাকে হারিয়েছে।

## প্রি-কোয়ার্টারে রামকৃষ্ণ-শিবু

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৭ মার্চ :** মিত্র সম্মিলনীর শ্যামাদেবী ভার্মা ও এসপি ভার্মা ট্রফি মুক্ত অকশন ব্রিজে শুক্রবার দ্বিতীয় রাউন্ডের খেলা হয়েছে। জিতে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছেন রামকৃষ্ণ রায়-শিবু দাস, সুবোধ অধিকারী-রতন দাস, বাবলু মালাকার-তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়, মৃগাঙ্ক রায়-অভিজিৎ দত্ত, আশিস ধর-প্রদীপ দে, সঞ্জীব পাল-বাসুদেব পাল, অমল বসাক-দেবব্রত বসু ও সুভাষ পাল-মনোজ সরকার।

## খেলো ইন্ডিয়া ট্রাইবাল গেমসে অনীশা, সঞ্জিতা

**শিলিগুড়ি, ২৭ মার্চ :** ছত্তিশগড়ে প্রথম খেলো ইন্ডিয়া ট্রাইবাল গেমসের অ্যাথলেটিক্স ৩০ মার্চ-২ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিযোগিতায় শিলিগুড়ির অনীশা মুন্ডা ও সঞ্জিতা ওরাওঁ বাংলা দলের প্রতিনিধিত্ব করবেন। অনীশা মহিলাদের ৫ হাজার মিটার ও সঞ্জিতা ১০ হাজার মিটার দৌড়ে নামবেন। অনীশা ও সঞ্জিতা শিলিগুড়ি অ্যাথলেটিক ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনে প্রশিক্ষণাধীন।